ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদ

জানুয়ারি ২০১৪ - অক্টোবর ২০১৮

২৮ আগস্ট ২০১৯

পার্লামেন্টওয়াচ: দশম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশন

উপদেষ্টা

ইফতেখারুজ্জামান,
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ এন্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান

শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
জুলিয়েট রোজেটি, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা ও প্রতিবেদন রচনা

মোরশেদা আক্তার, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
নিহার রঞ্জন রায়, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা(খন্ডকালীন)

প্রকাশ চন্দ্র রায়, মো. সাইদুল ইসলাম,সাদিয়া আহমেদ, ইফফাত শারমিন, ইফফাত আনজুম, মোহাম্মদ জিহাদ হোসেন, দেওয়ান মোহাম্মদ শোয়াইব, আশফাকুজ্জামান চৌধুরী, ইকরা শামস চৌধুরী, সাঈদা বিনতে আসাদ, সৈকত আলম শান্তনা, ফারহানা জাহান এবং নাজমিন সুলতানা।

কারিগরি সহযোগিতা

আবু সাঈদ মো. আব্দুল বাতেন, সিনিয়র ম্যানেজার-আইটি, এ এন এম আজাদ রাসেল, ম্যানেজার-আইটি এবং টিআইবি'র অফিস সহকারীরা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা

তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তারা সহযোগিতা করেছেন। তথ্য সংগ্রহ ও দশম সংসদের পূর্ববর্তী প্রতিবেদনসমূহ প্রণয়নে সহযোগিতা করেছেন ফাতেমা আফরোজ, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং অমিত সরকার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি এছাড়াও টিআইবি'র অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরানো)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: + ৮৮-০২-৯১২৪৭৮৮-৮৯, ফ্যাক্স: + ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: **info@ti-bangladesh.org**
ওয়েবসাইট:**www.ti-bangladesh.org**

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নম্বর
মুখবন্ধ	৬
সংসদীয় শব্দকোষ	৭
অধ্যায় এক: ভূমিকা	৯
প্রসঙ্গ কথা	৯
গবেষণার পটভূমি	১০
গবেষণার উদ্দেশ্য	১০
তথ্যের উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি	১১
গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত নির্দেশক	১১
গবেষণার সময়	১১
অধ্যায় দুই: দশম জাতীয় সংসদের মৌলিক তথ্যাবলী	১২
দশম সংসদ সদস্যদের দলভিত্তিক আসনবিন্যাস	১২
নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ	১৩
নির্বাচিত সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৪
দশম সংসদের অধিবেশনসমূহের কার্যকাল	১৪
স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন	১৫
দশম সংসদের কার্যসময় ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়	১৫
অধ্যায় তিন : আইন প্রণয়ন কার্যক্রম	১৬
আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে ব্যয়িত সময়	১৬
দশম সংসদে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ	১৭
আলোচিত আইনসমূহ	১৮
দশম সংসদে পাসকৃত বিল	১৮
দশম সংসদে উত্থাপিত বেসরকারি বিল	১৮
আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ওয়াকআউট	১৯
আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে আলোচিত বিতর্ক	১৯
বাজেট আলোচনা	২১
বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত সময়	২১
বাজেট প্রণয়ন কার্যক্রমে আলোচিত বিতর্ক	২১
বাংলাদেশে বাজেট অনুমোদন প্রক্রিয়া ও এর সীমাবদ্ধতা	২১
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ	২২
অধ্যায় চার: জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত কার্যক্রম	২৩
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ	২৩
প্রধানমন্ত্রীর নির্ধারিত কার্যদিবস ও উত্তরদানে ব্যয়িত সময়	২৩
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ	২৩
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচনা	২৪
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	২৫
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্থাপিত মূল ও সম্পূরক প্রশ্নের সংখ্যা	২৫
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যয়িত সময়	২৫
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ	২৫
অনির্ধারিত আলোচনায় ব্যয়িত সময়	২৬
অনির্ধারিত আলোচনার উল্লেখযোগ্য বিষয়	২৬
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায়	২৬

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় ব্যয়িত সময় ও সদস্যদেও অংশগ্রহণ	২৭
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় সংসদ নেতার বক্তব্য	২৭
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যাবাদ প্রস্তাবে বিরোধীদলীয় নেতার বক্তব্য	২৮
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব	২৮
সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ	২৮
সিদ্ধান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাহারের কারণ	২৮
সাধারণ আলোচনা: বিধি ১৪৬ , ১৪৭ অনুযায়ী সাধারণ আলোচনায় ব্যয়িত সময়	২৯
সাধারণ আলোচনার বিষয়বস্তু	**২৯**
বিধি ৭১ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা	**৩০**
বিধি ৭১ (ক) অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা	**৩০**
জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিশ: বিধি ৬৮ অনুযায়ী জরুরী জনগুরুত্বপূণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা	৩০
মুলতবি প্রস্তাব: মুলতবি প্রস্তাব নোটিসের সংখ্যা	৩১
মুলতবি নোটিসের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ	৩১
জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ আলোচিত না হওয়া	৩১
সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি	৩২
দলভিত্তিক সদস্যদের উপস্থিতি	৩২
সংসদ নেতা ও বিরোধীদলীয় নেতার উপস্থিতি	৩৩
সংসদ বর্জন	৩৩
ওয়াকআউট	৩৩
কোরাম সংকট	৩৩
সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম ও ভূমিকা	৩৪
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন	৩৪
সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক	৩৫
সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ	৩৫
সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের হার	৩৬
সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতি	৩৭
সংসদীয় স্থায়ী কমিটির তলব	৩৭
সংসদীয় উন্মুক্ততা: সংসদীয় কার্যক্রম ও কমিটির তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতা	৩৭
সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের ভূমিকা	৩৭
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ	৩৮
অধ্যায় পাঁচ : জেন্ডার প্রেক্ষিত: সংসদে নারী সংসদ সদস্যের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা	**৩৯**
দশম সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব	৩৯
সংসদীয় কমিটিতে নারী সংসদ সদস্য	৩৯
অধিবেশনে নারী সদস্যদের উপস্থিতি	৩৯
প্রশ্নোত্তর পর্বে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ	৪০
আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ	৪০
জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিসের ওপর আলোচনায় নারী সদস্যের অংশগ্রহণ	৪০
অন্যান্য আলোচনা পর্বে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ	৪১
সংসদে সার্বিকভাবে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ	৪১
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ	৪২
অধ্যায় ছয়: সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	***৪৩***
স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী	৪৩
সংসদের সভাপতিত্ব	৪৩
সংসদ সদস্যদের আচরণ ও স্পিকারের ভূমিকা	৪৩
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ	৪৫

অধ্যায় সাত : উপসংহার ও সুপারিশমালা ৪৬
সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবি'র সুপারিশ ৪৮

তথ্য সহায়িকা ৪৯

পরিশিষ্ট - ২.১: দশম সংসদের কার্যকাল ৫০
পরিশিষ্ট - ২.২: দশম জাতীয় সংসদের সভাপতিমণ্ডলী ৫০
পরিশিষ্ট - ২.৩: দশম সংসদের প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশনে ব্যয়িত সময় ৫৪
পরিশিষ্ট - ৩.১ : দশম সংসদে পাসকৃত আইনসমূহ ৫৪
পরিশিষ্ট - ৪.১: প্রশ্নোত্তর পর্বে সরাসরি উত্তর প্রদানের অধিবেশনভিত্তিক কার্যদিবস ৬৬
পরিশিষ্ট - ৪.২: মন্ত্রীদের সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক প্রশ্নের সংখ্যা ৬৬
পরিশিষ্ট - ৪.৩: দশম সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের সময় ৬৭
পরিশিষ্ট - ৪.৪: প্রত্যাহৃত নোটিসসমূহ ৬৮
পরিশিষ্ট - ৪.৫: ৭১ বিধিতে জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য গৃহীত নোটিসের সংখ্যা ৭০
পরিশিষ্ট - ৪.৬: ৭১ বিধিতে জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক আলোচিত নোটিসের সংখ্যা ৭০
পরিশিষ্ট - ৪.৭: ৭১ (ক) বিধিতে জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক আলোচিত নোটিসের সংখ্যা ৭১
পরিশিষ্ট - ৪.৮: মুলতবি প্রস্তাবের বিষয়সমূহ ৭২
পরিশিষ্ট - ৪.৯: আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ (২০১৫-১৬) ৭৩
পরিশিষ্ট - ৪.১০: দশম জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহের অনুষ্ঠিত বৈঠক সংখ্যা ৭৬
পরিশিষ্ট - ৪.১১: দশম জাতীয় সংসদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটিসমূহের অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্পর্কিত সুপারিশ ৭৮
পরিশিষ্ট - ৫.১: বিভিন্ন পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত বিষয়সমূহের বিস্তারিত ৮০
পরিশিষ্ট - ৬.১: দশম সংসদের স্পিকার হিসাবে দায়িত্ব পালন (প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত) **৮০**

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)'র অন্যতম লক্ষ্য হল বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সহায়ক গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

জাতীয় সংসদ জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম, সরকার প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২-এ সর্বোচ্চ প্রাধান্যসহ স্বীকৃত হয়েছে। জন প্রত্যাশার প্রতিফলন, জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন, আইনের সংস্কার ও জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সংসদীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে টিআইবি অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন (২০০১) থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। বর্তমান প্রতিবেদনটি দশম জাতীয় সংসদের কার্যক্রমের ওপর পরিচালিত একটি পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত প্রতিবেদন। ইতিপূর্বে টিআইবি কর্তৃক সম্পাদিত দশম সংসদের (২০১৪ থেকে ২০১৭) প্রথম হতে ১৮তম অধিবেশনের ওপর প্রকাশিত চারটি ধারাবাহিক গবেষণার ফলাফল এবং পরবর্তীতে আরও ৫টি অধিবেশনের (১৯-২৩তম) তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বর্তমান এই সংকলন প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

নব্বইয়ের গণআন্দোলন পরবর্তী বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চার অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে দশম সংসদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, প্রধান বিরোধী দলের সংসদ অধিবেশন বর্জনের যে ব্যতিক্রমী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার অনুপস্থিতি। তবে এটি হয়েছে বাস্তবে সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের যে ভূমিকা প্রত্যাশীত তার পরিপূর্ণ অনুপস্থিতির বিনিময়ে। কথিত প্রধান বিরোধী দলের একদিকে সরকারের মন্ত্রীসভায় অংশীদার হয়েও অন্যদিকে সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা প্রসূত আত্ম-পরিচয় সংকট ও দ্বৈত অবস্থানের কারণে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে তারা যেমন প্রত্যাশিত শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারেনি, তেমনি সরকারি দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদ কার্যকর করা সংক্রান্ত অঙ্গীকারসমূহের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নও দেখা যায় নি দশম সংসদে।

অন্যদিকে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক চর্চার ধারাবাহিকতায় দশম সংসদেও আইন প্রণয়নের আলোচনায় সদস্যদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ, সংসদীয় কমিটির প্রত্যাশিত কার্যকরতা ও সংসদীয় উন্মুক্ততার ঘাটতি, কার্যকর বিরোধী দলের অনুপস্থিতি ইত্যাদির ফলে এই সংসদ প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর ছিল না। পূর্ববর্তী সংসদ সমূহের মত দশম সংসদেও স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সার্বিকভাবে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়া সংসদে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও গ্যালারীর শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিল লক্ষণীয় যা নিয়ন্ত্রণে মাননীয় স্পিকারের পক্ষ থেকে জোরালো ভূমিকার অনুপস্থিতি ছিল।

উপরোল্লিখিত চ্যালেঞ্জসমূহ দূর করার উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সংসদকে অধিকতর কার্যকর করতে এই প্রতিবেদনে সন্নিবিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন, টিআইবি এই প্রত্যাশা করছে।

এই গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন জুলিয়েট রোজেটি, মোরশেদা আক্তার ও নিহার রঞ্জন রায় । গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণা দলকে তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবেদন পরিমার্জন ও মতামত প্রদানের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম। এছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তারা তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন। টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

গবেষণা সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহের জন্য জাতীয় সংসদের কার্যক্রম প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ এবং সংসদ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের জন্য মাননীয় স্পিকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে পাঠকের পরামর্শ ও সুপারিশ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সংসদীয় শব্দকোষ

স্পিকার: স্পিকার অর্থ সংসদের স্পিকার এবং সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে সাময়িকভাবে স্পিকারের দায়িত্ব সম্পাদনকারী ডেপুটি স্পিকার বা অন্য কোনো ব্যক্তি।

মন্ত্রী: মন্ত্রী বলতে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে।

সদস্য: সদস্য বলতে জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যকে বুঝানো হয়েছে।

বেসরকারি সদস্য: বেসরকারি সদস্য অর্থ সংসদের ঐ সকল সদস্য যারা মন্ত্রী নন।

কার্যপ্রণালী-বিধি: কার্যপ্রণালী-বিধি বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি বোঝানো হয়েছে।

অধিবেশন: অধিবেশন অর্থ সংসদ আহ্বান করার প্রথম দিন হতে একটি নির্ধারিত দিন পর্যন্ত বৈঠকের সময়সীমা যা কার্য-উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়।

বৈঠক: বৈঠক অর্থ সংসদ বা সংসদের কোনো কমিটির বা উপ-কমিটির আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত দিনের কার্যকাল।

ফ্লোর আদান-প্রদান: বলতে একজন সদস্যকে মাইকে কথা বলতে দেওয়ার পর আরেক জনকে দেওয়া বোঝানো হয়েছে।

বুলেটিন: বুলেটিন অর্থ সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন বোঝানো হয়েছে।

এক্সপাঞ্জ: এক্সপাঞ্জ বলতে সংসদের কার্যবিবরণী থেকে বাতিল করার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন: কার্যপ্রণালী বিধি ৮ অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে যেকোনো সংসদ সদস্যের লিখিত নোটিসের প্রেক্ষিতে অন্য একজন সদস্যের সমর্থনের মাধ্যমে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ পরিচালনা করার জন্য প্রতি অধিবেশনে পাঁচ সদস্যের সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন করা হয়।

বিলের প্রকারভেদ ও পাসের প্রক্রিয়া: আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত প্রস্তাবকে 'বিল' বলে। উত্থাপনের দিক দিয়ে বিলগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- (১) সরকারি বিল - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী দ্বারা উত্থাপিত বিল ও (২) বেসরকারি বিল - মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো সদস্য দ্বারা উত্থাপিত বিল। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে একটি বিল উত্থাপনের পর কখনও কখনও সংশ্লিষ্ট কমিটিতে পাঠানো হয়, আবার কমিটিতে না পাঠিয়েও বিল পাস করা হয়। তবে বিল পাসের পূর্বে বিলের ওপর আপত্তি, সংশোধনী, জনমতের জন্য যাচাই ও বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব ইত্যাদি দেওয়া হয় এবং এ নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়। সংসদে কোনো বিল গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি দানের পরেই তা অতিরিক্ত গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় এবং আইনে পরিণত হয়।

সংশোধনী বিল: কোনো আইনের কোনো ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন প্রয়োজন হলে তা যুক্ত করে সংশোধনী (খসড়া) বিল হিসেবে সংসদে উত্থাপন করা হয় পাসের জন্য।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব: সপ্তম সংসদ থেকে সংসদ চলাকালে সপ্তাহে একদিন প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য আধা ঘণ্টা সময় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, সংসদ চলাকালে শুধুমাত্র বুধবার প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব অন্তর্ভুক্ত করার বিধান আছে।[১]

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব: সংসদে প্রত্যেক বৈঠকের প্রথম এক ঘণ্টা মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন ও তার উত্তর দানের জন্য নির্দিষ্ট থাকে।[২] যেদিন প্রধানমন্ত্রী ৩০ মিনিট প্রশ্নের উত্তর দেন সেদিন পরবর্তী এক ঘণ্টা অন্য মন্ত্রীরা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রতিটি মূল প্রশ্নের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মূল প্রশ্নকারীসহ অন্যান্য সদস্যরা সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব: কার্যপ্রণালী বিধি ১৩০ অনুযায়ী যেকোন সংসদ সদস্য সাধারণ জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। ১৩৩ বিধি অনুসারে সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের নোটিসের বিষয় সরকারের দায়িত্বাধীন বা আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হতে হবে।

সাধারণ আলোচনা: কার্যপ্রণালী বিধি ১৪৬, ১৪৭ অনুযায়ী সংবিধান বা এই সংশ্লিষ্ট বিধান ছাড়া অন্য কোন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে স্পিকারের সম্মতিক্রমে সংসদে আলোচনা হতে পারে। ১৪৮ বিধি অনুসারে আলোচনার প্রস্তাবের নোটিসের বিষয় সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত কোন ঘটনা হতে হবে।

জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিস: জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি ৬৮ অনুযায়ী কোন জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা উত্থাপন করতে ইচ্ছুক কোন সদস্য অনুন্য আরও পাঁচজন সদস্যের স্বাক্ষর এবং বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে উত্থাপনের অনুন্য দুই দিন পূর্বে সচিবের কাছে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করতে পারবেন।

---

[১]বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, *বিধি ৪১*

[২] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, *বিধি ৪১*।

৭১(১) এর বিধান সাপেক্ষে স্পিকারের অগ্রিম অনুমতিক্রমে কোনো সদস্য যেকোনো জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের প্রতি কোনো মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিস দিতে পারেন। মনোযোগ আকর্ষণ এসব নোটিস থেকে স্পিকার কোনো কোনো নোটিস গ্রহণ করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন। যেসব নোটিস গৃহীত হয়, তার ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বিবৃতি দান করতে পারেন।

উপরোক্ত বিধি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য অথচ ৭১(৩) বিধি অনুযায়ী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, গুরুত্ব অনুযায়ী শুধুমাত্র সেগুলো সম্পর্কে প্রত্যেক নোটিশদাতা সদস্য ৭১-ক বিধি অনুসারে দুই মিনিট করে বক্তব্য রাখতে পারবেন। তবে এই পর্বের মোট সময় ৩০ মিনিটের অতিরিক্ত হবে না এবং ঐ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যত জন সদস্যের বক্তব্য রাখা সম্ভব তত জনই বক্তব্য রাখতে পারবেন। কোনো সদস্য অনুপস্থিত থাকলে ক্রমানুযায়ী পরবর্তী সদস্য বক্তব্য রাখতে পারেন।

মুলতবি প্রস্তাব: কার্যপ্রণালী বিধির ৬১ বিধি অনুসারে স্পিকারের সম্মতি নিয়ে সমকালীন জরুরি ও জনগুরুত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য সংসদের কাজ মুলতবি রাখার প্রস্তাব সংসদ সদস্যরা করতে পারেন। এই প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষেত্রে সদস্যদের অধিকারের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি কার্যপ্রণালী বিধি ৬৩-এ উল্লেখ করা আছে (সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কিত হতে হবে, একই অধিবেশনে অন্য কোনো পর্বে আলোচিত হয়নি এমন বিষয় হবে, বাজেট আলোচনার মধ্যে মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করা যাবে না, আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয় হতে পারবে না, রাষ্ট্রপতি এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের আচরণ সম্পর্কে কটাক্ষ করা যাবেনা ইত্যাদি)। ৬৫ বিধি অনুসারে স্পিকার সদস্যদের নোটিসের বিষয়টি বিধিসম্মত মনে করে সম্মতি দিলে সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। অথবা তিনি ৬৬ বিধি অনুসারে প্রাপ্ত নোটিসের ওপর আলোচনার জন্য সংসদ মুলতবি করার প্রস্তাব অধিবেশনে ভোটের জন্য প্রস্তাব করতে পারেন।

অনির্ধারিত আলোচনা: কার্যপ্রণালী-বিধি ২৬৯ অনুসারে সংসদ সদস্য উক্ত সময়ের আলোচিত বা অন্য যেকোন বিষয় নিয়ে স্পিকারের অনুমতি সাপেক্ষে অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা: সংবিধানের ৭৩-এর ৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত ভাষণের পর উক্ত ভাষণ নিয়ে সদস্যরা আলোচনা করবেন।

সংসদে সদস্যদের ভাষার ব্যবহার: কার্যপ্রণালী-বিধি ২৭০-এর ৬উপবিধি অনুসারে কোনো সদস্য বক্তৃতার সময় কোনো আক্রমণাত্মক, কটু বা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন না এবং৯ উপবিধি কোনো বিতর্কে অসৌজন্যমূলকভাবে কোনো সদস্যের উল্লেখ করবেন না ও সংসদ বিগর্হিত কোনো কথা বলার অনুমতি তাঁকে দেওয়া যাবেনা।

সংসদ বৈঠক চলাকালীন পালনীয়: বিধি ২৬৭ এর ২ উপবিধি অনুসারে কোনো সদস্য বক্তৃতাকালে তাঁকে উচ্ছৃঙ্খল উক্তি বা গোলমাল সৃষ্টি বা অন্য কোনোরূপ বিশৃঙ্খল আচরণ দ্বারা বাধা প্রদান করবেন না; ৪উপবিধি অনুসারে সভাপতি এবং বক্তৃতারত কোনো সদসস্যের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে চলাচল করবেন না; ৮ উপবিধি অনুসারে স্পিকার কর্তৃক সংসদে ভাষণ দানকালে সংসদ কক্ষ ত্যাগ করবেন না এবং সংসদে বক্তৃতা ব্যতিরেকে নীরবতা পালন করবেন।

স্পিকারের দায়িত্ব: বিধি ১৪ অনুসারে সকল বৈধতার প্রশ্ন নিস্পত্তি করবেন, বিধি ১৫ অনুসারে কোনো সদসস্যের বিশৃঙ্খলার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অধিবেশন থেকে বহিস্কার করতে পারবেন, বিধি ৩০৩ অনুসারে সংসদের শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন, ৩০৭ অনুসারে সংসদে বিভিন্ন বিতর্কে অবমাননাকর বা অশোভন বা সংসদ রীতি বিরোধী বা অমর্যাদাকর সকল শব্দ নিজ ক্ষমতাবলে বাতিল করতে পারবেন।

কোরাম সংকট: সংসদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংসদ কক্ষে সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম উপস্থিত না হলে একে কোরাম সংকট বলা হয়। সংবিধানের ৭৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু করার জন্য কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যকে অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত থাকতে হয়।

সংসদীয় কমিটির গঠন প্রক্রিয়া, কর্মপরিধি ও ক্ষমতা: কার্যপ্রণালী বিধিতে সংসদীয় কমিটির গঠন, মেয়াদ, কার্যপ্রক্রিয়া ও কর্মপরিধি সম্মন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সংসদে গৃহীত প্রস্তাব মোতাবেক কমিটির সদস্যরা নিযুক্ত হয়ে থাকেন। কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংসদ কর্তৃক গঠিত কোনো বিশেষ কমিটি ছাড়া কমিটির মেয়াদ সংসদের মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে।[৩]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে কমিটিগুলোর কর্মপরিধি ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। সে অনুযায়ী কমিটির কর্মপরিধি ও ক্ষমতা[৪] হলো - খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করা; আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করা; জনগুরুত্বসম্পন্ন বলে সংসদ কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করলে সে বিষয়ে কোনো মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করা এবং কোনো মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নগুলোর মৌখিক বা লিখিত উত্তর লাভের ব্যবস্থা করা এবং সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

[৩] বিস্তারিত জানতে *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি* ১৮৭-২১৮ দ্রষ্টব্য।
[৪] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৬।

অধ্যায় এক

ভূমিকা

প্রসঙ্গ কথা

জাতীয় সংসদ জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। সংসদের মূল কাজ - আইন প্রণয়ন, জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদকে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগকে জবাবদিহিতার আওতায় আনারও সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। সংসদ সদস্যগণ সংসদে আলোচনা করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ, দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানো, এবং সেই সাথে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ সংসদে জনগণের হয়ে বিভিন্নভাবে সরকারকে জবাবদিহি করে থাকে।[৫] প্রশ্নোত্তর, আইন প্রণয়ন, মনোযোগ আকর্ষণ নোটিস, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, বিভিন্ন বিধিতে জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্য, সর্বোপরি সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদ নির্বাহী বিভাগের কাজের তদারকি, তত্ত্বাবধান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ (১) ধারায় সুনির্দিষ্ট বিধান সাপেক্ষে সংসদকে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০' এর লক্ষ্য ১৬.৬ ও ১৬.৭' এ যথাক্রমে সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতামূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ এবং সংবেদনশীল (তৎপর), অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া, 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র ২০১২' এ সংসদে আইন প্রণয়ন ও সরকারের কার্যক্রম তদারকির মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহতকরণের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন[৬] এবং কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন[৭] - এর সদস্য হিসেবে জাতীয় উন্নয়নে সংসদ সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক চর্চা অনুযায়ী বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ দেশের শাসন ব্যবস্থায় সন্নিবেশ করার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার ও সংসদীয় কার্যকরতা

নবম জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুমোদন করায় দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়। নবম সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান বিরোধী জোট নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানায়। কিন্তু সরকার পক্ষের সাথে প্রধান বিরোধী জোটের সমঝোতা আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় এই জোট দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন বর্জন করে। দুই পক্ষের আলোচনার ইতিবাচক অগ্রগতি ও বাস্তবসম্মত সমঝোতার জন্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন মহলের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান বিরোধী জোটসহ দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নির্বাচন বর্জন করে[৮]। এই সংকটময় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মাঝে নবম সংসদের পাঁচ বছর পূর্তির পূর্বে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ১৫৩ জন সংসদ সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতহয়। নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও তার শরীক দলসমূহ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার (৮২%) ভিত্তিতে সরকার গঠন করে। ২০১৪ সালের ২৯ জানুয়ারি দশম সংসদের যাত্রা শুরু হয়।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল এবং বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পাটি ব্যতীত অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদ বা সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চাকে কার্যকর

[৫] জবাবদিহিতার অর্থ জনপ্রতিনিধিদের ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের ব্যাপারে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহি করা, সমালোচনার প্রত্যুত্তরে পদক্ষেপ নেওয়া বা তাদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা, এবং ব্যর্থতা, অদক্ষতা বা মিথ্যাচারের জন্য দায় স্বীকার করা। সূত্র: Ian McLean and Alistair McMillan (ed), *The Concise Dictionary of Politics*, New Delhi, Oxford University Press, 2006. বিস্তারিত জানতে দেখুন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা*, অক্টোবর ২০০৮।

[৬] বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ ১৯৭২

[৭] বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ ১৯৭৩

[৮] *বাংলাদেশ: দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৪*, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন), ডিসেম্বর ২০১৭।

করার বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি দেখা যায়নি। নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদকে কার্যকর করা সম্পর্কিত অঙ্গীকার পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ দেখা যায়:

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ[৯]

- সংবিধান সুরক্ষা, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।
- সংসদকে কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- সংসদের ভিতরে এবং বাইরে সংসদ সদস্যদের সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত কর্মকান্ডের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং জনগনের কাছে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ বিধি-বিধান করা হবে।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল[১০]

- সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংসদীয় কমিটিসমূহ গঠন এবং কমিটিসমূহের প্রকাশ্য গণশুনানীর ব্যবস্থা চালু করা হবে।
- সংসদের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সংসদ সদস্যদের স্বাধীন ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে।
- জাতীয় সংসদে আলোচনা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের জনগণের অংশগ্রহণ ও আলোচনার মাধ্যমে সমন্বিত জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পার্টি[১১]

- সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে এক তৃতীয়াংশ করা ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- জেন্ডার বিষয়ক সংসদীয় কমিশন গঠন করতে হবে।

গবেষণার পটভূমি

বিশ্বব্যাপি ২০০টি পার্লামেন্টারি মনিটরিং অর্গানাইজেশন (পিএমও) সংসদীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সংসদকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ প্রস্তাব করে। বাংলাদেশে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ এবং অধিপরামর্শ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে, অষ্টম জাতীয় সংসদের ২৩টি অধিবেশনের ওপর একটি এবং নবম জাতীয় সংসদের ১৯টি অধিবেশনের ওপর একটি করে সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম কার্যদিবস থেকেই সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। টিআইবি'র ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দশম জাতীয় সংসদের ওপর এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত প্রতিবেদন, যেখানে দশম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম ও কার্যকরতা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে দশম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- দশম সংসদের অধিবেশনের বিভিন্ন পর্বসহ সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব, সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রণয়নে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা;
- সংসদের ব্যবস্থাপনায় স্পিকার ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা; এবং
- সংসদীয় গণতন্ত্র সুদৃঢ় করতে, সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

তথ্যের উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণবাচক ও পরিমাণবাচক উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত সংসদ কার্যক্রমের রেকর্ড, অধিবেশন সরাসরি পর্যবেক্ষণ এবং মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ ইত্যাদি। এছাড়া,

[৯]বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪*।

[১০]জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪*।

[১১]বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পাটি, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪*।

সংসদ অধিবেশনে সরাসরি উপস্থিত থেকে অধিবেশন চলাকালীন গ্যালারির পরিবেশ, সদস্যগণের আচরণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা হয়[১২]। পরোক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী ও কমিটি প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্র।

প্রথমে সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে সংসদের কার্যক্রম শুনে প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রে সংগৃহীত হয়। এতে সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে আছে কার্যদিবস সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য, কোরাম সংকট এবং সদস্যদের উপস্থিতি, অধিবেশন বর্জন, ওয়াক-আউট, স্পিকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রপতির ভাষণ, বাজেট আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিস সংক্রান্ত বিষয়, আইন প্রণয়ন, পয়েন্ট অব অর্ডার, বিভিন্ন বিধিতে মন্ত্রীদের বক্তব্য, সংসদীয় কমিটি সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য, সাধারণ আলোচনা, সদস্যদের সংসদীয় আচরণ সংশ্লিষ্ট তথ্য ইত্যাদি। সময় নিরূপণের জন্য স্টপওয়াচ ব্যবহার করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের সংশ্লিষ্ট সামঞ্জস্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র এবং সংসদ সচিবালয়ের তথ্যসূত্র থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্দেশক

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্দেশকসমূহের ভিত্তিতে যে সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ -

১. **আইন প্রণয়ন কার্যক্রম:** বিল উত্থাপন, আলোচনা (সংশোধনী ও জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব), মন্ত্রীর বক্তব্য এবং বাজেট (অর্থ আইন) আলোচনা;

২. **জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত কার্যক্রম:** প্রশ্নোত্তর পর্ব ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের ওপর আলোচনা, অনির্ধারিত আলোচনা, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও কোরাম সংকট, সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম এবং সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের ভূমিকা;

৩. **জেন্ডার প্রেক্ষিত:** সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা এবং বিভিন্ন আলোচনা পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচিত বিষয়;

৪. **সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা:** সংসদ পরিচালনায় স্পিকারের ভূমিকা এবং সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সদস্যদের আচরণ ও ভাষার ব্যবহার; এবং

৫. **সংসদীয় উন্মুক্ততা:** সংসদীয় কার্যক্রম ও কমিটির তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতা।

গবেষণার সময়

জানুয়ারি ২০১৪ - অক্টোবর ২০১৮ সময়কালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের সর্বশেষ (প্রথম থেকে তেইশতম) অধিবেশন পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ।

[১২] মোট ৪১০ কার্যদিবসের মধ্যে ৩০ কার্যদিবস সরাসরি অধিবেশনে উপস্থিত থেকে গবেষণা দল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেছে।

অধ্যায় দুই

দশম জাতীয় সংসদের মৌলিক তথ্যাবলী

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের আদেশ বলে দেশে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সেই সরকারের অধীনে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অধীনে দায়িত্ব হস্তান্তর হয়।[১৩] মোট দশটি সংসদের মধ্যে চারটি সংসদ (সপ্তম, অষ্টম,নবম, দশম) পুরো পাঁচ বছর মেয়াদ শেষ করে।

সারণি ২.১: বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন সরকারসমূহ[১৪]

সংসদ নির্বাচন	নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা
প্রথম সংসদ নির্বাচন (১৯৭৩)	স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার (মুজিবনগর সরকার)
দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৭৯)	সামরিক সরকার
তৃতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৮৬)	সামরিক সরকার
চতুর্থ সংসদ নির্বাচন (১৯৮৮)	সামরিক সরকার
পঞ্চম সংসদ নির্বাচন (১৯৯১)	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার
ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন (১৯৯৬)	অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকার
সপ্তম সংসদ নির্বাচন (১৯৯৬)	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার
অষ্টম সংসদ নির্বাচন (২০০১)	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার
নবম সংসদ নির্বাচন (২০০৮)	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার
দশম সংসদ নির্বাচন (২০১৪)	অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকার

দশম সংসদ সদস্যদের দলভিত্তিক আসনবিন্যাস

দশম জাতীয় সংসদে ৩০০টি আসনে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে এবং ৫০টি সংরক্ষিত আসনে মনোনয়নের মাধ্যমে সংসদে সদস্যবৃন্দ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ১৫৩টি আসনে নির্বাচনের আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীরা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয় এবং বাকী ১৪৭টি আসনে মোট ৩৯০ জন প্রার্থী সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন[১৫]। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৩৪টি, জাতীয় পার্টি ৩৪টি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি ৬টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ৫টি, জাতীয় পার্টি (জেপি) ২টি, তরিকত ফেডারেশন ২টি, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ) ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১৬টি আসনে জয়ী হন। উল্লেখ্য, সরাসরি নির্বাচিত প্রতি ৬টি আসনের বিপরীতে একটি করে নারী আসন সংরক্ষিত। বর্তমানে সরাসরি নির্বাচিত আসনে ২২ জন নারী সংসদ সদস্য প্রতিনিধিত্ব করছেন। দশম জাতীয় সংসদে সরাসরি নির্বাচনে নির্বাচিত পুরুষ সংসদ সদস্য শতকরা হার ৯৩ ভাগ এবং নারী সংসদ সদস্য শতকরা হার ৭ ভাগ। সংরক্ষিত আসনসহ এই হার যথাক্রমে শতকরা ৭৯ ভাগ এবং ২১ ভাগ। সারণি ২.২ - এ সংরক্ষিত নারী আসনসহ দশম সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর আসন সংখ্যা উল্লেখ করা হল:

[১৩]২৯ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর: অপশন ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দিন খান বলেন (সূত্র: *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ ডিসেম্বর ২০১২)।

[১৪]https://bn.wikipedia.org/wiki

[১৫]www.parliament.gov.bd,

সারণি ২.২: দশম সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ও আসন সংখ্যা[১৬]

রাজনৈতিক দল	নির্বাচিত	সংরক্ষিত	মোট সংখ্যা (%)
সরকারি দল			
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৩৪	৪২	২৭৬ (৭৮.৮৫%)
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	৫	১	৬ (১.৭১%)
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৬	১	৭ (২%)
তরিকত ফেডারেশন	২	০	২ (০.৫৭%)
প্রধান বিরোধী দল			
জাতীয় পার্টি	৩৪	৬	৪০ (১১.৪২%)
অন্যান্য বিরোধী দল			
বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ)	১	০	১ (০.২৮%)
জাতীয় পার্টি (জেপি)	২	০	২ (০.৫৭%)
স্বতন্ত্র সদস্য	১৬	০	১৬ (৪.৫৭%)
মোট	**৩০০**	**৫০**	**৩৫০**

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত সংসদ সদস্যদের দলভিত্তিক নামের তালিকা, তৃতীয় সংস্করণ, ২৯ এপ্রিল, ২০১৪

নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ

দশম জাতীয় সংসদের সদস্যদের হলফনামায় উল্লেখিত প্রধান পেশা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ শতকরা ৫৯ ভাগ সদস্য ব্যবসায়ী এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আইনজীবী শতকরা ১৩ ভাগ। এক্ষেত্রে দলভিত্তিক বিশ্লেষণে আওয়ামী লীগ ও শরীক দলের শতকরা ৫৯ ভাগ, এবং জাতীয় পার্টির শতকরা ৫৬ ভাগ সদস্য ব্যবসায়ী (চিত্র: ২.১)।

চিত্র ২.১: দশম সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের প্রধান পেশা (শতকরা হার)

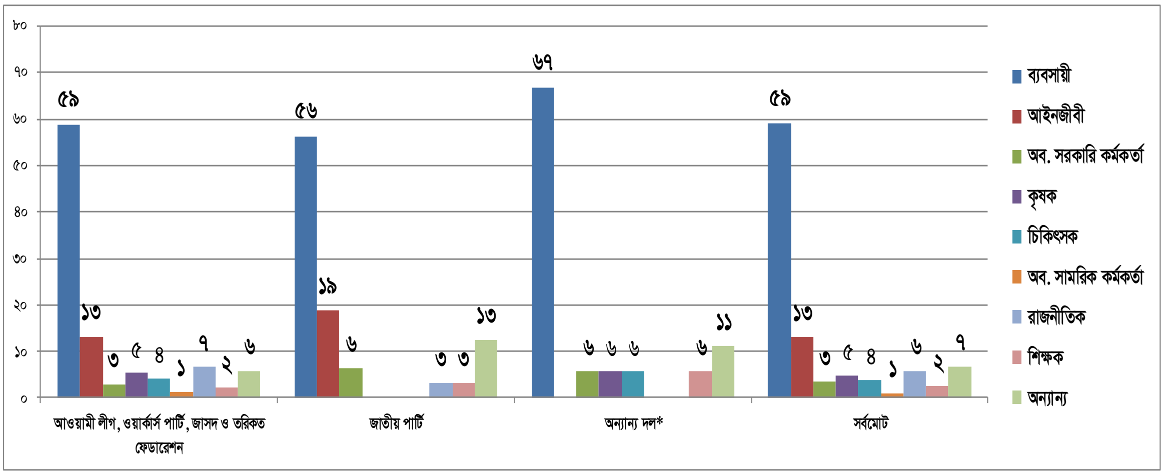

[১৬] আসনভিত্তিক সংসদ সদস্যদের নাম জানতে দেখুন- www.parliament.gov.bd

*অন্যান্য দল: জাতীয় পার্টি (জেপি),বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ) এবং স্বতন্ত্র

বিগত কয়েকটি সংসদের সদস্যদের প্রধান পেশা বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রথম সংসদে আইনজীবীদের শতকরা হার প্রায় ৩১ ভাগ ছিল যা ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে দশম সংসদে ১৩ শতাংশে পৌঁছেছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের শতকরা হার প্রথম সংসদে প্রায় ১৮ ভাগ ছিল যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে দশম সংসদে ৫৯ শতাংশে পৌঁছেছে (চিত্র: ২.২)।

চিত্র ২.২: কয়েকটি সংসদে নির্বাচিত সদস্যের প্রধান পেশা (শতকরা হার)

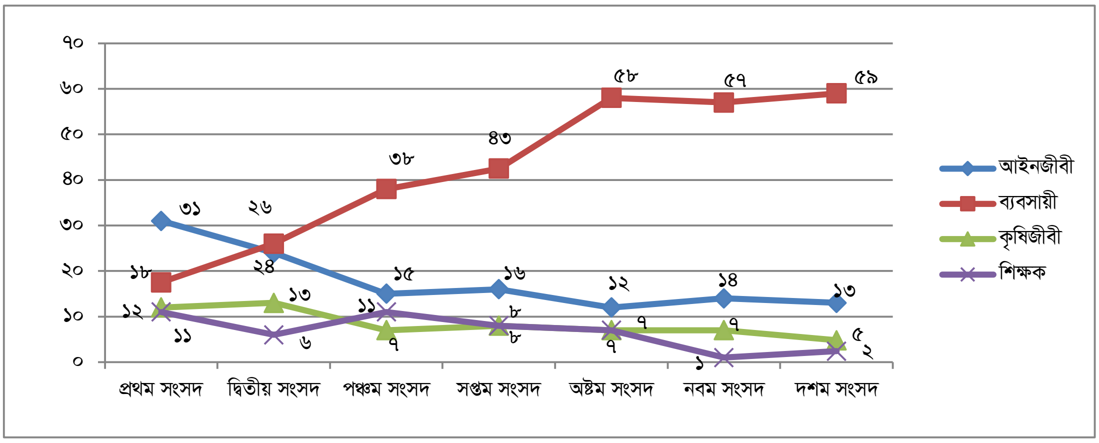

নির্বাচিত সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

দশম সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সর্বোচ্চ ৪৫.১ শতাংশ সদস্য স্নাতক, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩১.৬ শতাংশ সদস্য স্নাতকোত্তর, এইচএসসি সমমানের ১২.১ শতাংশ এবং এসএসসি ও তার কম ১১.১ শতাংশ (চিত্র: ২.৩)।

চিত্র: ২.৩ দশম সংসদ নির্বাচিত সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা (শতকরা হার)

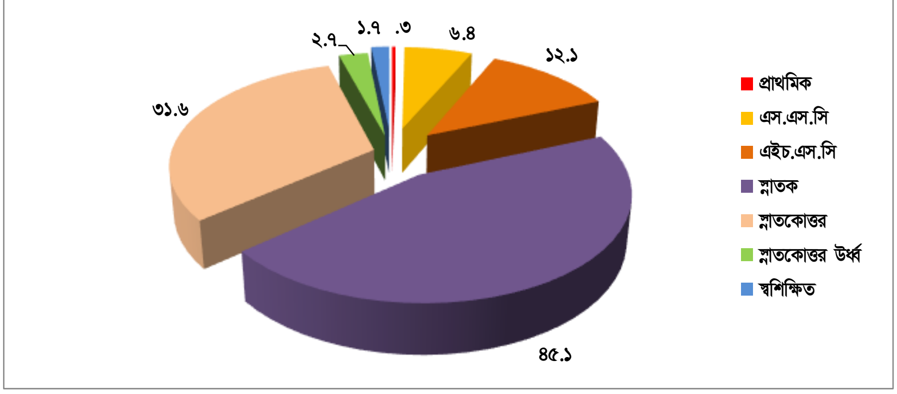

দশম সংসদের অধিবেশনসমূহের কার্যকাল

সংবিধানের ৭২ (১) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সব অধিবেশন আহ্বান করেন। দশম জাতীয় সংসদে ৪১০ কার্যদিবসে মোট ২৩টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বছরে গড় কার্যদিবস ছিল ৮২ দিন। ২৩টি অধিবেশনের মধ্যে ২০১৪ সালে চারটি, ২০১৫ সালে চারটি, ২০১৬ সালে পাঁচটি, ২০১৭ সালে পাঁচটি ও ২০১৮ সালে পাঁচটি অধিবেশন বসে। মোট ২৩টি অধিবেশনের মধ্যে ৫টি বাজেট অধিবেশন ছিল।[১৭] উল্লেখ্য, ভারতের ১৬তম লোকসভার ২০১৪-২০১৬ সময়কালে মোট কার্যদিবস ছিল ৩৩১ দিন যার বছর প্রতি গড় কার্যদিবস ছিল প্রায় ৬৬ দিন[১৮]।

[১৭]পরিশিষ্ট ২.১: দশম সংসদের অধিবেশনের কার্যকাল

[১৮]www.prsindia.org, *viewed on 18 April,2018*

স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়ে রংপুর-৬ আসন থেকে নির্বাচিত শিরীন শারমিন চৌধুরী স্পিকার এবং গাইবান্ধা-৫ আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মো: ফজলে রাব্বী মিয়া ডেপুটি স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন[১৯]। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ পরিচালনা করার জন্য পাঁচ সদস্যের সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন করা হয়। দশম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ পরিচালনার জন্য প্রতি সংসদ অধিবেশনে সরকারি দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে চারজন এবং প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি থেকে একজন সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

দশম সংসদের কার্যসময় ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়[২০]

দশম জাতীয় সংসদের প্রথম হতে তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যয়িত মোট সময় ১৪১০ ঘন্টা ৯ মিনিট। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ছিল ৩ ঘন্টা ২৬ মিনিট। সবচেয়ে বেশি (৬০%) সময় ব্যয়িত হয়েছে জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত কার্যক্রমে। (চিত্র: ২.৪)

জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত কার্যক্রমের মধ্যে প্রশ্নোত্তর, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস, সাধারণ আলোচনা, অনির্ধারিত আলোচনা, মন্ত্রীদের বিবৃতি, স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শোক প্রস্তাব, স্পিকার কর্তৃক বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বক্তব্য ইত্যাদি।

চিত্র ২.৪: প্রথম-তেইশতম অধিবেশনে বিভিন্ন আলোচনা পর্বে ব্যয়িত সময়ের শতকরা হার

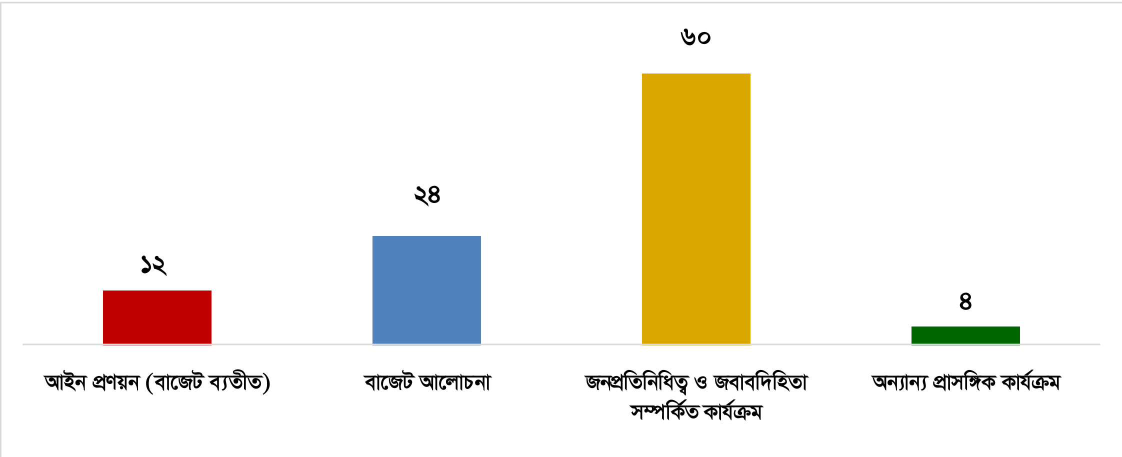

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সংসদের কার্যকাল অন্যান্য দেশের কার্যকালের তুলনায় কম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংসদের অধিবেশন সকালে শুরু হয় এবং দীর্ঘক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতে ১৬তম লোকসভায় গড়ে প্রায় ৫ ঘন্টা সংসদ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

[১৯]পরিশিষ্ট ২.২: দশম জাতীয় সংসদের সভাপতিমণ্ডলী
[২০]পরিশিষ্ট ২.৩: দশম সংসদের প্রথম - ২৩তম অধিবেশনে ব্যয়িত সময়

অধ্যায় তিন

আইন প্রণয়ন কার্যক্রম

যেকোনো আইনের চূড়ান্ত বৈধতার জন্য সংসদের অনুমোদনের প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একটি বিল (খসড়া আইন) সংসদে উত্থাপিত হওয়ার পর কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ, জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাবের মাধ্যমে বিলটি চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়। সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হয়ে গেলে সদস্যদের কোনো সংশোধনী বা পর্যবেক্ষণ নিয়ে অধিবেশনে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিল সম্পর্কে সদস্যদের পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তার বিবৃতি উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের অনুমোদনক্রমে একটি বিল পাস করা হয়। সংসদে গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি সাপেক্ষে আইন হিসেবে গেজেটে প্রকাশ করা হয়। অর্থ বিল বা বাজেটও সংসদে পাস হয়। তবে বাজেট বা আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা অন্যান্য বিল পাসের আলোচনার ধরণ থেকে কিছুটা ভিন্ন। এ অধ্যায়ে দশম সংসদের আইন প্রণয়ন কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে।

আইন সংক্রান্ত কাজে ব্যয়িত সময়

দশম সংসদের ২৩টি অধিবেশনে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে মোট প্রায় ১৬৮ ঘন্টা ১২ মিনিট সময় ব্যয়িত হয় যা অধিবেশনগুলোর ব্যয়িত মোট সময়ের ১২ শতাংশ। এই সময়ের মধ্যে সংসদ সদস্যরা ৬০ ঘন্টা ৩২ মিনিট বিভিন্ন বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী সম্পর্কে বক্তব্য দেন যা আইন প্রণয়নে ব্যয়িত মোট সময়ের শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ। উল্লেখ্য, ২০১৪-২০১৯ সময়কালে ভারতের ১৬তম লোকসভা[২১] আইন প্রণয়নে ৩২ শতাংশ সময় ব্যয় করে এবং ২০১৬-১৭ সালে যুক্তরাজ্যের হাউজ অব লর্ডস[২২]- এ প্রায় ৪৮ শতাংশ সময় আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ব্যয় হয়।

চিত্র ৩.১: আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সদস্যদের দলভিত্তিক অংশগ্রহণের সময়ের শতকরা হার

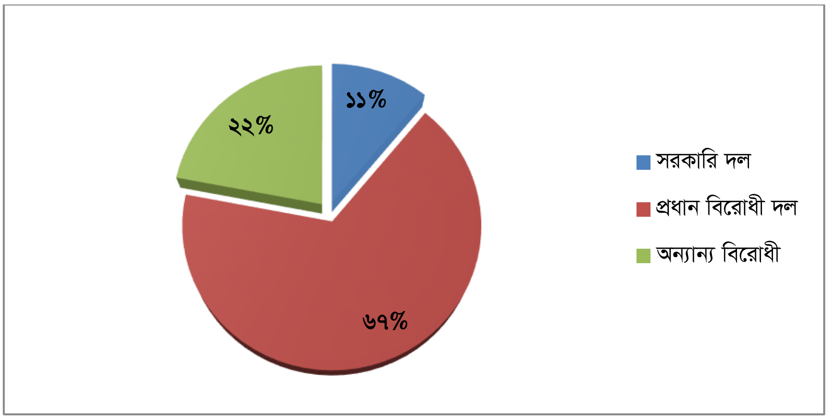

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সদস্যদের কণ্ঠভোটের মাধ্যমেই অনুমোদন প্রক্রিয়ার চর্চা দেখা যায়। ফলে বিল উত্থাপনের পর এর ওপর সংসদের বিরোধী সদস্যদের আপত্তি, সংশোধনী এবং যাচাই-বাছাই প্রস্তাব নাকচসহ বিল চূড়ান্ত অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কণ্ঠভোটের প্রাধান্য প্রতিফলিত হয়। যদিও আইন প্রনয়ন কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় বিল পাসের আলোচনায় সরকারি দল ১১ শতাংশ, প্রধান বিরোধী দল ৬৭ শতাংশ এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা ২২ শতাংশ সময় ব্যয় করেছেন। দশম সংসদে পাসকৃত বিলের সময় বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এই বিলগুলো উত্থাপন এবং বিলের ওপর সংসদ সদস্যদের আলোচনা এবং মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি বিল পাস করতে গড়ে সময় লেগেছে প্রায় ৩১ মিনিট। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৬ শতাংশ বিল পাসে ১ থেকে ২০ মিনিট, ৪৫ শতাংশ বিল পাসে ২১ থেকে ৪০ মিনিট, ৮ শতাংশ বিল পাসে ৪১ থেকে ৬০ মিনিট ও ১

[২১]https://www.prsindia.org, viewed on 17 April, 2019

[২২]'Statistics on Business and Membership' *www.parliament.uk*, viewed on 17 April, 2019

শতাংশ বিল পাসে ৬০ মিনিটের অধিক সময় ব্যয় হয়েছে (চিত্র ৩.২:)। উল্লেখ্য, দশম সংসদের অধিকাংশ বিল (৭১%) ১-৩০ মিনিটের মধ্যে পাস হয়। এক্ষেত্রে, ভারতে ১৬তম লোকসভায় বিল পাসের ক্ষেত্রে আলোচনায় প্রতিটি বিলে গড়ে প্রায় ১৪১ মিনিট ব্যয় হয়[২৩]।

চিত্র ৩.২: বিল পাসে ব্যয়িত সময়ের চিত্র

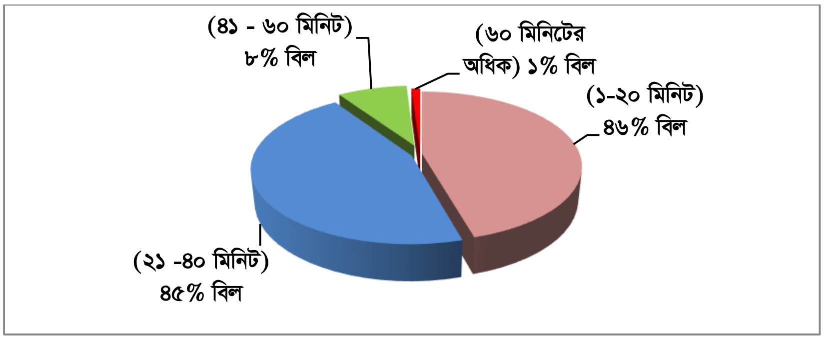

দশম সংসদে ১৯৩টি[২৪] আইন পাস হয় এবং শেষ সময়ে এসে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় সক্রিয়তা লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে দশ কার্যদিবসের ২২তম অধিবেশনে ১৮টি এবং আট কার্যদিবসের শেষ অধিবেশনে ১৯টি আইন পাস হয়।

দশম সংসদে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ

আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে উত্থাপিত বিলসমূহের ক্ষেত্রে মোট ১১ জন সংসদ সদস্য বিল উত্থাপনে আপত্তি, ৩১ জন সংসদ সদস্য বিলের ওপর সংশোধনী বিষয়ক আলোচনায় এবং ৩৫ জন সংসদ সদস্য বিলের ওপর জনমত যাচাই বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ৬ জন প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য ও ২ জন অন্যান্য বিরোধী সদস্য বিল উত্থাপনে আপত্তি, জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী উভয় অলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। পূর্বের সংসদগুলো বিশেষত অষ্টম ও নবম সংসদের মত দশম সংসদেও আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারি দলের সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম ছিল। বিরোধী দল ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের মধ্যেও কয়েকজন সদস্য ছাড়া অন্যরা আইন প্রণয়নের (বাজেট সংক্রান্ত আইন বাদে) আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নি। সংসদের এই পর্বে বিরোধী দল ৪৮ শতাংশ সময় ব্যয় করলেও সরকারি দলের অংশগ্রহণ ছিল ২৫ শতাংশ সময়। এ প্রসঙ্গে দশম সংসদের স্পিকার বলেন "বিলের ওপর সরকারি দলের সদস্যদেরও সংশোধনী দেওয়ার সুযোগ রয়েছে, এমনকি নজিরও রয়েছে। তাদের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। তারপরও এত কমসংখ্যক সদস্য বিল পাসের প্রক্রিয়ায় কেন অংশ নিচ্ছেন, সেটা সাংসদরাই ভালো বলতে পারবেন। অভিযোগ রয়েছে, মন্ত্রীদের পক্ষ থেকে বিরোধী দলের সংশোধনীগুলোর যথাযথ জবাব দেওয়া হয় না। প্রস্তাব কেন নাকচ করা হলো, তাও জানানো হয় না। এমনকি অপ্রসঙ্গিক বিষয়ও মন্ত্রীরা টেনে আনেন। সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের বর্ণনাও থাকে তাদের বক্তব্যে। মন্ত্রীরা বেশিরভাগ সময়েই বলেন, বিলটি মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পরে ভেটিং হয়েছে, সংসদীয় কমিটিতে পরীক্ষা করা হয়েছে তাই এখন বেশি কিছু আলোচনার নেই। এ বিষয়ে জানতে চাইলে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে সক্রিয় জাতীয় পার্টির সাংসদ ফখরুল ইমাম বলেন, "মন্ত্রীদের সময়ের বড় অভাব। তারা সংসদে যে বিলটি উত্থাপন করেন, তাও ভালোভাবে পড়ে দেখেন না। বিলের ওপর প্রশ্ন করা হলে তারা অন্য প্রসঙ্গে জবাব দেন। সংশোধনী প্রত্যাখান করলেও তার কারণ বলেন না। এদিকে তারা মনোযোগ দেন না বলেই একই বিল পাঁচ বছর পার হওয়ার আগেই আবার সংশোধনের জন্য আনতে হয়। বিলটি নানা পর্যায় পেরিয়ে সংসদে আসার যুক্তি দিয়ে তড়িঘড়ি করে পাস করার ব্যাপারে মত দেন মন্ত্রীরা। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, সংসদে বিল পাসের প্রক্রিয়াগুলো রাখার দরকার কী[২৫]।"এছাড়া খসড়া বিল পর্যালোচনা করার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণে এবং আইন সম্পর্কিত আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদের আগ্রহের ঘাটতি এবং পূর্ববর্তী সংসদের মতই বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কণ্ঠভোটে নাকচ হওয়ার পাশপাশি আইন প্রণয়নে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের চর্চার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে এই সংসদে। পাসকৃত বিলের ওপর যেসকল সংশোধনী সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে বিলের বিভিন্ন দফায় বাক্য পুনর্গঠন এবং সমার্থক শব্দাবলী ও বিরাম চিহ্ন সংযোজন-বিয়োজনের প্রাধান্য পেয়েছে।

---

[২৩]https://www.prsindia.org, viewed on 17 July, 2019

[২৪]পরিশিষ্ট ৩.১: দশম সংসদে পাসকৃত সরকারি বিলসমূহ

[২৫]বিস্তারিত দেখুন 'সংসদে মন নেই এমপিদের', দৈনিক সমকাল, ২৮ জানুয়ারি ২০১৮

আলোচিত আইনসমূহ

এই সংসদে একাধিক বিতর্কিত আইন পাস হয়েছে। যেমন, ব্যাংক কোম্পানি আইনে সংশোধনীর মাধ্যমে বেসরকারি ব্যাংকে পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দেওয়া; ফৌজদারি অপরাধ করলেও আদালতে অভিযোগপত্র গৃহীত হওয়ার আগে সরকারি কর্মচারীদের গ্রেপ্তার না করার বিধান ; কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষা সনদের স্বীকৃতি সংক্রান্ত আইন; বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকবৃন্দ এবং দেশি বিদেশি বিভিন্ন মহলের উদ্বেগ আপত্তি উপেক্ষা করে পাসকৃত বিতর্কিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন; বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল-২০১৬'তে নতুন বিধান যুক্ত করা হয়, যেখানে বলা হয় কোনো বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি সংবিধান ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে 'বিদ্বেষমূলক বা অশালীন' মন্তব্য করলে বা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকান্ড করলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে এনজিও ব্যুরো সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও'র নিবন্ধন বাতিল করার বিধান; সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের এখতিয়ারে আনা হয়, যদিও পরবর্তীতে আদালত এই সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে এবং শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে সড়ক পরিবহন আইনের সংশোধনীও পাস হয় এই সংসদে। স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) বিল, ২০১৪ প্রথমে কণ্ঠভোটে ও পরে বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে (৩২৭-০ ভোটে) পাস হয় যা বাংলাদেশের সংসদীয় চর্চায় নিরঙ্কুশ ভোটে সংবিধান সংশোধন বিল পাস হওয়ার দৃষ্টান্ত।বিতর্কিত আইনগুলো নিয়ে সংসদের ভেতরে ও বাইরে নানা সমালোচনা তৈরি হয়[২৬]। উল্লেখ্য বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল, ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল, সড়ক নিরাপত্তা বিল, বিচারপতিদের অভিসংশনের ক্ষমতা সংসদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে ষোড়শ সংশোধনী বিলের ওপর সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত গ্রহণ করা হলেও এ সংক্রান্ত পাসকৃত আইনগুলোতে তার প্রতিফলনের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।

দশম সংসদে পাসকৃত বিল

বিগত সংসদগুলোর তুলনায় দশম সংসদে সবচেয়ে বেশি আইন পাস হয়েছে। এই সংসদের ২৩টি অধিবেশনে ৪১০টি কার্যদিবসে মোট ১৯৩টি বিল পাস হয়েছে এবং এর মধ্যে সংশোধনী বিল ছিল ৫১টি। এর মধ্যে প্রথম অধিবেশনে ২টি, দ্বিতীয় অধিবেশনে ৬টি, তৃতীয় অধিবেশনে ৫টি, চতুর্থ অধিবেশনে ৬টি, পঞ্চম অধিবেশনে ৮টি, ষষ্ঠ অধিবেশনে ৮টি, সপ্তম অধিবেশনে ৬টি, অষ্টম অধিবেশনে ১০টি, নবম অধিবেশনে ৯টি, দশম অধিবেশনে ১৪টি, এগারোতম অধিবেশনে ১৬টি, বারোতম অধিবেশনে ৬টি, তেরোতম অধিবেশনে ৫টি, চৌদ্দতম অধিবেশনে ১০টি, পনেরোতম অধিবেশনে ২টি, ষোলোতম অধিবেশনে ৭টি, সতেরতম অধিবেশনে ২টি, আঠারোতম অধিবেশনে ৩টি, উনিশতম অধিবেশনে ১৫টি, বিশতম অধিবেশনে ৫টি, একুশতম অধিবেশনে ১৪টি, বাইশতম অধিবেশনে ১৮টি এবং তেইশতম অধিবেশনে ১৯টি বিল পাস হয়। বাইশতম অধিবেশন ১৮টি বিল এবং তেইশতম অধিবেশন ১৯টি বিল পাস করে রেকর্ড গড়েছে দশম সংসদ। পরপর দুটি অধিবেশনে এত অধিক সংখ্যায় বিল পাসের নজির পূর্বের কোনো সংসদে দেখা যায়নি। বিল সংসদে উত্থাপিত হয়ে মাত্র ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির রিপোর্টের জন্য সময় নির্ধারিত হয়। এছাড়া, প্রায় প্রতিদিন রাতে সম্পূরক কার্যসূচি এনে বিলের রিপোর্ট উপস্থাপিত হয়েছে, বা বিল পাস হতে দেখা গেছে। অর্থাৎ শেষ দুটি অধিবেশনে কার্যদিবসের তুলনায় অধিক বিল পাস হয়েছে যা পূর্বের অধিবেশনগুলোতে দেখা যায় নি[২৭]।

দশম সংসদে উত্থাপিত বেসরকারি বিল

দশম জাতীয় সংসদে ১৬টি বেসরকারি বিল উত্থাপিত হলেও একটিও পাশ হয়নি। দশম জাতীয় সংসদ অধিবেশনে উত্থাপিত ১৬টি বিলের মধ্যে পাঁচটি এনেছেন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুস্তম আলী ফরাজী। তিনি জেলা জজ আদালত মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ (এখতিয়ার) বিল, ২০১৫; সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) বিল, ২০১৪ (সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের সংশোধন); ন্যায়পাল (সংশোধন) বিল, ২০১৭; সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) বিল, ২০১৭; (সংবিধানের ৭১ অনুচ্ছেদের সংশোধন) এবং নামাজ কায়েম বিল, ২০১৭ আনেন সংসদে। উল্লেখ্য গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (আরপিও) অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ তিন আসন থেকে নির্বাচনের বিষয় উল্লেখ থাকলেও সংবিধান উল্লেখ আছে এই নির্বাচনে একজন প্রার্থী ততোধিক আসনে নির্বাচন করতে পারবেন। এই বৈপরিত্য দূর করার জন্য পিরোজপুর-৩ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুস্তম আলী ফরাজী সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) বিল, ২০১৭ (সংবিধানের ৭১ অনুচ্ছেদ সংশোধন) নামে একটি বিল আনলেও তা পাস হয়নি। যদিও পরবর্তীতে বিলটি সংসদে উত্থাপনের সিদ্ধান নেয় সংসদীয় কমিটি। সংসদে উত্থাপিত বিলগুলো পাস হওয়া উচিত কিনা এ বিষয়ে রুস্তম আলী ফরাজী

[২৬]বিস্তারিত দেখুন দশম জাতীয় সংসদ: কার্যকর সংসদে ছিল জবাবদিহির অভাব', দৈনিক প্রথম আলো, ৩১ অক্টোবর ২০১৭ এবং 'অধিবেশন শেষ করল মিলমিশের দশম সংসদ', বিডিনিউজ২৪.কম,৩০ অক্টোবর ২০১৮

[২৭]বিস্তারিত দেখুন, 'বহুল আলোচিত দশম সংসদের সমাপ্তি' দৈনিক যুগান্তর, ২৯ অক্টোবর ২০১৮

বলেন, "অনেক বিল আছে যা পাস করলে রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হয় না। এগুলো পাস করা যেতে পারে। এসব বেসরকারি বিল পাস করলে সংসদ আরো অর্থবহ ও ফলপ্রসূ হবে। এই পার্লামেন্টকে মানুষ মূল্যায়ন করবে"।

এছাড়া দশম সংসদে বেসরকারি বিলের মধ্যে সরকারি দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মো. ইসরাফিল আলম (নওগাঁ-৬) 'অসংগঠিত শ্রমিক কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা (অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত) বিল, ২০১৪ ; সাবের হোসেন চৌধুরী (ঢাকা-৯) 'বাংলাদেশ পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠাকরণ বিল, ২০১৬'; এ কে এম ফজলুল হক (শেরপুর-৩) 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের অধিকার বিল, ২০১৬' এবং সরকারের অন্যতম শরিক দল বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) 'বাংলাদেশ আদিবাসী অধিকার বিল, ২০১৬' উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সংসদ বিষয়ক গবেষক নিজাম উদ্দিন বলেন, "এখন সংসদে বিল নিয়ে কথা হয় না। কথা হয় অন্যকে হেয় করার জন্য। আর সংসদে বেশির ভাগ সময় স্তুতি হয়। তাই সরকারি বিলগুলো খুব কম সময়ে পাস হয়। বেসরকারি বিলগুলো তো পাত্তাই পায় না[২৮]।"

আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ওয়াকআউট

দশম সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের ৭ম বৈঠকে স্বতন্ত্র সদস্য জনাব উষাতন তালুকদার (২৯৯ পার্বত্য রাংগামাটি) 'খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১৪' পাসের প্রতিবাদে সংসদ কক্ষ ত্যাগ (ওয়াকআউট) করেন। দশম অধিবেশনে সুপ্রিম কোর্ট জাজেস (রেমুনারেশন অ্যান্ড প্রিভিলেজেস) (সংশোধন) বিল ২০১৬ পাস হয়। এই বিল উত্থাপনের বিরোধীতা করে প্রধান বিরোধী সংসদ কক্ষ ত্যাগ করেন (ওয়াকআউট) করে। এছাড়া উনিশতম অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত 'ব্যাংক-কোম্পানী (সংশোধন) বিল, ২০১৮' এর ওপর জনমত যাচাই-বাছাই এর বিপক্ষে বক্তব্য প্রদান শেষে বিলটি অবিলম্বে বিবেচনা না করার জন্য বিরোধী দলের পক্ষ থেকে পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্য পেশের সুযোগ দাবী করলে তা না দেয়ার প্রতিবাদে বিরোধী দলীয় মাননীয় সংসদ-সদস্যগণ মাননীয় বিরোধী দলের চীফ হুইপের এর নেতৃত্বে সংসদ-কক্ষ ত্যাগ (ওয়াকআউট) করেন।

আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে আলোচিত বিতর্ক

সপ্তম অধিবেশনে 'Foreign Exchange Regulation (Amendment) Bill, 2015' পাসের জন্য উত্থাপিত হলে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা এই আইন বাস্তবায়নের আমলাতান্ত্রিক জটিলতার বিষয়টির ওপর আলোকপাত করে সংশোধনী প্রস্তাব দিলেও তা কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়। সংশোধনী প্রস্তাব নাকচ হওয়ার চর্চাকে উদ্দেশ্য করে প্রস্তাবকারী বিরোধী সদস্য বলেন, "আমরা সরকারকে সহযোগিতার জন্য নোটিস দেই। সব যদি নাকচ হয়, তাহলে তো গণতন্ত্র থাকে না।"[২৯] এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর উত্তর, "আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থাকে। কিন্তু আমরা যারা আছি, তারা কি ঘোড়ার ঘাস কাটি? মন্ত্রীসভা কি ঘোড়ার ঘাস কাটে? যারা দায়িত্বে আছে তারা জানে কীভাবে আমলাতন্ত্রকে ধরতে হয়।"[৩০]

অষ্টম অধিবেশনে সংসদীয় কমিটির সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী পাসের জন্য উত্থাপিত দুইটি বিল প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেন যা কণ্ঠভোটে সর্বসম্মতিক্রমে পাস করা হয়। সংবিধান এবং অন্যান্য আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় সংসদীয় কমিটির সুপারিশক্রমে "The Ports (Amendment) Bill 2015" প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়। "স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) (সংশোধন) বিল ২০১৫" সংসদ সদস্যদের আপত্তি প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংসদীয় কমিটি বিলটি স্থগিত করার সুপারিশ করে। এক্ষেত্রে সদস্যদের পক্ষ থেকে কারণ হিসেবে বলা হয় যে, একটি জেলাতে একাধিক সংসদ সদস্য আছেন, ফলে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান দলীয়ভাবে নির্বাচিত হলে তিনি সংসদ সদস্যদের ওপর খবরদারি করতে পারেন[৩১]।"

ত্রয়োদশ অধিবেশনে "বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল বিল, ২০১৬" - এ ৬৮ টি সংশোধনী প্রস্তাব আলোচনা না হয়ে নাকচ হওয়ায় প্রধান বিরোধী দলীয় একজন সদস্য বলেন, "এখানে সংসদে যে বিলগুলো পেশ করা হয়, আমরা যে সংশোধনী দেই সেই সংশোধনীর ওপরে কোনো আলোচনা হয় না। একমাত্র কৃষিমন্ত্রী ছাড়া প্যারা প্যারা করে কেউ আলোচনা করে না। তাতে হয় কি, আমরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলি। আমার কথা হলো যদি পার্লামেন্টকে প্রাণবন্ত করতে চান, চালাইতে চান তবে আমরা যে সংশোধনী দেই সেই সংশোধনীগুলো আলোচনা হওয়া উচিত। কেন গ্রহণ করা হল না তার কারণ ব্যাখ্যা করা উচিত, আমরা অনেক কষ্ট করে সংশোধনীগুলো দেই।"

---

[২৮]বিস্তারিত দেখুন, *'সংসদে পাত্তা পাচ্ছে না এমপিদের আনা আইন'*, *https://www.jagonews24.com/special-reports/news/435458*

[২৯]সংসদ অধিবেশন পর্যবেক্ষণ।

[৩০]প্রাগুক্ত

[৩১]*দৈনিক প্রথম আলো*, ১৭ নভেম্বর ২০১৫।

"সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) বিল, ২০১৪" প্রথমে কণ্ঠভোটে ও পরে বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে (৩২৭-০ ভোটে) স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে সংসদে পাস হয়। বাংলাদেশের সংসদীয় চর্চায় ইতিপূর্বে এত বড় ব্যবধানে সংবিধান সংশোধন বিল পাস হওয়ার কোনো দৃষ্টান্ত দেখা যায় নি। সরকারি দলের পাশাপাশি প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী ২২ জন সদস্য জনমত যাচাই-বাছাই এর প্রস্তাবের আলোচনা করলেও বিভক্তি ভোটের সময় নিজেদের নোটিসের বিপক্ষে ভোট দেন। আলোচনার প্রেক্ষিতে আইনটি প্রায় ১ ঘন্টা ৪৯ মিনিট সময়ে পাস করা হয়। উল্লেখ্য, নোটিসদাতা সদস্যদের নিজস্ব নোটিসের পক্ষে ভোট দেওয়ার সংসদীয় রীতি থাকলেও এক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রধান বিরোধী দলের একজন সদস্যের মন্তব্য - "নোটিস প্রত্যাহার না করলে নিজের নোটিসের পক্ষে ভোট দেওয়া উচিৎ। কিন্তু সম্ভবত প্রধান বিরোধী দলের (জাতীয় পার্টি) অনেকেই বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারেন নি। সঠিকভাবে হুইপিং ও করা হয় নি। যে কারণে অনেকেই নিজস্ব নোটিসের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন[৩২]।" একজন অন্যান্য বিরোধী সদস্য বিলটির ওপর জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাবের নোটিস দিলেও অধিবেশনে বলেন, "জনমত যাচাইয়ের জন্য সংসদই যথেষ্ট[৩৩]।"

সংসদে আইন পাসের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি।[৩৪] অধিবেশনগুলোতে বিলের ওপর সংশোধনী, যাচাই-বাছাই প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকলেও কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অনেক সদস্যের মধ্যে যথোপযুক্ত ওরিয়েন্টেশনের ঘাটতি লক্ষণীয়।

কণ্ঠভোটে আইন পাসের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সরকার দলীয়দের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে প্রধান বা অন্যান্য বিরোধীদের বিল উত্থাপনে কোন আপত্তি বা জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার চর্চা বাংলাদেশের সংসদ ব্যবস্থায় দেখা যায় না। অলোচনার সুযোগ থাকলেও সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিধানের অস্পষ্টতার কারণে সরকার দলীয় সদস্যদের পক্ষ থেকে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। ফলে একটি বিলের বিভিন্ন দফায় সম্পাদকীয় পরিবর্তন ছাড়া ধারার বিষয়গত পরিবর্তনের জন্য সরকার দলীয় সদস্যরাও সংশোধনী দেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ বোধ করেন না। এ প্রসঙ্গে সরকার দলীয় একজন সংসদ সদস্য তার বাজেট বক্তব্যে বলেন, "মাননীয় স্পিকার আপনি সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধনী এনে বাজেটের বিরুদ্ধে এমপিদের ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, তাহলে দেখবেন, অর্থমন্ত্রী তার বক্তব্যে আর অনড় অবস্থানে থাকতে পারবেন না। আমাদের কথারও মূল্যায়ন হবে। তিনি বলেন, যেসব জায়গায় লুটপাট হয়েছে তা উদ্ধার করা হোক। এসব ছাড় দিলে জনগণ আমাদের বিপক্ষ চলে যাবে[৩৫]"।

"আইন প্রণয়নের কাজ একটি নীরস বিষয়। এটা নিয়ে অনেক চিন্তা ও পর্যালোচনা করতে হয়। যে কারণে হয়তো অনেকের এ বিষয়ে আগ্রহ নেই।" পর্যালোচনায় দেখা গেছে, বাধা না থাকলেও সরকারি দলের সদস্যরা বিলের ওপর নোটিস দিতে যথেষ্ট আগ্রহী নন। উপরন্তু কার্যকর বিরোধী দল না থাকায় আইন প্রণয়নের বিষয়টি সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে[৩৬]। অপর একজন বিরোধী দলীয় সদস্য আইন প্রণয়ন প্রসঙ্গে সংসদে বলেন "আইন তো আমরা করব, আইন পাস হয়ে যাবে। কিন্তু এই আইন মানবে কারা? আইন না মানলে আপনি কি করবেন? আইন তো বইতে থাকে মাননীয় স্পিকার। মানুষ মরবে মন্ত্রীরা কি জবাব দেবে? মালিক শ্রমিক দুইটি'র মালিক হইছে মন্ত্রী। আমাদের দুইজন মন্ত্রী এই সংসদে আছেন। মালিক পক্ষেরও তারা নেতা, শ্রমিক পক্ষেরও তারা নেতা। কে কার জবাব দেয়?" উল্লেখ্য, পাসকৃত বিলের ওপর যে সকল সংশোধনী প্রস্তাব সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তার মধ্যে বিলের বিভিন্ন দফায় বাক্য পুনর্গঠন, ধারা ও উপধারার পুর্নবিন্যাস/স্থানান্তর এবং সমার্থক শব্দাবলী ও বিরাম চিহ্ন সংযোজন-বিয়োজন প্রাধান্য পেয়েছে।[৩৭]

---

[৩২] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪।

[৩৩] প্রাগুক্ত।

[৩৪] পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করে এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। যেমন আমেরিকায় কোন আইন কমিটিতে আলোচনার আগে বিশেষজ্ঞ মতামত নেওয়া হয়। জনগণকে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ হিসেবে অনেক দেশে খসড়া আইন সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়, ই-মেইলে জনগণকে জানানো হয়, পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় বা সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে জনগণের মতামত আহ্বান করা হয়। এছাড়া ইংল্যান্ডের হাউজ অব কমন্সে আইন পাসের সময় কোন বিল সম্পর্কে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট 'লবি গ্রুপ' সেই আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের মতামত দিয়ে প্রভাবিত করতে পারে। এই লবি গ্রুপসমূহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে।http://labspace.open.ac.uk/mod/resource/view.phd?id=367522 (view date - 20 January 2013)

[৩৫] সংসদে বাজেট বিতর্ক : এমপিদের তোপের মুখে আসন ছেড়ে উঠে গেলেন মুহিত, দৈনিক ভোরের কাগজ, ২০ জুন ২০১৭

[৩৬] আইন প্রণয়ন: আইনপ্রণেতাদের ভূমিকা সীমিত 'হ্যাঁ-না'তেই, দৈনিক প্রথম আলো, ৩ মার্চ ২০১৮

[৩৭] সংসদের কার্যবিবরণী পর্যবেক্ষণ

বাজেট আলোচনা

সংবিধানের ৮৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যেক অর্থ বছরের জন্য অনুমিত আয় ও ব্যয় সংবলিত যে বিবৃতি প্রদান করা হয় তা বাজেট নামে পরিচিত। সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যেকোন সরকারের একটি অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই বাজেটের মাধ্যমে। দশম সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রথম বাজেট (২০১৪-১৫ অর্থবছর) ও ষষ্ঠ অধিবেশনে দ্বিতীয় বাজেট (২০১৫-১৬ অর্থবছর), এগারোতম অধিবেশনে তৃতীয় বাজেট (২০১৬-১৭ অর্থবছর), ষোলোতম অধিবেশনে চতুর্থ বাজেট (২০১৭-১৮ অর্থবছর) এবং একুশতম অধিবেশনে এই সংসদের শেষ বাজেট (২০১৮-১৯ অর্থবছর) উত্থাপন ও পাস করা হয়।

বাজেট অলোচনায় ব্যয়িত সময়

পাঁচটি বাজেট অধিবেশনের আলোচনায় ব্যয়িত মোট সময় প্রায় ৩৩৭ ঘন্টা ৫৬ মিনিট যা সংসদের মোট সময়ের প্রায় ২৪%। মোট সদস্যের ৮৯% বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, সংশোধনী প্রস্তাব, নতুন পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত অর্থবছরগুলোর ব্যর্থতা প্রসঙ্গে বক্তব্য প্রদান করেন। এর মধ্যে সরকারি দলের সদস্যরা ৭৭%, প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা ১৮% এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা৫% সময় বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

বাজেট প্রণয়ন কার্যক্রমে আলোচিত বিতর্ক

সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের সদস্যের বক্তব্যে বাজেট সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল - ব্যাংক খাতে সরকারের অব্যাহত ভর্তুকি, বাড়তি আবগারি শুল্ক ও ভ্যাট সংযোজন, সঞ্চয়পত্রের সুদের হার হ্রাস, অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি ইত্যাদি। সংসদের ষোলোতম অধিবেশনে পেশকৃত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেটে বাড়তি আবগারি শুল্ক, বাড়তি ভ্যাট এবং সঞ্চয়পত্রের সুদের হার কমানোর বিষয়ে সরকারি দলের কয়েকজন সদস্য কড়া সমালোচনা করলেও বিরোধীদলীয় নেতা বাজেট অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে সার্বিকভাবে বাজেটের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন "অর্থমন্ত্রীকে এত ভালো একটি বাজেট দেওয়ার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি"। এই বাজেট অধিবেশনে সরকার দলীয় একজন সদস্য বাজেটের সমালোচনা করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন "বেসিক ব্যাংককে এক হাজার কোটি টাকা মূলধন দেওয়া হচ্ছে। কার টাকা কেন দিচ্ছেন? তারা দুর্নীতির জন্য লুটপাট করবে আর মূলধন দিতে হবে আমাদের? প্রয়োজনে এ ব্যাংকগুলোর বিষয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করা হোক। সরকারি টাকা এভাবে লুটপাট করতে দেওয়া যাবে না"। এ প্রসঙ্গে প্রধান বিরোধী দলীয় একজন সদস্য অর্থমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন "লুটপাট কারা করছে? এরা কি আপনাদের চেয়ে, সরকারের চেয়ে শক্তিশালী? কেন তাদের আইনের আওতায় আনবেন না? বেসিক ব্যাংকের চেয়ারম্যান এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দুদক (দুর্নীতি দমন কমিশন) নাকি তাঁর বিরুদ্ধে কিছু পায়নি"। অবশ্য এর প্রত্যুত্তরে অর্থমন্ত্রী সংসদে বলেন "বেসিক ব্যাংকের ঋণ জালিয়াতিতে বেসিক ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান -এর সংশ্লিষ্টতা ছিল"। এছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশনের একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন "দুদকের কাছে প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে তিনি (বেসিক ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান) অভিযুক্ত হয়েছেন। এখন দেখা যাক দুদক কি ব্যবস্থা নেয়।"

বাংলাদেশে বাজেট অনুমোদন প্রক্রিয়া ও এর সীমাবদ্ধতা

আমাদের দেশের পার্লামেন্ট মূলত বাজেট প্রণয়নে প্রভাব সৃষ্টিকারী পার্লামেন্ট। এ ধরণের পার্লামেন্টের সংখ্যাই বেশী সংখ্যক দেশে দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত বাজেট প্রণয়নকারী দেশের সংখ্যা খুব কম।[৩৮] গণতান্ত্রিক কাঠামোতে তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয় ও বাজেট প্রণয়ন স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক হবে এবং এক্ষত্রে জনগণ, জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য অংশীজনদের মতামত প্রদানের সুযোগ থাকে এবং জাতীয় সংসদে বাজেট অনুমোদিত হতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশের বাজেটের ক্ষেত্রে নির্বাহী কর্তৃক বাজেট প্রস্তুতি অর্থবছরের অনেকটা সময় নিয়ে নেয়, যা বাকি স্বল্প সময়ে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মহলের অংশগ্রহণকে সীমিত করে দেয়। অর্থ বিলে সংশোধনীর সুযোগ না থাকায় সংসদকে সার্বিকভাবে বাজেট অনুমোদন দিতে হয়, যা নির্বাহী কর্তৃত্বের ইঙ্গিতবাহী।[৩৯] দশম সংসদে উত্থাপিত পাঁচটি বাজেটে সাধারণ জনগণ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামত প্রদান ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে এবং এসব বাজেটে পূর্বের ন্যয় আমলাদের মতামত প্রাধান্য পেয়েছে।

[৩৮] *'কেন বাজেট অধিবেশন'* - আসিফ রশীদ; দৈনিক যুগান্তর, ১৩ মে, ২০১০
[৩৯] *'বাংলাদেশের বাজেট'* - ড. আল মাসুদ হাসানুজ্জামান; দৈনিক যুগান্তর, ১০ জুন, ২০১০

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

দশম সংসদে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের তুলনায় সরকারি দলের সদস্যগণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম সময় অংশগ্রহণ করেছে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিধানের অস্পষ্টতার কারণে সরকার দলীয় সদস্যদের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে বিলের ওপর সংশোধনী, যাচাই-বাছাই প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকলেও কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অনেক সদস্যের মধ্যে যথোপযুক্ত ওরিয়েন্টেশনের ঘাটতি দেখা যায়। পূর্ববর্তী সংসদগুলোর মত এই সংসদেও বিভিন্ন জণগুরুত্বপূর্ণ বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ হওয়ার চর্চা বিদ্যমান ছিল এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি। দশম সংসদে উত্থাপিত পাঁচটি বাজেট আলোচনায় খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, সংশোধনী প্রস্তাব, নতুন পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত অর্থবছরগুলোর ব্যর্থতার প্রসঙ্গসমূহের ওপর আলোচনা প্রাসঙ্গিক বিষয় সংশ্লিষ্টতার ইতিবাচক প্রতিফলন। এছাড়া, বাজেটে বাড়তি আবগারি শুল্ক, বাড়তি ভ্যাট এবং সঞ্চয়পত্রের সুদের হার কমানো এবং সরকারের আর্থিক ও অন্যান্য অনিয়ম বিষয়ে বিরোধী দলের সদস্যদের পাশাপাশি সরকারি দলের সদস্যদের কড়া সমালোচনা লক্ষণীয়। এই সংসদে **১৯৩**টি সরকারি বিল পাস হলেও কোনো বেসরকারি বিল পাস হয়নি। অর্থাৎ, ক্ষেত্রবিশেষে বেসরকারি বিল জনগুরুত্বপূর্ণ হলেও তা পাস করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব পায়নি। পাসকৃত বিলের ওপর যেসকল সংশোধনী সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তার মধ্যে বিলের বিভিন্ন দফায় বাক্য পুনর্গঠন এবং সমার্থক শব্দাবলী ও বিরাম চিহ্ন সংযোজন-বিয়োজন প্রাধান্য পেয়েছে। সার্বিকভাবে বলা যায়, আইন প্রণয়ন সংসদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলেও দশম সংসদে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আইন প্রণয়ন আলোচনায় সদস্যদের আগ্রহ, দক্ষতা ও অংশগ্রহণে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

অধ্যায় চার

জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত কার্যক্রম

প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি প্রশ্ন করাসহ মন্ত্রণালয়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর পর্ব, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আলোচনা, বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা পর্ব, স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম জাতীয় সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অধ্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর, মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনা, অনির্ধারিত আলোচনা, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব, মুলতবি প্রস্তাব, সংসদীয় কমিটির কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ

প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করার জন্য প্রায় ৮ ঘন্টা ১২ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড সময় নেন। দশম সংসদের ২৩টি অধিবেশনের সবগুলো অধিবেশনেই এই পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই ২৩টি অধিবেশনে মোট ৯৬ জন সংসদ সদস্য এই পর্বে অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে ৭৩ জন সরকারি দলের ১৫ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ৮ জন অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য। সরকারি দলের সদস্যরা মূল প্রশ্ন করেন ৭৫টি এবং সম্পূরক প্রশ্ন করেন ১৫১টি। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা ২০টি মূল প্রশ্ন এবং ৫২টি সম্পূরক প্রশ্ন করেন। অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য কর্তৃক ২৫টি মূল প্রশ্ন এবং ৪৬টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর নির্ধারিত কার্যদিবস ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উত্তরদানে ব্যয়িত সময়

এই ২৩টি অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ব্যয়িত সময় প্রায় ৪১ ঘন্টা ৫৪ মিনিট। প্রধানমন্ত্রী মোট ৫৭ কার্যদিবসে সরাসরি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে প্রায় ৩১ ঘন্টা ৩০ মিনিট ২ সেকেন্ড ব্যয় করেন।[৪০]

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে যেসকল বিয়য়ে প্রশ্ন (মূল প্রশ্ন) সরাসরি উত্থাপিত হয় এবং এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উপকূলবর্তী এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও নতুন শিল্প স্থাপন, সুষ্ঠু উপজেলা নির্বাচনের দিক-নির্দেশনা, কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা, বর্তমান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা, পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ বিধি, তৈরী পোশাক শিল্পের সহযোগী উপকরণ তৈরীর জন্য শিল্প কারখানা নির্মাণ, জিডিপি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পদক্ষেপ, 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সবচেয়ে বেশি (৭৫%) জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। অন্যান্য আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে রোহিঙ্গা সংকট, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অর্জন ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপসমূহ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম, উৎপাদন ব্যবস্থায় নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি। (বিস্তারিত-চিত্র: ৪.১)

এ পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ হলো প্রশ্নকারী সদস্যদের একাংশ প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি প্রশ্ন করার পরিবর্তে সংসদ নেতার ব্যক্তিগত প্রশংসা ও তার অর্জন নিয়ে আলোচনা করে প্রশ্নকাল দীর্ঘায়িত করেন এবং এ বিষয়ে মাননীয় স্পিকারের সতর্কতার পরে তারা মূল প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এক্ষেত্রে আরও লক্ষণীয় যে, উক্ত সদস্যগণের ক্ষেত্রে মাননীয় স্পিকারকে একাধিকবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে দেখা গেছে।

[৪০]পরিশিষ্ট ৪.১: প্রশ্নোত্তর পর্বে সরাসরি উত্তর প্রদান

চিত্র ৪.১: প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ (শতকরা হার)

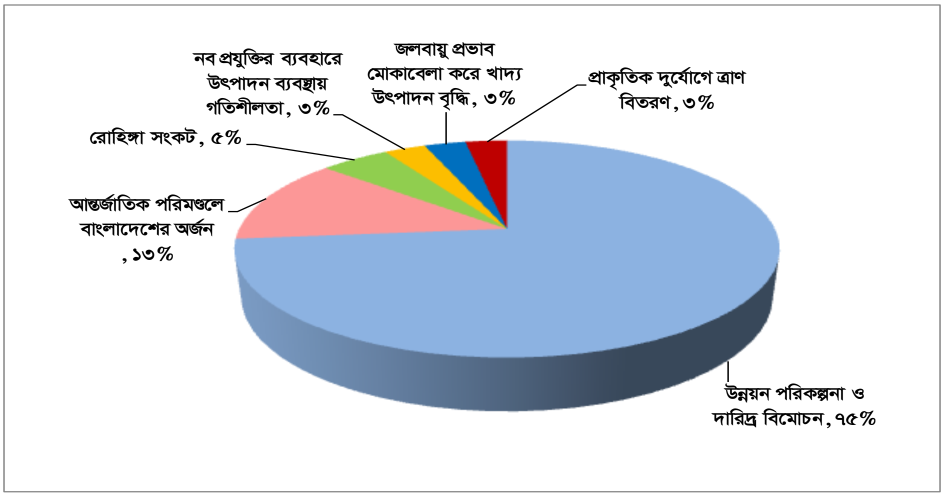

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচনা

সপ্তম অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকী রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের জন্য পদক্ষেপ শীর্ষক আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত ইতিহাস জানাতে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় এমন সম্পূরক প্রশ্নের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি কোনো পদক্ষেপ সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনার পরিবর্তে দশম সংসদের বাইরের প্রতিপক্ষ দল এবং দলের নেতা সম্পর্কে বলেন, "একটা সময় ছিলো বঙ্গবন্ধুর নাম নেওয়া যেত না। কোনো কর্মসূচি পালন করতে দেওয়া হতো না। যারা এসব ঘটিয়েছে, তারাই ১৫ আগস্টে বিশাল কেক কেটে মিথ্যা জন্মদিন পালন করে। ১৫ আগস্ট যে কারও জন্মদিন হতে পারে। কিন্তু যার জন্মদিন ১৫ আগস্ট নয়, তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকে মিথ্যা জন্মদিন পালন করে খুনিদের উৎসাহিত করে ও স্বীকৃতি দিয়ে বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। যত বয়স, তত বড় বিশাল কেক কেটে উৎসব করে জন্মদিন পালন করেন। এটা এখনও পরিবর্তন হয়নি, সময়ের বিবর্তনে পরিবর্তন হয়ে যাবে।"

নবম অধিবেশনে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সম্পর্ক উন্নয়নে বাংলাদেশের ভূমিকা নিয়ে সম্পূরক আলোচনায় প্রধান বিরোধী দলের একজন সদস্যের অসম্পূরক প্রশ্ন, "জয় বাংলা দু'টি শব্দ এবং প্রথম শব্দটি নিয়ে আপনি (প্রধানমন্ত্রী) কী চিন্তাভাবনা করছেন? পুরুষের অধিকার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কী চিন্তাভাবনা করছেন?" প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নটিকে অসম্পূরক আখ্যায়িত করে প্রশ্নকর্তা সদস্যকে বলেন, "মুক্তিযুদ্ধের সময় এটাই ছিলো আমাদের কাছে সবচেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ী স্লোগান। কাজেই এ শব্দটাকে ভাগ করার উপায় নেই। তবে আমি জানিনা, মাননীয় স্পিকার উনি (প্রশ্নকর্তা সদস্য) কী বলতে চেয়েছেন। জয় ভবিষ্যতে কী করবে, সেটা সম্পূর্ণ তার ওপরই নির্ভর করছে। সে জনগণের জন্য সেবা ও সাহায্য করছে। 'জয় বাংলা' স্লোগানের প্রেরণাই তাকে উদ্দীপ্ত করছে দেশের সেবা করতে।"

চৌদ্দতম অধিবেশনে বিরোধী দলীয় একজন সদস্য ড. ইউনুসসহ দেশের অর্থপাচারকারী, সুদখোর ও রাজস্ব ফাঁকিবাজের বিরুদ্ধে নেওয়া ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোনো পদক্ষেপ সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনার পরিবর্তে ড. ইউনুসের কর্মজীবন, পদ্মা সেতুতে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়ন বন্ধে ড. ইউনুসের ব্যক্তিগত ভূমিকা, গ্রামীণ ব্যাংক, গ্রামীণফোন কোম্পানীর মাধ্যমে মুনাফা অর্জন ও রাজস্ব ফাঁকি সম্বন্ধে দীর্ঘ সমালোচনা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, " ১৯৯৮ সালে বন্যা হয়েছিল, দেশের ৭০ ভাগ এলাকা পানির নীচে, ঐ অবস্থায় গ্রামীণ ব্যাংকের লোক যেয়ে যাদের ঘর নাই, বাড়ি নাই, খাবার নাই, টিনের চালার উপরে বসে আছে ঐ টিনের চালা খুলে নেবার জন্য, আর তাদের কাছ থেকে হপ্তা তোলার জন্য। তাদের কাছ থেকে হপ্তা তোলার জন্য তাদের উপরে নির্মম অত্যাচার শুরু করল (ড. ইউনুস)"।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, " তার (ড. ইউনুস) অভিযোগের ভিত্তিতে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টাকা বন্ধ করে। ঐ গরীবের হাড়, মাংস, রক্ত ঝরা টাকা দিয়ে যে বড়লোকীপনা করে তার আবার দেশের প্রতি ভালবাসা থাকবে কোথা থেকে। পদ্মা সেতুর অর্থায়ন বন্ধে তিনি খুশি হলেন।" একই বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "আমাকে গ্রেফতার করেছিল বলে ইয়াজউদ্দিন সবকারকে এ-প্লাস, ডবল এ-প্লাস দিলো, কে দিলো ? ঐ ভদ্দরলোক (ড. ইউনুস) গিয়ে দিয়ে আসলো। উনি একটা দলও করতে গেলেন, এক সম্পাদক সাহেব আর উনি গেলেন দল গঠন করতে.. .. .. কিন্তু সুদখোরের ডাকে কেউ সাড়া দেয়নি ; এটা হলো বাস্তবতা।.. .. .. কিছু লোক থাকে তারা অন্যায় করুক, হাজার পাপ করুক, তাদের দোষ, কোন দোষই না।"

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব

দশম সংসদের ২৩টি অধিবেশনে নির্ধারিত মোট ৪১০ কার্যদিবসের মধ্যে ২১১ কার্যদিবস মন্ত্রীরা সরাসরি প্রশ্নোত্তর দেন।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্থাপিত মূল ও সম্পূরক প্রশ্নের সংখ্যা

দশম সংসদে এই পর্বে মোট ২৫৬ জন সংসদ সদস্য বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রীদের কাছে মোট ১২২৯টি মূল প্রশ্ন এবং ৩৯৫০টি সম্পূরক প্রশ্ন সরাসরি উত্থাপন করেন। সরকারি দলের ২১০ জন, প্রধান বিরোধী দলের ৩৫ জন এবং ১১ জন অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা ১৪৭টি মূল প্রশ্ন এবং ৫৮৩টি সম্পূরক প্রশ্ন করেন। উল্লেখ্য অন্যান্য বিরোধী দলের স্বতন্ত্র সদস্য কর্তৃক মোট ১২১টি মূল প্রশ্ন এবং ৪১৩টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যয়িত সময়

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ২৩টি অধিবেশনে মোট প্রায় ২২১ ঘন্টা ৭ মিনিট ৩০ সেকেন্ড সময় ব্যয়িত হয় যেখানে সদস্যরা প্রশ্ন করতে প্রায় ৭৫ ঘন্টা ১৯ মিনিট ১৭ সেকেন্ড এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরা প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রায় ১১৬ ঘন্টা ৩৯ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড সময় নেন।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ

এই ২৩টি অধিবেশনে সংসদ সদস্যরা মোট ৪০টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১৯৫টি সরাসরি মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এদের মধ্যে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা মোট ২৭টি এবং অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র) সদস্য ১৬টি প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের কাছে সরাসরি উপস্থাপন করেন। পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়,স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (৯২টি) প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে স্বরাষ্ট্র (৯০টি), অর্থ (৮৩টি), সড়ক ও সেতু (৭৪টি), বাকি ৩৬টি মন্ত্রনালয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন তুলনামূলকভাবে কম উত্থাপিত হয়েছে।[৪১]মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি (৩৮%) আলোচিত প্রশ্নের বিষয় ছিল উন্নয়ন প্রকল্প (স্থাপনা/সেবা কার্যক্রম/পরিকল্পনা প্রস্তাব/অবকাঠামো স্থাপনা) সংক্রান্ত । (বিস্তারিত - চিত্র: ৪.২)

চিত্র ৪.২: মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্থাপিত প্রশ্নের বিষয়সমূহ (শতকরা হার)

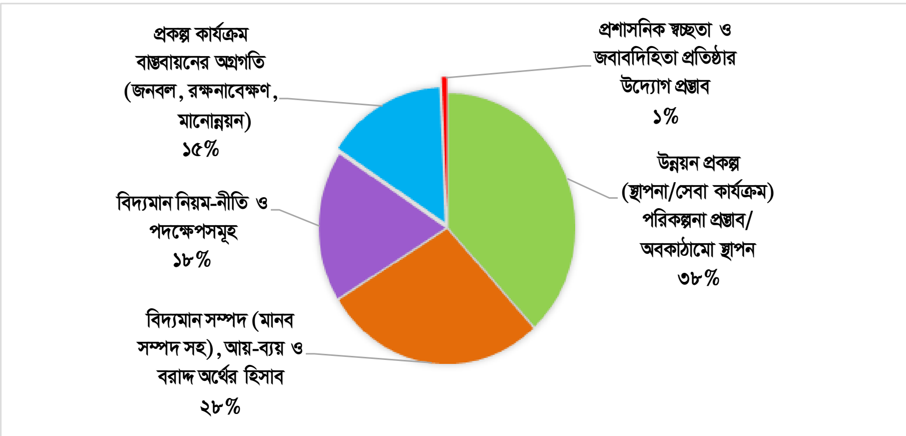

অনির্ধারিত আলোচনায় ব্যয়িত সময়

অনির্ধারিত আলোচনায় এই ২৩টি অধিবেশনে ২১৪ কার্যদিবসে প্রায় ৬৯ ঘন্টা ৩৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ড সময় ব্যয় হয় যা ব্যয়িত মোট সময়ের প্রায় শতকরা ৫ ভাগ। এই সময়ের মধ্যে ১৩৩ জন সদস্য প্রায় ৬৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অনির্ধারিত আলোচনায় সরকারি দলের ১০২ জন, প্রধান বিরোধী দলের ২২ জন সদস্য এবং অন্যান্য বিরোধী ৯ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

---

[৪১]বিস্তারিত- পরিশিষ্ট -৪.২।

অনির্ধারিত আলোচনার উল্লেখযোগ্য বিষয়

এই ২৩টি অধিবেশনে অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়সমূহের মধ্যে সদস্যদের উত্থাপিত বিষয়সমূহের ধরন পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, জাতীয় সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী (৩৩%) আলোচনা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ধরনের মধ্যে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/সেবা কার্যক্রম ও বাস্তবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতি; আইন শৃঙ্খলা (জননিরাপত্তা) ও বিচারিক সেবা, সমালোচনা ও নিন্দা; সংসদীয় আচরণ ও সাংবিধানিক নীতি, সরকার ও সরকার প্রধানের জনপ্রিয়তা ও প্রশংসা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। (চিত্র: ৪.৩)

চিত্র ৪.৩: অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়ের ধরনসমূহ (শতকরা হার)

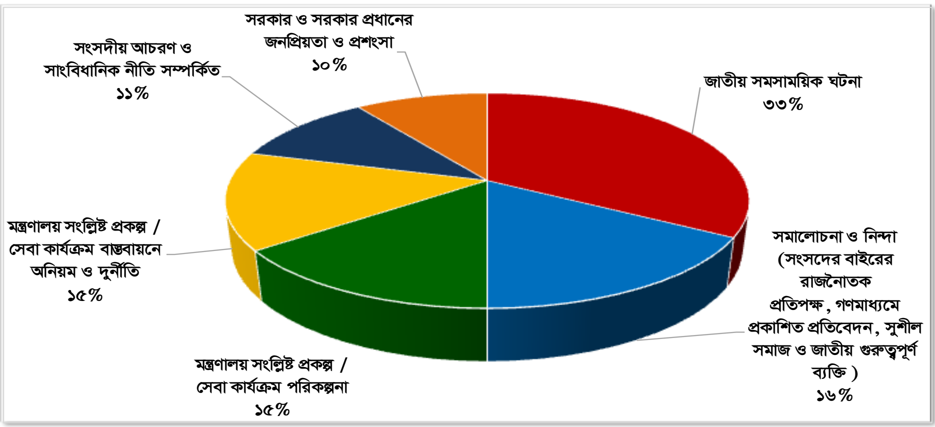

এ পর্বে আলোচনা করতে গিয়ে সমসাময়িক ঘটনা/বক্তব্য নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট আলোচনায় সংসদ সদস্যরা সংসদের প্রতিপক্ষ দল সম্পর্কে, সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার অবতারণা করেন। বিধি লঙ্ঘন করে অধিবেশনে কোনো সংসদ সদস্য সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষায় বক্তব্য দিলেও এক্ষেত্রে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি দেখা যায়।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা

সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক ইংরেজি বছরের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে লিখিত ভাষণ প্রদান করেন। সেই প্রথা অনুযায়ী, দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম কার্যদিবস থেকে শুরু করে শেষ অধিবেশন পর্যন্ত সময়ানুক্রমে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ মহান সংসদে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি দেশের প্রতি বীর মুক্তিযোদ্ধা, জাতীয় চার নেতা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাসহ জাতির পিতার অবদানের কথা উল্লেখ করেন। তাছাড়া ভাষণে তিনি যেসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন সেগুলো হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস নির্মূল, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল গ্রহণ, জঙ্গিবাদ দমন, জাতিসংঘ শান্তি মিশনে শান্তিরক্ষী প্রেরণ, সরকারের সার্বিক সাফল্য, গ্রামাঞ্চলে কর্মসৃজন ও নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা ও প্রতি জেলায় স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, নির্বাচন প্রক্রিয়া, সুশাসন, ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির যে পথ অতিক্রম করছে তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে একটি দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করবে ইত্যাদি।[৪২]

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় ব্যয়িত সময় ও সদস্যদের অংশগ্রহণ

দশম সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় প্রায় ৩০৭ ঘন্টা ১৪ মিনিট সংসদ সদস্যরা বক্তব্য রাখেন যা মোট সময়ের ২১.৮%।

[৪২]পরিশিষ্ট ৪.৩

সারণি ৪.১: দশম সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় সদস্যদের দলভিত্তিক অংশগ্রহণ

অধিবেশন	মোট সদস্য	সরকারি (জন)	প্রধান বিরোধী দল (জন)	অন্যান্য বিরোধী সদস্য (জন)
প্রথম অধিবেশন	২২৮	১৬৫	৩০	৩৩
পঞ্চম অধিবেশন	২৩২	১৯৪	২৭	১১
নবম অধিবেশন	২১১	১৬৯	২৯	১৩
চতুর্দশ অধিবেশন	২৩১	১৯৬	২৪	১১
উনিশতম অধিবেশন	২৩৩	১৯৭	২৩	১৩

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে ওপর আলোচনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সংসদ সদস্য আলোচ্য বিষয়ের বাইরে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন যার পরিধি অনেক বেশি ছিল। এমনকি কেউ কেউ তাদের জন্য বরাদ্দের পুরো সময়টাই ব্যয় করেন তাদের নির্বাচনী এলাকা সংশ্লিষ্ট বক্তব্য, সরকারের সমালোচনা, সংসদের বাইরের রাজনৈতিক দলের সমালোচনা ও নিজ দলের প্রশংসা করে। সরকারি দলের একজন সদস্য তার বক্তব্যে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক দলের সমালোচনা করে বলেন, "তাদের আমি গাধা বলছি না, তবে তাদের আচরণ দেখলে মনে হয় কবে দড়ি ছিড়বে কবে কপাল খুলবে ওই আশায় তারা বসে থাকে, খুব স্বাভাবিকভাবে তখন তো গাধার কথা মনে পড়ে। বর্তমান সরকারের সমালোচনা করে একজন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য তার বক্তব্যে বলেন, উন্নয়ন হয়েছে ঠিকই আমি অস্বীকার করবো না। তবে খুন, গুম, হত্যা, লুটতরাজ, ছিনতাই, নির্যাতন এগুলোর উন্নয়ন হয়েছে। বড় বড় কথা বলেন কিন্তু এত খুন এত গুম কোন সরকারের আমলেই হয়নি। প্রত্যেকটা সংবাদপত্র খুললেই দেখা যায় লাশের মিছিল। আপনাদের একজন নেত্রী বলেন, বিদ্যুতের এতই উন্নয়ন হইছে যে ঝুড়িতে করে বিক্রি করতে হবে... গ্রাম এলাকায় বিদ্যুৎ কোথায়? শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছে ঠিক কিন্তু প্রশ্ন ফাঁসের ক্ষেত্রেও উন্নয়ন হয়েছে এই সরকারের। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা দুর্নীতির দায়ে আটক হয়েছেন[৪৩]।"

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে সংসদ নেতার বক্তব্য

দশম জাতীয় সংসদের প্রথম হতে তেইশতম অধিবেশনের সমাপ্তিলগ্নে মাননীয় সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে সমাপনী বক্তব্যে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। প্রথম অধিবেশনের বক্তব্যে ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তথা মহাজোটকে দেশ সেবার সুযোগ দানের জন্য সকল ভোটারকে ধন্যবাদ জানান। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাস তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী তার সমাপনী বক্তব্যের প্রায় পুরো সময়টাই তৎকালীন বিরোধী দলের কঠোর সমালোচনা করেন। এছাড়া তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কৃষি, বিদ্যুৎ, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, স্বাস্থ্য সেবা, রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ,খাদ্যে ভেজাল, নদী দূষণ বন্ধ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ করার প্রস্তাব, ঢাকা শহরে যানজট নিরসনে সরকারের উদ্যোগ গ্রহণ, গার্মেন্টস খাত ও বিদেশে শ্রমশক্তি পাঠানোর জন্য সরকারের পরিকল্পনা গ্রহণ, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বেসরকারি খাতে চাকুরির সুযোগ বৃদ্ধি, এমএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নারীদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণসহ সরকারের সার্বিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন। নিজেদের চেষ্টায় বিজয়ী জাতি হিসেবে সারা বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে এবং স্বাধীনতার সুফল প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

পরিশেষে, অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সংসদ পরিচালনা করার জন্য মাননীয় স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, সংসদ-উপনেতা, বিরোধী দলীয় নেতা, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, স্ট্যান্ডিং কমিটির সকল চেয়ারম্যান, চীফ হুইপসহ সকল হুইপ এবং সকল সংসদ সদস্যকে ধন্যবাদ জানান। তিনি জাতীয় সংসদ সচিবালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের সংশ্লিষ্ট কমকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং সাংবাদিকবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশকে আরো উন্নত ও সমৃদ্ধভাবে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

[৪৩]সংসদ অধিবেশন পর্যবেক্ষণ।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে বিরোধীদলীয় নেতার বক্তব্য

দশম জাতীয় সংসদের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হচ্ছে বিরোধীদলীয় নেতা প্রথম অধিশেনের প্রথম দিনই সংসদে তাঁর দলের সদস্যসহ সংসদ কার্যক্রমে যোগদান করেন। বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদ অধিবেশনের সমাপ্তিলগ্নে ভাষণ প্রদান করেন। বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল খাদ্যে ভেজাল ও নদীদূষণ বন্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ, স্বাধীনতার ঘোষক ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্ক, প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ, ঢাকা শহরে যানজট নিরসনের ব্যবস্থা, গার্মেন্টস খাত ও বিদেশে শ্রমশক্তি পাঠানোর জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ, ময়মনসিংহকে বিভাগ ঘোষণা,সরকারি চাকুরির বয়সসীমা বৃদ্ধি, হকারদের কর্মসংস্থান ও ক্ষুদ্র হকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, সংসদ সদস্যদের জন্য আবাসিক প্লট বরাদ্দ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলে সামনে এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

মাননীয় স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেতাসহ অংশগ্রহণকারী সকল মাননীয় সংসদ-সদস্য এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের সংশ্লিষ্ট কমকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে সংসদ নেতা এবং বিরোধীদলীয় নেতা উভয়ে প্রায় একই রকম প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কিছু অংশ ছাড়া তাদের বক্তব্য জুড়ে প্রাধান্য পেয়েছে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের কার্যক্রমের সমালোচনা, নিজ সরকারের আমলের প্রশংসা এবং অন্য দলের শাসনামলের বিভিন্ন কার্যক্রমের ব্যর্থতা ও সমালোচনা।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১ অনুযায়ী আলোচনা)

প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত মোট ৩৪টি কার্যদিবসে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই ২৩টি অধিবেশনে মোট ১০৫টি নোটিস উত্থাপিত, ৭০টি নোটিস আলোচিত, ৩২ টি নোটিস স্থগিত এবং ৩টি নোটিস গৃহীত হয়।

উত্থাপিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ

উত্থাপিত ও আলোচিত মোট ৭০টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মধ্যে ৬৭টি প্রস্তাব[৪৪] উত্থাপনকারীদের সম্মতিক্রমে অন্যান্য সংসদ সদস্যদের কণ্ঠভোটে প্রত্যাহৃত হয়। মোট ৩টি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাবগুলো হল-

- দ্বিতীয় অধিবেশনে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাবটি হল - "মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যদের তালিকাটি জরুরী ভিত্তিতে আনার উদ্যোগ গ্রহণ"।
- বারোতম অধিবেশনে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা" প্রস্তাবটি সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়।
- পনেরোতম অধিবেশনে "গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতকারীদের শাস্তির জন্য আইন প্রণয়ন করা " প্রস্তাবটি সংসদে সংশোধিত আকারে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাহারের কারণ

প্রত্যাহৃত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক যেসব কারণ উল্লেখ করা হয় তা হল - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতিমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিকল্পনা ইতিমধ্যে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যার ফলে পর্যায়ক্রমে সেগুলো বাস্তবায়িত হবে, একটি স্থানে একই রকম প্রতিষ্ঠান করা যুক্তিযুক্ত নয়, কিছু প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন, পরবর্তীতে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান এবং বিগত সরকারের আমলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করে পরবর্তীতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান।

সাধারণ আলোচনা

বিধি ১৪৬ , ১৪৭ অনুযায়ী সাধারণ আলোচনায় ব্যয়িত সময়

দশম জাতীয় সংসদের প্রথম হতে তেইশতম অধিবেশনে মোট ১৬টি কার্যদিবসে প্রায় ৫৯ ঘন্টা ৫৪ মিনিট সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা পর্বে সরকারি দলের মোট ১০৯ জন, প্রধান বিরোধী দলের ১৭ জন এবং অন্যান্য বিরোধী পাঁচজন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

---

[৪৪]বিস্তারিত- পরিশিষ্ট- ৪.৪।

সাধারণ আলোচনার বিষয়বস্তু -

- ইসরাইল কর্তৃক গাজায় বর্বরোচিত হামলার জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন;
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশন (সিপিএ)-এর নির্বাহী কমিটির চেয়ারপার্সন এবং মাননীয় সংসদ-সদস্য জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ)-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় জাতীয় সংসদে বিশেষ আলোচনার মাধ্যমে তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ কর্তৃক প্রদত্ত 'সাউথ সাউথ কো-অপারেশন ভিশনারী এ্যাওয়ার্ড'- প্রাপ্ত হয়ে দেশ ও জাতির জন্য বিরল সম্মান অর্জন করায় জাতীয় সংসদে বিশেষ আলোচনার মাধ্যমে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন;
- শেখ হাসিনা সরকারের দূরদর্শী কূটনৈতিক সাফল্যে সম্প্রতি ভারতের সংসদে স্থল সীমান্ত চুক্তি পাস হওয়ায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদে বিশেষ আলোচনার মাধ্যমে ভারতের জনগণ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন;
- বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত তিনজন নারী ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্স-এর সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদে বিশেষ আলোচনার মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মাননীয় সদস্যবৃন্দ রুশনারা আলী, রূপা হক ও টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দীককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন;
- বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান **IRI**-এর এক জনমত জরিপে প্রকাশ পেয়েছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের প্রতি জনসমর্থন বেড়েছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার গভীর প্রজ্ঞা, দূরদর্শীতা, সঠিক নেতৃত্ব, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও দেশ প্রেমের জন্য দেশে উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। দেশের জনগণের কাছে সরকারের গ্রহণযোগ্যতা এবং আন্তর্জাতিকভাবে দেশের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পক্ষ থেকে সংসদে বিশেষ আলোচনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে চলতি বছর 'পলিসি লিডারসিপ' ক্যাটাগরিতে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ, ২০১৫' এবং আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থার (আইটিইউ) "আইসিটি টেকসই উন্নয়ন" পুরস্কার প্রাপ্ত হয়ে দেশ ও জাতির জন্য বিরল সম্মান অর্জন করায় জাতীয় সংসদে বিশেষ আলোচনার মাধ্যমে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে;
- গুলশানে হলি আর্টিজান, শোলাকিয়া ঈদ জামাত এবং মদিনা ও ফ্রান্সের নিস শহরে সংগঠিত সন্ত্রাসী হামলায় নিন্দা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বিগত ২১ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে নারী-পুরুষের সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য 'প্লানেট ফিফটি ফিফটি চ্যাম্পিয়ন এণ্ড এজেন্ট অব চেইঞ্জ অ্যাওয়ার্ড' প্রাপ্তিতে দেশ ও জাতির জন্য বিরল সম্মান অর্জন করায় জাতীয় সংসদে বিশেষ আলোচনার মাধ্যমে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে;
- ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ কালরাত্রিতে বর্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যাকে স্মরণ করে ২৫ শে মার্চকে গণহত্যা দিবস ঘোষনা করা হউক এবং আন্তর্জাতিকভাবে এ দিবসের স্বীকৃতি আদায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করা প্রসঙ্গে;
- মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির উপর অব্যাহত নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধ, তাদেরকে তাদের নিজ বাসভূম থেকে বিতাড়ণ করে বাংলাদেশে পুশইন করা থেকে বিরত থাকা এবং রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার সরকারের উপর জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক মহলের জোরালো কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের আহবান জানানো প্রসঙ্গে;
- সংবিধান ষোড়শ সংশোধনী মামলার রায়ে ষোড়শ সংশোধনী আল্ট্রা ভার্স ঘোষনাকে বাতিল করার জন্য ও মাননীয় প্রধান বিচারপতি কর্তৃক জাতীয় সংসদ সম্পর্কে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে অসাংবিধানিক আপত্তিকর ও অপ্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ দেয়া হয়েছে তা বাতিল করার জন্য যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ প্রসঙ্গে;
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষন UNESCO কর্তৃক বিশ্ব প্রামান্য ঐতিহ্য (World Documentary Heritage) হিসেবে UNESCO এর Memory of the World International Register-এ অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় দেশ ও জাতির সাথে আমরা গর্বিত এবং এজন্য UNESCO সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জাতীয় সংসদ কর্তৃক ধন্যবাদ জানানো প্রসঙ্গে;
- রোহিঙ্গা ইস্যুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিক ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দর্শন-চিন্তা দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ও সমাদৃত হচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে Inter Press Service News Agency, UN কর্তৃক 'Humanitarian Award' এবং Global Hope Coalition কর্তৃক 'Special Distinction Award for

Leadership' সম্মাননায় তাঁকে ভূষিত করা হয়েছে। এ সকল সম্মাননা অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জাতীয় সংসদে বিশেষ আলোচনার মাধ্যমে ধন্যবাদ জানানো প্রসঙ্গে; এবং

- জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উন্নয়ন নীতি বিষয়ক কমিটি (সিডিপি) বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের অভিযাত্রায় যুক্ত করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশের জনগণকে ধন্যবাদ জানানোর প্রসঙ্গে।

বিধি-৭১ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা

তেইশটি অধিবেশনে কার্যপ্রণালী বিধি ৭১-এ মোট ৪৭৫১টি নোটিস দেওয়া হয় যার মধ্যে ৩৭৫৫টি সরকারি দলের, ৪৯৭টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ৪৯৯টি অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র) সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত হয়। নোটিসগুলোর মধ্যে ২৮৯টি নোটিস আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। গৃহীত নোটিসগুলোর মধ্যে ২০২টি নোটিস সরকারি দলের, ৭০টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ১৭টি অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত। গৃহীত নোটিসের মধ্যে ১৭০টি নোটিস ৬৮ জন সদস্য কর্তৃক সংসদে আলোচিত হয় এবং মন্ত্রীরা সরাসরি সেগুলোর উত্তর দেন। নোটিসের বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক নোটিস (৩৩টি) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত।[৪৫]

উল্লেখ্য, যেসকল নোটিস গৃহীত হলেও সদস্যদের অনুপস্থিতির কারণে সংসদে আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়নি সেগুলোর বিষয়বস্তু জানা সম্ভব হয়নি।

গৃহীত ২৮৯টি নোটিসের ওপর আলোচনায় মোট ব্যয়িত সময়ের মধ্যে সংসদ সদস্যরা প্রায় ৭ ঘন্টা ৫৫ মিনিট এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরা বিবৃতি দিতে প্রায় ১২ ঘন্টা ২৭ মিনিট সময় ব্যয় করেন। এ পর্বের আলোচনায় সরকারি দলের ৫১ জন সদস্য, প্রধান বিরোধী দলের ১৪ জন সদস্য এবং অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র তিনজন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

বিধি-৭১(ক) অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা

উপস্থাপিত নোটিসের মধ্যে যেসকল নোটিস গ্রহণ করা হয়নি তার মধ্যে মোট ১৪৩৯টি নোটিসের ওপর মোট ১৬৬ জন সদস্য প্রায় ৪০ ঘন্টা ১৯ মিনিট তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এদের মধ্যে ১৩১ জন সরকারি দলের সদস্য ১১২৮টি নোটিস, ২৩ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ১৫৫ টি নোটিস এবং ১২ জন অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য ১৫৬টি নোটিস সম্পর্কে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত নোটিসের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী (২২৯টি)[৪৬]। উল্লেখ্য এই বিধিতে নোটিস সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবেও সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অবগত করা হয়।

বিধি-৬৮ অনুযায়ী জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

পঞ্চম অধিবেশনের ষোলোতম কার্যদিবসে 'এসএসসি পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে পিছিয়ে দেওয়া' প্রসঙ্গে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১৫ জন সদস্য প্রায় ১ ঘন্টা ৭ মিনিট আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ১২ জন সরকারি দলের সদস্য, ২ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য এবং একজন অন্যান্য বিরোধী সদস্য।

মুলতবি প্রস্তাব

মূলতবি নোটিসের সংখ্যা

দশম জাতীয় সংসদের প্রথম হতে তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত মোট ৩০টি নোটিস পাওয়া যায়। উত্থাপিত নোটিসের বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির অনিয়ম ও দুর্নীতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ এবং সেবার মান উন্নয়ন প্রসঙ্গে।

মূলতবি নোটিসের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ

কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী অন্য পর্বে আলোচনার সুযোগ থাকা, ইতিমধ্যে অন্য পর্বে আলোচনা হওয়ায় স্পিকার কর্তৃক নোটিসগুলো বাতিল[৪৭] হয়ে যায়।

---

[৪৫]বিস্তারিত: পরিশিষ্ট ৪.৫।
[৪৬]বিস্তারিত- পরিশিষ্ট ৪.৬।
[৪৭]বিস্তারিত - পরিশিষ্ট ৪.৭।

জনগুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়সমূহ উত্থাপিত না হওয়া

প্রথম অধিবেশন চলাকালীন কিছু ঘটনা এবং বিষয় বিভিন্ন গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট ফোরামে আলোচিত হলেও সংসদে কোনো দলের পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয়নি। উল্লেখ্য কার্যপ্রণালী বিধি ৬৮, ১৪৬, ১৪৭ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক বিষয়ে আলোচনার জন্য নোটিস বা প্রস্তাব উত্থাপন করার সুযোগ সংসদ সদস্যদের রয়েছে। সরকারের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার লক্ষ্যে প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী দল জনগুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়ের উত্থাপন করেনি, যেমন- বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস[৪৮], মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদান রাখার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা দেওয়ার জন্য ক্রেস্ট তৈরীতে জালিয়াতি[৪৯], উপঢৌকন হিসেবে অর্থপ্রাপ্তির প্রস্তাব সম্পর্কে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজের বক্তব্য[৫০], চারজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে পৌর মেয়রের পদে বহাল থেকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অভিযোগ[৫১], দুদকের অনুসন্ধান অনুযায়ী হলফনামায় দেওয়া তথ্যের বাইরে প্রাক্তন ও বর্তমান চারজন সংসদ সদস্যের অপ্রদর্শিত সম্পদ প্রাপ্তির অভিযোগ[৫২] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন চুক্তি ছাড়া সম্পাদিত সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণের সাংবিধানিক বিধান থাকলেও পূর্ববর্তী অধিবেশনগুলোর মতই এ ধরনের কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি। উল্লেখ্য, জুন ২০১৪ থেকে জুলাই পর্যন্ত ৩টি দেশের সাথে মোট ২৫টি চুক্তি, সমঝোতা স্মারক ও প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে।[৫৩] পরোক্ষ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৫-১৬ সালে বিভিন্ন দেশের সাথে ৬০টি চুক্তি সম্পাদিত হয়।[৫৪]

সারণি ৪.২: সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব

কার্যক্রম	সরকারি দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য বিরোধী	মোট সদস্য
আইন প্রণয়ন (বাজেট ব্যতিত)	৭১ (২৫%)	১৯ (৪৮%)	৪ (২১%)	৯৪ (২৬%)
বাজেট আলোচনা	২৫৫(৮৮%)	৩৭ (৯২%)	১৭ (৮৯%)	৩০৯ (৮৯%)
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	২৫০ (৭১%)	৩৬ (৯০%)	১৪ (৭৩%)	৩০০ (৮৫%)
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	৭৩ (২৫%)	১৫ (৫%)	৮ (৪২%)	৯৬ (২৭%)
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	২১০ (৭২%)	৩৫ (৮৭%)	১১ (৫৮%)	২৫৬ (৭৩%)
জন-গুরুত্বপূর্ণ গৃহীত নোটিস (বিধি ৭১)	৫১ (১৮%)	১৪ (৩৫%)	৩ (১৫%)	৬৮ (১৯%)
জন-গুরুত্বপূর্ণ অগৃহীত নোটিস (বিধি ৭১-ক)	১৩১ (৪৫%)	২৩ (৫৭%)	১২ (৬৩%)	১৬৬ (৪৭%)
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১)	৬৫(২২%)	১০(২৫%)	৬(৩১%)	৮১ (২৩%)
সাধারণ আলোচনা (বিধি ১৪৭)	১০৯(৩৭%)	১৭(৪২%)	৫(২৬%)	১৩১ (৩৭%)
অনির্ধারিত আলোচনা	১০২ (৩৫%)	২২ (৫৫%)	৯ (৪৭%)	১৩৩ (৩৮%)

সার্বিকভাবে, মোট ৩৪২ জন সংসদ সদস্য সংসদীয় কার্যক্রমের কোনো না কোনো পর্বে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ৪০ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ১৯ জন অন্যান্য বিরোধী সদস্য এবং বাকিরা সরকার দলীয় সদস্য। কমপক্ষে একটি পর্বে ১৮ জন এবং সর্বোচ্চ ১০টি পর্বে ৬ জন সদস্য অংশ নিয়েছেন। স্পিকার ব্যতিত মোট ৭ জন সদস্য[৫৫]কোন পর্বের আলোচনায় অংশ নেননি এবং এরা সকলেই সরকার দলীয় সদস্য।

সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি

সংসদে জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয় সংসদ সদস্যদের উপস্থিতির মাধ্যমে। এ বিষয়টি সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সংসদে অধিবেশন চলাকালীন নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থেকে সংসদীয় কার্যক্রমের কার্যকরতা নিশ্চিত করা সদস্যদের দায়িত্ব।

[৪৮] দৈনিক প্রথম আলো, ১১ এপ্রিল ২০১৪
[৪৯] দৈনিক প্রথম আলো, ১১ এপ্রিল ২০১৪
[৫০] দৈনিক প্রথম আলো, ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[৫১] দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[৫২] দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[৫৩] *দৈনিক যুগান্তর* ৪ ডিসেম্বর ২০১৪ এবং ৭ জুন ২০১৫; *দৈনিক প্রথম আলো* ২৭ অক্টোবর ২০১৪ ।
[৫৪] বিস্তারিত: পরিশিষ্ট ৪.৮।
[৫৫] সংসদ টিভিতে সরাসরি প্রচারিত অধিবেশনের রেকর্ডিং থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে।

দশম সংসদের প্রথম হতে তেইশতম অধিবেশনে সদস্যদের প্রতি কার্যদিবসে গড়ে উপস্থিত ছিলো ২২২ জন যা মোট সদস্যের ৬৩%। অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সার্বিকভাবে৩২ শতাংশ সদস্য মোট কার্যদিবসের ৭৫%-এর বেশি কার্যদিবসে এবং ৩ শতাংশ সদস্য ২৫% বা তার কম কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন (চিত্র: ৪.৪)।

চিত্র ৪.৪: সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি (সদস্যের শতকরা হার)

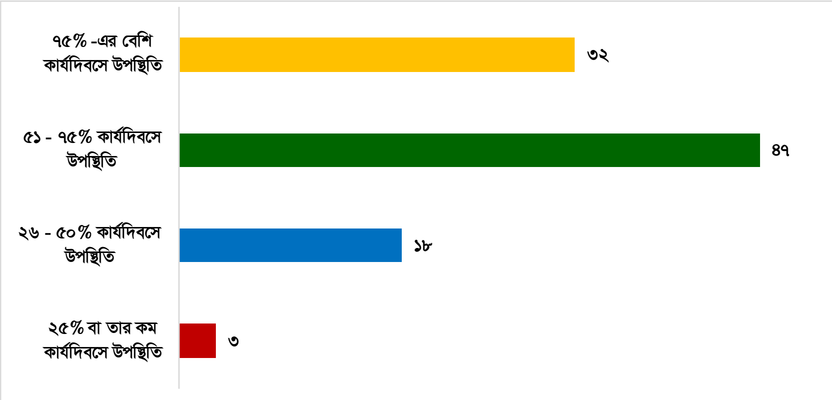

তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ১১ ডিসেম্বর, ২০১৮।

দলভিত্তিক সদস্যদের উপস্থিতি

মোট কার্যদিবসের ৫১-৭৫% কার্যদিবসে সরকারি দলের সংসদ সদস্যরা সবচেয়ে বেশী (৪৮%) এবং ৭৫% - এর বেশি কার্যদিবসে অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা সবচেয়ে বেশী (৩৭%) উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, নবম সংসদে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের সর্বোচ্চ উপস্থিতি ছিল ২৫%-এর কম কার্যদিবসে। অর্থাৎ প্রধান বিরোধী দলের উপস্থিতি তুলনামুলকভাবে বেড়েছে।

সারণি ৪.৩: দশম সংসদে সদস্যদের দলভিত্তিক উপস্থিতি

	সরকারি দলের সদস্য (%)	প্রধান বিরোধী দলের সদস্য (%)	অন্যান্য বিরোধী সদস্য (%)	মন্ত্রী (%)
২৫% বা এর কম কার্যদিবস	২	৮	৫	২
২৬ - ৫০ % কার্যদিবস	১৮	২০	১৬	২৬
৫১ - ৭৫% কার্যদিবস	৪৮	৪১	৪২	৫৫
৭৫% এর অধিক কার্যদিবস	৩১	৩১	৩৭	১৭

বক্স ১: সদস্যপদ রাখতে হাজিরা খাতায় সই

জাতীয় সংসদে সদস্য হিসেবে পদ রক্ষায় অধিবেশনে হাজিরা দিতে দেখা যায়। প্রায় এক বছর ধরে পালিয়ে থাকার পর অনুপস্থিতির ৬৫তম কার্যদিবসে টাঙ্গাইল-৩ আসনের দলীয় সদস্য আমানুর রহমান সংসদে এসে হাজিরা খাতায় সাক্ষর করেন। তবে তিনি অধিবেশনে যোগ দেননি। উল্লেখ্য তিনি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত এবং প্রায় এক বছর পলাতক ছিলেন।*(তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, ৮ জুলাই, ২০১৫; দৈনিক যুগান্তর, ৭ জুলাই, ২০১৫)*

জাতীয় সংসদের (চতুর্দশ হতে তেইশতম) অধিবেশন পর্যন্ত সরকার দলীয় একজন সদস্য[৫৬] এবং প্রধান বিরোধী দলীয় একজন সদস্য[৫৭] সংসদে উপস্থিত ছিলেন না। তাদের দুজনের বিরুদ্ধেই ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগের বিচার চলমান। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে এই দুই সংসদ সদস্য সংসদে যোগদানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে জাতীয় সংসদে স্পিকারের নিকট আবেদন জানালে সংসদ সচিবালয় এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে আবেদনগুলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনুমতি সংক্রান্ত নথিপত্রে স্বাক্ষর করে তা কারা মহাপরিদর্শককে প্রেরণ করে[৫৮]। উল্লেখ্য, সরকারি দলের কোনো কোনো সদস্যের উপস্থিতি নিয়ে সংসদের বাইরে বিতর্ক হলেও সংসদের অধিবেশনে সদস্যরা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে যেতে পারেননি। উদাহরণস্বরূপ, সরকার দলীয় সংসদ সদস্য হত্যা মামলার আসামীর উপস্থিতি নিয়ে সংসদ অধিবেশনে তেমন আলোচনা দেখা যায়নি। তবে সরকারি দলের অপর একজন সংসদ সদস্যের বিতর্কিত বক্তব্য ও তার সদস্যপদের বিষয়টি নিয়ে সংসদে

[৫৬] সংসদীয় আসন: ১৩২(টাঙ্গাইল-৩)
[৫৭] সংসদীয় আসন: ১৫২(ময়মনসিংহ-৭)
[৫৮]প্রথম আলো, ১৮ মে ২০১৭।

ব্যাপকভাবে আলোচনা হয় এবং তাকে দল থেকে ও মন্ত্রী পরিষদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। নবম সংসদের[৫৯] সাথে তুলনা করলে দেখা যায় নবম সংসদের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ সদস্য ৭৫ শতাংশের অধিক কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। এক্ষেত্রে উপস্থিতির হার আগের তুলনায় কমেছে।

সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতার উপস্থিতি

মোট ৪১০ কার্যদিবসের মধ্যে সংসদ নেতা মোট কার্যদিবসের ৩৩৮ দিন (প্রায় ৮২%) উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, বিরোধীদলীয় নেতা মোট কার্যদিবসের মধ্যে ২৪২ দিন (প্রায় ৫৯%) উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতা উভয়ের উপস্থিতি নবম সংসদের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও, বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি সংসদ নেতার তুলনায় উল্লেখযোগ্যহারে কম।

সংসদ বর্জন

সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের পর থেকে নবম সংসদ পর্যন্ত প্রধান বিরোধী দল কর্তৃক সংসদ বর্জনের ধারাবাহিক উর্ধ্বগতি থাকলেও দশম সংসদে প্রধান বিরোধী দল ও অন্যান্য বিরোধী সদদস্যদেরকে অধিবেশন বর্জন করতে দেখা যায় নি। উল্লেখ্য, পঞ্চম সংসদে এই হার ছিলো প্রায় ৩৪%, অষ্টম সংসদে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬০% এবং নবম সংসদের ৫ বছরের ১৯টি অধিবেশনে তা ৮১.৫৮%-এ দাঁড়ায়।[৬০]

ওয়াকআউট

প্রথম হতে তেইশতম অধিবেশনের কার্যদিবসগুলোতে মোট ১৩ বার প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্য কর্তৃক ওয়াকআউট করে। ওয়াকআউটের কারণগুলোর মধ্যে ছিলো ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ, বিমানের চেয়ারম্যানকে অপসারণ, অবরোধের সময় মানুষকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে বেগম খালেদা জিয়াকে অভিযুক্ত করে তাকে হুকুমের আসামী না করা, 'খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১৪; পাস, পয়েন্ট অব অর্ডারে পর্যাপ্ত কথা বলার সুযোগ না দেওয়া, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম কমানোর দাবিতে, 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিল ২০১৬'-এ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সংসদে তা পাস করার প্রতিবাদে[৬১], Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2016 বিলটি সংসদে উত্থাপনের আপত্তি জানিয়ে, বাজেট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনায় বিরোধী দল কর্তৃক প্রেরিত নামের তালিকা অনুযায়ী সুযোগ প্রদানে বিলম্ব হওয়ায়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত ব্যাংক কোম্পানি আইন বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাই এর বিপক্ষে বক্তব্য প্রদান শেষে বিলটি অবিলম্বে বিবেচনা না করার জন্য বিরোধী দলের পক্ষ থেকে পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দাবী করলে তা না দেয়ার প্রতিবাদে, এবং সিদ্ধান্ত প্রস্তাব এর উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ার প্রতিবাদেবিরোধী দলের সদস্যগণ সংসদ কক্ষ ত্যাগ (ওয়াকআউট) করেন।

কোরাম সংকট

সংসদে অধিবেশন শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পর অধিবেশন কক্ষে সদস্যদের দেরিতে উপস্থিত হওয়ার কারণে কোরাম সংকট হয়। প্রায় সকল কার্যদিবসে কোরাম সংকটের কারণে অধিবেশন বিলম্বে শুরু হয় এবং নামাজের বিরতির পর নির্ধারিত সময়ে অধিবেশন কার্যক্রম শুরু হয় না। কোরাম সংকটের কারণে সদস্য ও মন্ত্রীদের বিলম্বে উপস্থিতি বিভিন্ন অলোচনা পর্বসহ সার্বিকভাবে সংসদীয় কার্যক্রম পরিচালনায় বাধার সৃষ্টি করে। প্রথম হতে তেইশতম অধিবেশনে মোট ১৯৪ ঘন্টা ৩০ মিনিট কোরাম সংকট প্রাক্কলন করা হয় যা ২৩টি অধিবেশনের প্রকৃত মোট ব্যয়িত সময়[৬২] - এর ১২%। ২৩টি অধিবেশনে প্রতি কার্যদিবসে গড় কোরাম সংকট ২৮ মিনিট। সারণিতে অধিবেশন অনুযায়ী কোরাম সংকটের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।

---

[৫৯] প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশন; তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

[৬০] *পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, জালাল ফিরোজ।

[৬১] ১৫৩, ময়মনসিংহ-৮ আসনের সদস্য জনাব ফখরুল ইমাম।

[৬২] অধিবেশনে ব্যয়িত মোট সময় + কোরাম সংকটের মোট সময় = প্রকৃত মোট ব্যয়িত সময় (১৪১০ ঘন্টা ৯ মিনিট + ১৯৪ ঘন্টা ৩০ মিনিট = ১৬০৪ ঘন্টা ৩৯ মিনিট)

সারণি ৪.৪: দশম জাতীয় সংসদের কোরাম সংকট ও অর্থমূল্য (প্রথম - তেইশতম অধিবেশন)

অধিবেশন	মোট কোরাম সংকট (ঘন্টা/মিনিট)	সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় অর্থমূল্য (প্রায়)	কোরাম সংকটের মোট অর্থ মূল্য (প্রায়)
প্রথম থেকে চতুর্থ অধিবেশন (২০১৪)	৩৫ ঘন্টা ২১ মিনিট	৭৮০০০	১৬ কোটি ৫৪ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা
পঞ্চম থেকে অষ্টম অধিবেশন (২০১৫)	৪০ ঘন্টা ২৯ মিনিট	১১১৬৮৭	২৭ কোটি ১২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭২৩ টাকা
নবম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন (২০১৬)	৩৮ ঘন্টা ২৪ মিনিট	১৬২৬৩৪	৩৭ কোটি ৪৭ লক্ষ ৮ হাজার ৭৩৬ টাকা
চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন (২০১৭)	৩৮ ঘন্টা ০৩ মিনিট	১৬৩৬৮৬	৩৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ১৩৮ টাকা
উনিশ থেকে তেইশতম অধিবেশন (২০১৮)	৪২ ঘন্টা ১৩ মিনিট	১৭৭৯০২	৪৫ কোটি ৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৭৬৬ টাকা
মোট (২০১৪ - ২০১৮)	**১৯৪ ঘন্টা ৩০ মিনিট**	-	**১৬৩ কোটি ৫৭ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৬৩ টাকা**

সংসদ কার্যক্রম শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময় থেকে কার্যক্রম শুরুর সময় পর্যন্ত এবং নামাজ বিরতির পর নির্ধারিত সময়ের পর অধিবেশন শুরু পর্যন্ত অতিরিক্ত সময় যুক্ত করে কোরাম সংকট গণনা করা হয়। প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত কোরাম সংকটে ব্যয়িত মোট সময়ের অর্থমূল্য[৬৩]১৬৩ কোটি ৫৭ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৬৩ টাকা।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম ও ভূমিকা

সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন

দশম সংসদে ৫০টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংসদীয় কমিটির কর্মপরিধি ও ক্ষমতার প্রেক্ষিতে কমিটির সফলতা যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলো হচ্ছে কমিটির বৈঠক, কমিটির সদস্যদের উপস্থিতি, কমিটির সুপারিশ ও সুপারিশ বাস্তবায়ন, কমিটির প্রতিবেদন, আলোচনার বিষয়বস্তু ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল।

সংসদে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কমিটির সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন। সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে সরকার দলীয় হুইপ কমিটির সভাপতি ও সদস্যের নাম প্রস্তাব করেন যা অধিবেশনে কণ্ঠভোটে পাস হয়। প্রথম অধিবেশনে সবগুলো কমিটি গঠন করা হয় এবং প্রধান বিরোধী দলের একজন সদস্যকে কমিটির সভাপতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রধান বিরোধী দলের একজন সদস্যকে[৬৪] একটি স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করা হয়। তবে কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংসদে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে কমিটির সদস্য মনোনয়ন করা হয়েছে। কমিটির সদস্য নির্বাচনের সময় তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা দেখা হয় না। কমিটির সভাপতি ও সদস্য নির্বাচনে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরকারি দলের এবং দলীয় প্রধানের প্রাধান্য লক্ষণীয়।[৬৫] হলফনামার তথ্য অনুযায়ী ৮টি কমিটিতে[৬৬] সদস্যদের (সভাপতিসহ) কমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা দেখা যায় যা কার্যপ্রণালী বিধি ১৮৮-এর ২ উপবিধির লঙ্ঘন।

[৬৩]সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটির ব্যয় প্রাক্কলন করার জন্যদশম সংসদ চলাকালীন অর্থবছরগুলোতে জাতীয় সংসদের সংশোধিত বাজেটের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা, সম্পদ ও অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, বিভিন্ন সরবরাহ ও সেবা সম্পর্কিত ব্যয়, সংসদ টিভির জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ,এই প্রাক্কলনটি সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় ব্যয়ের একটি ধারণা দিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

[৬৪]বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

[৬৫] আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, *বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা:সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৫।

[৬৬] অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ডাক, টেলিযোগযোগ ও তথ্য মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহণ ও সেতু, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়,বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কামিটি।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক

কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটির মাসে অন্তত একটি বৈঠকে মিলিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে[৬৭]। সার্বিকভাবে ৫০টি কমিটি মোট ১৫৬৬টি এবং গঠিত ১০৪টি উপ-কমিটি ২৬২টি বৈঠক করে।[৬৮] দশম সংসদের কমিটি গঠনের পর থেকে পাঁচ বছরে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর মধ্যে ২টি কমিটি কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রতি মাসে ১টি করে বৈঠক করতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য,পিটিশন কমিটি সর্বনিম্ন দুইটি বৈঠক করেছে। ৫৩টি কমিটির মধ্যে সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ ১০৮টি এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬৩টি বৈঠক করে। তবে এক্ষেত্রে অষ্টম সংসদের তুলনায় ইতিবাচক অবস্থান লক্ষ করা যায়। কারণ অষ্টম সংসদের ২০০১ সালের অক্টোবরে শুরু হলেও এর প্রায় এক বছর ছয়মাস অতিক্রান্ত হবার পর ২০০৩ সালের ৩১ জুলাই কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল[৬৯]। তবে কমিটির বৈঠকের ক্ষেত্রে অষ্টম ও নবম সংসদের ন্যায় একই বাস্তবতা লক্ষ করা যায়।

সংসদীয় কমিটির বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। যেমন 'অভিজ্ঞতা' অর্জনের জন্য সদস্যদের বিদেশ সফরের কার্যকরতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এক্ষেত্রে ইতিপূর্বে স্পিকারের অনুমতি নেয়ার বিধান ছিল যা ২০১০ সালে তৎকালীন স্পিকারের এক রুলিং-এর মাধ্যমে তা বাতিল করা হয়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে কোনো কোনো সংসদীয় কমিটিরকিছু সুপারিশ দুর্নীতি প্রতিরোধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমন কিছু উদাহরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ

প্রকাশিত ও প্রাপ্ত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন কমিটির প্রস্তাবিত সুপারিশ পর্যবেক্ষণ করে কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্পর্কিত সুপারিশ পাওয়া যায়[৭০]। এ সংক্রান্ত কিছু উল্লেখযোগ্য সুপারিশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো -

- দুর্নীতিতে জড়িত থাকা স্বত্ত্বে ও বেসিক ব্যাংকের পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের দুদক আইনে দোষী সাব্যস্ত না করায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ এবং এদের শাস্তি যাতে নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ[৭১]
- সরকারি হাসপাতালগুলোতে ওষুধ ক্রয়ে অতিরিক্ত মূল্য দেখিয়ে বা অচল গাড়ির নামে জ্বালানি বিল তৈরী ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ, টেন্ডার নিয়ে অনিয়মসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিতকরণ এবং ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ[৭২]
- পনেরো লক্ষ শ্রমিক প্রেরণের ব্যাপারে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো যাতে কোনো দুর্নীতির আশ্রয় না নিতে পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা[৭৩]
- খুলনা ১৫০ মেগা পিকিং পাওয়ার প্লান্টে দুর্নীতি বা অনিয়ম হয়েছে কি না তা তদন্ত করতে তিন সদস্যের কমিটি গঠন[৭৪]
- নাইকো দুর্নীতি মামলার কার্যক্রম যথাযথভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া[৭৫]
- সোনালী ও অগ্রণী ব্যাংকের অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশ[৭৬]
- স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধকল্পে একটি সিস্টেম ও নীতিমালা স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রণয়নের সুপারিশ[৭৭]
- খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, গুদামের খাদ্য কারচুপির বিষয়ে তদন্ত করে দায়ী কর্মকর্তাদের বরখাস্তের সুপারিশ[৭৮]
- বই ছাপানো সংক্রান্ত অনিয়ম দুর্নীতি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া[৭৯]

---

[৬৭] *কার্যপ্রণালী বিধির* ২৪৮ বিধি অনুযায়ী।
[৬৮] অক্টোবর, ২০১৮ পর্যন্ত (জাতীয় সংসদ সচিবালয় থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী)।
[৬৯] অষ্টম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রথম রিপোর্ট, নভেম্বর ২০০৫।
[৭০] বিস্তারিত- পরিশিষ্ট ৪.১০
[৭১] *দৈনিক যুগান্তর*, ২৭ আগস্ট ২০১৫।
[৭২] *দৈনিক যুগান্তর*, ২৪ আগস্ট ২০১৫।
[৭৩] প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- প্রথম রিপোর্ট ২০১৭, পৃষ্ঠা ২৪
[৭৪] বিদ্যুত জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট- দ্বিতীয় রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১৯৮
[৭৫] বিদ্যুত জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট- দ্বিতীয় রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ২৫০
[৭৬] অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি- প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৬৮
[৭৭] অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি- প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭,পৃষ্ঠা ৭৩
[৭৮] খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৮৬
[৭৯] প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- দ্বিতীয় রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১৮২

- দক্ষিণাঞ্চলে নির্মিত সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণে দুর্নীতি। সেন্টারগুলোর কাজ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সরেজমিনে পরিদর্শন করে পরবর্তী বৈঠকে প্রতিবেদন প্রদান করা[৮০]
- অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প (টিআর) - এর বরাদ্দের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার পরামর্শ[৮১]
- দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ লুটপাটের ঘটনা কিভাবে ঠেকানো যায় তার উপায় খুঁজে বের করতে আরও কার্যকর গবেষণা করার সুপারিশ[৮২]
- মোবাইলে উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ছাত্র/ছাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ[৮৩]।

উল্লেখ্য, ওয়াসা এবং সিটি করর্পোরেশনের অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্বন্ধে দাখিলকৃত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন কমিটি প্রত্যাখ্যান করে পুনরায় তদন্ত সাপেক্ষে সঠিক প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সুপারিশ করে। কারণ যে ধরনের অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে তার সাথে প্রতিবেদনের তথ্যের সামঞ্জস্যতা পাওয়া যায়নি।[৮৪]

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের হার

কমিটিসমূহের সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা বা বাধ্যবাধকতা না থাকা কমিটির কার্যকরতায় সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করে। সংসদ সচিবালয় থেকে প্রাপ্ত ৪৬টি প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশের মধ্যে ৪৫ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে (চিত্র ৪.৫)। উল্লেখ্য, স্থায়ী কমিটিগুলোর সভায় গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার না থাকায় এবং কমিটির প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয় থেকে প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় কমিটি সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় না।

চিত্র ৪.৫: সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের হার

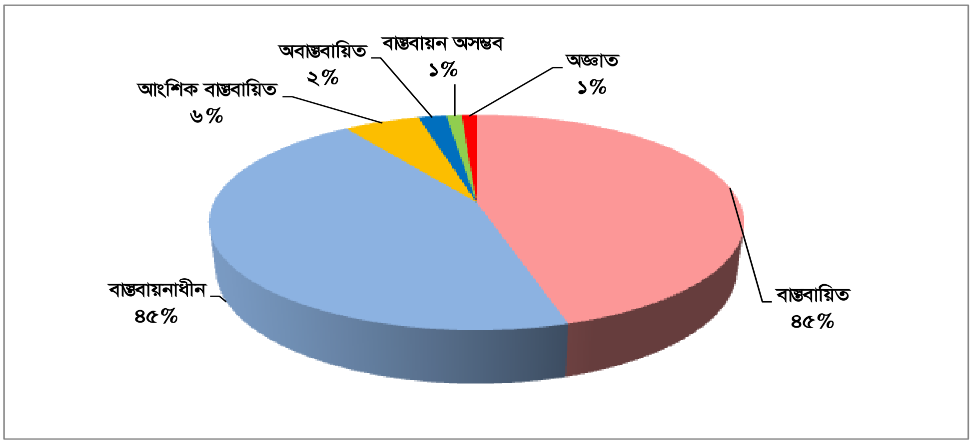

(দশম জাতীয় সংসদ ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত ৪৬টি প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী)

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতি

কমিটির বৈঠকে সদস্যদের উপস্থিতি সম্পর্কিত ৪৭টি কমিটির প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, সার্বিক গড় উপস্থিতি ৫৫ শতাংশ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতির হার সবচেয়ে বেশী (৭৮%) এবং সর্বনিম্ন উপস্থিতিতথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে ৪০ শতাংশ।[৮৫]

[৮০]দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি - (১ম বৈঠক)- প্রথম রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ৪৮
[৮১]দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (১১তম বৈঠক)- প্রথম পোর্ট, পৃষ্ঠা ৯২
[৮২]পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি(৩৪তম বৈঠক), দ্বিতীয় রিপোর্ট,পৃষ্ঠা ৮৪
[৮৩]প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (৩৩ তম বৈঠক), তৃতীয় রিপোর্ট,পৃষ্ঠা ৭৩, ৭৫
[৮৪]স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ, দৈনিক সমকাল, ৬ আগস্ট ২০১৫
[৮৫]পরিশিষ্ট ৪.১১।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির তলব

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোনো উপায়ে অধীন করে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কিংবা দলিলপত্র দাখিল করার জন্য যে কাউকে সংসদীয় কমিটির সামনে তলব করতে পারে। দশম সংসদ গঠিত হবার পর থেকে তলব করার ঘটনা খুব বেশী না হলেও তলব করার বিষয় নিয়ে কেনো কোনো কমিটির কার্যক্রম ব্যাপকভাবে আলোচিত বা সমালোচিত হয়। চৌদ্দতম অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের দাবির প্রেক্ষিতে বিশেষ অধিকার ক্ষুন্নের নোটিস প্রদান করা হয়। স্পিকার তা আমলে নেন এবং সংসদের অনুমতি নিয়ে তা যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়।[৮৬]

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক চর্চা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্থায়ী কমিটির ভূমিকা অপরিসীম। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই স্থায়ীকমিটিগুলো গঠন করা হয় এবং প্রয়োজন সাপেক্ষেতা আবার পুর্নগঠনও করা হয়। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, দশম জাতীয় সংসদে স্থায়ী কমিটিগুলো গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে, মন্ত্রণালয়সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে তথা সার্বিকভাবে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। যেসব কারণে একক অথবা যৌথভাবে সংসদীয় কমিটিগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল অনিয়মিত বৈঠক, সদস্যদের অনুপস্থিতি ও কমিটির সুপারিশমালা বাস্তবায়নের অভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, কমিটি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, সিদ্ধান্ত গ্রহণে কমিটির সদস্যদের ঐক্যমতের অভাব, প্রতিবেদন প্রণয়নে দীর্ঘসময় ব্যয় ও সংসদে এ নিয়ে আলোচনা না হওয়া, কমিটিতে রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং সরকারি দলের আধিপত্য ও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া, বৈঠকে বিরোধী দলের সদস্যদের কম উপস্থিতি এবং মূলধারার গণতান্ত্রিক মনোভাব ও রাজনৈতিক ঐক্যমতের অভাব। এ ধরনের সমস্যা সমাধানে সঠিক রাজনৈতিক চর্চা ও সদিচ্ছার মাধ্যমে সরকারি এবং বিরোধী দলের ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক অঙ্গীকার, প্রয়াস ও সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা থাকা অপরিহার্য।

সংসদীয় উন্মুক্ততা: সংসদীয় কার্যক্রম ও কমিটির তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতা

সংসদীয় কার্যক্রম টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার অব্যাহত রয়েছে যা ইতিবাচক। কিন্তু সংসদে উত্থাপিত আইনের খসড়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করার প্রচলিত পদ্ধতির (জনমত যাচাই-বাছাই, সংসদীয় কমিটি কর্তৃক জনমত গ্রহণ) কার্যকরতার ঘাটতি এবং জন অংশগ্রহণের সুযোগের চর্চা এখনো সীমিত। এই সংসদের মোট ৫০টি সংসদীয় কমিটির মধ্যে ৪৫টি কমিটির ১০৫টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এগারোটি কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী কমিটির সভায় সদস্যদের সার্বিক গড় উপস্থিতি প্রায় ৫৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, দুইটি কমিটি কোনো সভা করেনি এবং কোনো প্রতিবেদনও প্রকাশ করেনি। সংসদীয় কার্যক্রমের কার্যবিবরণীসহ কমিটির প্রতিবেদনসমূহ পুস্তক আকারে প্রকাশিত হলেও তা ওয়েবসাইটে বা জনগণের জন্য সহজলভ্য নয়। এই সংসদে সদস্যদের উপস্থিতির তথ্যসহ সংসদীয় কার্যক্রমের বিবরণী, সংসদ সদস্যদের সম্পদের হালনাগাদ তথ্যসহ সংসদের বাইরে সদস্যদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করার উদ্যোগের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের ভূমিকা

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার প্রেক্ষিতে একটি সংকটময় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মাঝে নবম সংসদের পাঁচ বছর পূর্তির পূর্বে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও তার শরীক দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার (৮২%) ভিত্তিতে সরকার গঠন করে। প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি সংসদে প্রতিনিধিত্ব করলেও সরকারের মন্ত্রীসভায় প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি এবং সরকারের সহযোগী শক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত করা এবং সরকার দলের নেতা ও জ্যেষ্ঠ সদস্যদের পক্ষ থেকেও তাদের এই সহাবস্থানকে বিভিন্ন সময়ে অনুমোদন দেওয়ায় প্রধান বিরোধী দলকে নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে প্রথম থেকেই। নির্বাচন পরবর্তী সরকার গঠন থেকে শুরু করে দশম সংসদের কার্যক্রমে প্রধান বিরোধী দলের বিতর্কিত অবস্থানের কারণে তাদের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। এর মধ্যে সংসদীয় কার্যক্রমে সরকার দলীয় সদস্যদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটকে নিয়ে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার, সরকারে তাদের দ্বৈত অবস্থান উল্লেখযোগ্য। আইন প্রণয়ণের মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্বে জনমত যাচাই-বাছাই ও সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে আলোচনা করা, প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় ওয়াকআউটের মতো সিদ্ধান্ত নিলেও তাদের প্রস্তাবসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হতে দেখা যায় না। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি,

[৮৬]বিডি নিউজ টোয়েন্টিফর ডটকম, ২৭.০১.২০১৭

আর্থিক অনিয়ম নিয়ে সরকারের দৃষ্টি অকর্ষণ করতে দেখা যায়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে যথেষ্ট সময় না দেওয়ায় প্রধান বিরোধী সদস্যদের ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে দেখা যায়, "আমরা সরকার বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নই। আমাদের কথা বলতে দিতে হবে। অন্যথায় আগেই বলে দেবেন - কোনো কিছুই বলবো না। কথা বলতেই সংসদে আসি। কথা বলা যদি বন্ধ করতে বলেন, তাহলে সংসদে এসে হাজিরা দিয়ে চলে যাব। মন্ত্রীরা যখন পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়ান, তখন তাঁরা তো দীর্ঘ সময় কথা বলার সুযোগ পান।"

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

বিভিন্ন আলোচনা পর্বগুলোতে জনপ্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সহ আর্থিক ও অন্যান্য অনিয়ম-দুর্নীতি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ ও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে যা সংসদীয় কার্যকরতার ইতিবাচক চর্চা। আলোচনায় কটুক্তি, আক্রমণাত্মক শব্দ ব্যবহার করে অসংসদীয় ভাষার প্রয়োগও পূর্বের সংসদের মত লক্ষণীয়। উল্লেখ্য, নবম সংসদের কয়েকজন মন্ত্রীকে দশম সংসদে একই মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটিতে সদস্য এবং সভাপতি করা হয়েছে। কমিটিগুলোতে সদস্যদের এ ধরনের সম্পৃক্ততা নবম সংসদের কোনো অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপন ও তদন্তের ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ তৈরী করেছে[৮৭]। স্থায়ী কমিটিসমূহের সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা বা বাধ্যবাধকতা না থাকা, সদস্যদের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা কমিটির কার্যকরতায় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। স্থায়ী কমিটিগুলোর সভায় গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার না থাকায় এবং কমিটির প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয় থেকে প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় কমিটি সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় না। অধিবেশনে সময় গণনা ডিজিটালাইজড হওয়াতে সদস্যরা নির্ধারিত সময় অপেক্ষা বেশি সময় নিয়ে বক্তব্য রাখা এবং বরাদ্দকৃত সময় বৃদ্ধির অনুরোধ স্পিকার কর্তৃক নিরুৎসাহিত করা হয়। আলোচনার ক্ষেত্রে উভয় দলের সদস্যদের বক্তব্যে নির্বাচনী এলাকা সংশ্লিষ্ট দাবি, বর্তমান সরকারের সমালোচনা, সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সমালোচনা ও নিজ দলের প্রশংসা প্রাধান্য পেয়েছে। বক্তব্যে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার (কটুক্তি, আক্রমণাত্মক শব্দ) ব্যবহার বিদ্যমান ছিল।

[৮৭]দৈনিক প্রথম আলো, ৩১ মে ২০১৪।

অধ্যায় পাঁচ

জেন্ডার প্রেক্ষিত: সংসদে নারী সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা

বাংলাদেশের জনগণের প্রায় অর্ধেক নারী। রাষ্ট্র পরিচালনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগোষ্ঠীর এই অংশের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ এবং নারী অধিকার ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও এ সম্পর্কিত জনগুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়।

সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রতিনিধিত্ব। দশম সংসদ নির্বাচনের পূর্বেপ্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন নারীদের জন্য ১০০টি সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন হবে। তাই কেবল বর্তমান সংসদের জন্য নতুন করে এলাকা নির্ধারণ না করে দলীয়ভাবে সংসদীয় এলাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে, কেবল প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ নয়, সরকারি জোটের প্রধান দলের নির্বাচনী ইশতেহারে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া, বর্তমান সরকার গঠনের পর প্রথম নারী দিবসে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা[৮৮] অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ১০০ তে উন্নীত হলে তা জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়ক হবে। উল্লেখ্য, সংরক্ষিত আসন নারীর ক্ষমতায়নে ইতিবাচক পদক্ষেপ। কারণ অনেক ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসনে পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই এমন ব্যক্তিকে মনোনয়ন ও নিয়োগ দেওয়ার পর সক্রিয়ভাবে তারা রাজনীতিতে আসেন।

সার্বিক দিক বিবেচনায় সংসদ তথা আইন পরিষদে নারী সদস্যের সংখ্যাগত বৃদ্ধি নারীর যথার্থ প্রতিনিধিত্বের জন্য জরুরি। তবে কেবল সংখ্যাগত বৃদ্ধিই নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধিতে যথেষ্ট নয়। প্রকৃত অর্থে সংসদে জনগণের উন্নয়নে গঠনমূলক ও অর্থবহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করা নারী প্রতিনিধিত্বের কার্যকরতার পরিচায়ক।

দশম সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব

দশম সংসদের প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত সংরক্ষিত ৫০টি আসনসহ নারী সদস্যের সংখ্যা ৭২ জন। উল্লেখ্য সংসদে সংরক্ষিত ৫০টি আসন সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হয়। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের ৪২টি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির ৬টি, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির ১টি এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের ১টি আসনে সংরক্ষিত নারী সদস্য ছিল। নারী সদস্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রী পরিষদে ৫ জন সদস্য প্রতিনিধিত্ব করেন।

সংসদীয় কমিটিতে নারী সংসদ সদস্য

দশম সংসদে মোট ৫০টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে ৪৭টি কমিটিতে মোট ৬৯ জন নারী সদস্য রয়েছে (স্পিকার ব্যতীত), যাদের মধ্যে নয়জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। একটি কমিটিতে[৮৯] কোন নারী সদস্য নেই। এছাড়া আটটি কমিটির সভাপতি হিসেবে নারী সদস্য মনোনীত হয়েছেন। উল্লেখ্য, চারটি কমিটির[৯০] সভাপতি পদাধিকার বলে মাননীয় স্পিকার। নবম সংসদে মোট ৫১টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে ৪৮টি কমিটিতে মোট ১২ জন নারী সদস্য ছিলেন, যাদের মধ্যে ৩ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। এছাড়া ছয়টি কমিটিতে সভাপতি হিসেবে ৪ জন নারী সদস্য[৯১] মনোনীত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, অষ্টম সংসদে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সভাপতির পদে কোনো নারী সদস্য ছিলেন না।

অধিবেশনে নারী সদস্যদের উপস্থিতি

দশম সংসদে প্রতি কার্যদিবসে নারী সদস্যের উপস্থিতি ৭১%। ২৩টি অধিবেশনে মোট কার্যদিবসের ৭৫% এর বেশী কার্যদিবসে ৫৩ শতাংশ নারী সদস্য উপস্থিত ছিলেন যেখানে পুরুষ সদস্যদের উপস্থিতি ২৬ শতাংশ (চিত্র: ৫.১)। পর্যবেক্ষণে আরও দেখা যায়, সংরক্ষিত আসনের ৬৪ শতাংশ এবং সরাসরি নির্বাচিত ২৯ শতাংশ নারী সদস্য ৭৫% বা তার বেশী কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন।

---

[৮৮] *দি ডেইলি স্টার*, ৯ মার্চ ২০০৯।

[৮৯] সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

[৯০] কার্য উপদেষ্টা সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং পিটিশন কমিটি।

[৯১] মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা , কাযপ্রণালী বিধি, বিশেষ অধিকার সম্পকিত এবং পিটিশন কমিটি।

দলভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে, সরকারি দলের ৩১.৩ শতাংশ এবং প্রধান বিরোধী দলের ৩১ শতাংশ নারী ৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র ৫.১: নারী ও পুরুষ সদস্যদের উপস্থিতির তুলনামূলক চিত্র (সদস্যের শতকরা হার)

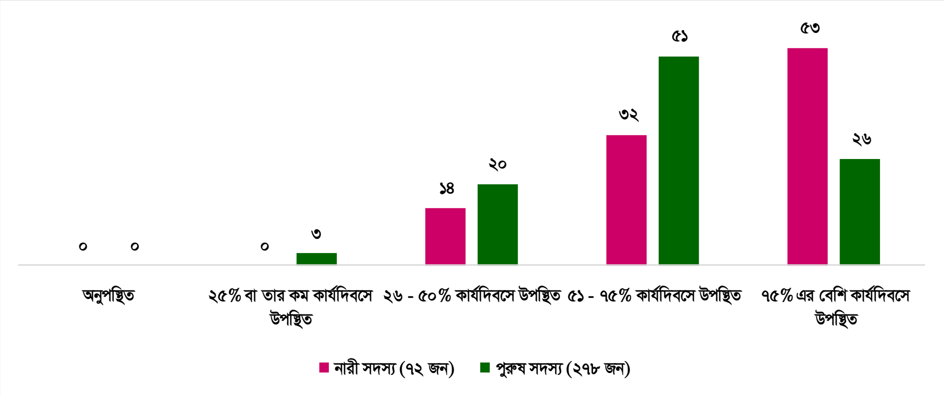

তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়

বিভিন্ন আলোচনা পর্বের কোনো না কোনো পর্বে স্পিকার ব্যতীত মোট ৭১ জন নারী সদস্য (৫০ জন সংরক্ষিত আসন, ৬ জন প্রধান বিরোধী) অংশগ্রহণ করেন। সর্বোচ্চ দশটি পর্বে সরকার দলীয় সংরক্ষিত আসনের একজন নারী সদস্য অংশ নেন। নারী সদস্যদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য হলেও সংসদীয় আলোচনায় নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম। সার্বিকভাবে নারী সদস্যদের সংখ্যাগত বৃদ্ধি পেলেও আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় নারী সদস্যদের ভূমিকা এখনও উল্লেখযোগ্য নয়। সংসদের বিভিন্ন পর্বের আলোচনায় অধিকাংশ পুরুষ সদস্যদের মতো অধিকাংশনারী সদস্য তাদের বক্তব্যে অশালীন ও অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করেছেন; এক্ষেত্রেও স্পিকারকে নীরব ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

প্রশ্নোত্তর পর্বে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ১৪ জন নারী সদস্য ২৫টি প্রশ্ন করেন। এদের মধ্যে ৫ জন সরাসরি নির্বাচিত সদস্য ৩টি এবং ৯ জন সংরক্ষিত আসনের সদস্য ২২টি প্রশ্ন করেন। সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের মধ্যে দুইজন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। ২৫টি মূল প্রশ্ন করতে প্রায় ১৫ মিনিট ৩১ সেকেন্ড এবং ৩৪টি সম্পূরক প্রশ্ন করতে প্রায় ৪৭ মিনিট ৭ সেকেন্ড সময় ব্যয় হয়। মোট সময় প্রায় ১ ঘন্টা ৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ড যা প্রশ্ন করায় ব্যয়িত মোট সময়ের ৩ শতাংশ।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ৫০ জন নারী সংসদ সদস্য ৮৪৯টি প্রশ্ন উত্থাপন করতে প্রায় ৯ ঘন্টা ৪৬ মিনিট ২৬ সেকেন্ড সময় নিয়েছেন। এদের মধ্যে ৪১ জন সরাসরি নির্বাচিত সদস্য ৭৬৭টি এবং নয়জন সংরক্ষিত আসনের সদস্য ৮২টি প্রশ্ন করেন। সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের মধ্যে ছয়জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। সর্বোচ্চ প্রশ্ন করা হয় স্বরাষ্ট্র ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ২১টি করে, এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চপানি উন্নয়ন বোর্ড সম্পর্কিত ১৫টি এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ১২টি করে।

> "অধিবেশন শুরুর আগে দলের প্রস্তুতি সভায় বিভিন্ন পর্বে বক্তব্য দেওয়ার জন্য নারী সদস্যদেরকে উৎসাহিত করা, হুইপিং করা হয়। কিন্তু তাদের নিজেদের আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে"। মুখ্য তথ্যদাতা (সংসদ সদস্য)

আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ

আইন প্রণয়ন জাতীয় সংসদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ যা সংসদের সদস্যদের পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে হওয়াই বাঞ্ছণীয়। দশম সংসদের প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত ১১ জন নারী সদস্য বিলের ওপর আপত্তি, জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব এবং সংশোধনী প্রস্তাব দেন যেখানে তারা প্রায় ৯ ঘন্টা ০১ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড সময় নেন।

জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিসের ওপর আলোচনায় নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ

৭১ বিধিতে ২১ জন নারী সদস্য (১৬ জন সংরক্ষিত আসন) ১৫টি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিসের ওপর আলোচনা করেন। তবে ৭১-ক বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ৩৯ জন নারী সদস্য (৩৩ জন সংরক্ষিত আসন) ৩২৪টি নোটিসের (২৯২টি

সরকারি, ৩২টি প্রধান বিরোধী) ওপর আলোচনায় অংশ নেন। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংখ্যকপ্রশ্ন ছিলস্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত। সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের আলোচনায় ২০ জন নারী সদস্য অংশ নেন যাদের সকলেই সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য।

অন্যান্য আলোচনায় নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় মোট ৬৭ জন নারী সদস্য বক্তব্য রাখার সুযোগ পান। এদের মধ্যে সংরক্ষিত আসনের সদস্য ৫০ জন। এই পর্বের আলোচনায় সদস্যরা প্রায় ৩০ ঘন্টা ১৮ মিনিট সময় বক্তব্য দেন। মূল বাজেট আলোচনায় ৬৭ জন (৫০ জন সংরক্ষিত আসন) নারী সদস্য বক্তব্য রাখেন। এছাড়া অনির্ধারিত আলোচনায় ২০ জন নারী সদস্য অংশ নেন। সাধারণ আলোচনা পর্বে ২২ জন নারী সদস্য (১৪ জন সংরক্ষিত আসনের) অংশ নেন।

সংসদের সার্বিকভাবে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ

দশম সংসদের প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশনে সংসদীয় কার্যক্রমে নারী ও পুরুষ সদস্যদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, আলোচনা পর্বের অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ করে আইন প্রণয়ন, প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব ইত্যাদি পর্বে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ পুরুষ সদস্যদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম (চিত্র: ৫.২)। উল্লেখ্য, সংসদের কোন না কোন কার্যক্রমে সকল নারী সদস্য অংশ নিয়েছেন।

চিত্র: ৫.২ সংসদীয় কার্যক্রমে নারী ও পুরুষ সদস্যদের অংশগ্রহণের তুলনামূলক চিত্র (সদস্যের শতকরা হার)

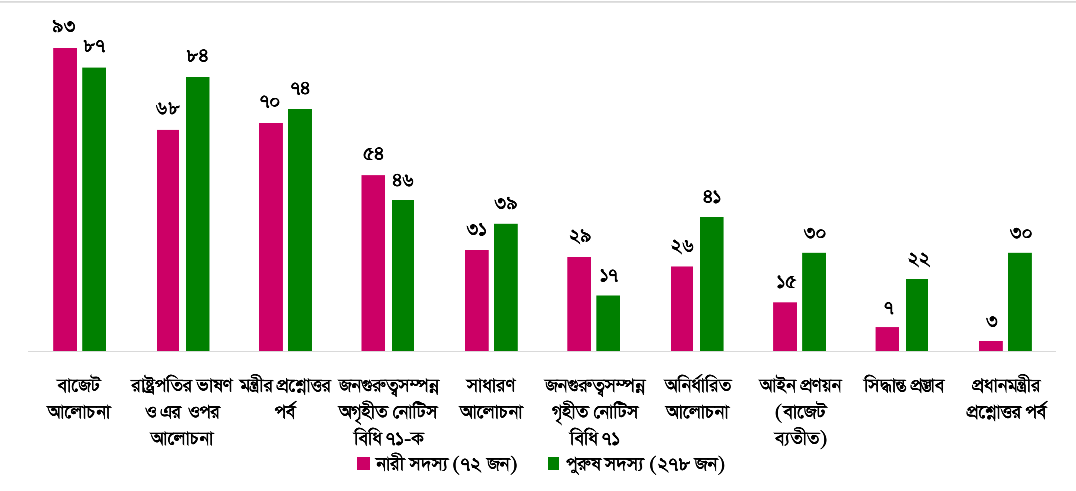

দশম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশনে বিভিন্ন পর্বে নারী সদস্যগণ নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে সংসদে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে দশম সংসদের প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশনে আলোচিত বিষয় এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, বাজেট আলোচনা, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব, অনির্ধারিত আলোচনা, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস ও সাধারণ আলোচনা পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন ও আলোচনা হয়।[৯২] বিভিন্ন পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নারী কল্যাণ সম্পর্কিত জাতীয়ভাবে গৃহীত পদক্ষেপ, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও জীবনমান উন্নয়ন, ঋণ ও অনুদান বিতরণ, অবকাঠামো স্থাপন, নির্যাতন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি, নারীদের সার্বিক উন্নয়ন এবং নিরাপদ অভিবাসন সংক্রান্ত ইত্যাদি। (চিত্র: ৫.৩)

[৯২]বিস্তারিত: পরিশিষ্ট ৫.১ দেখুন।

চিত্র ৫.৩: বিভিন্ন পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত অলোচ্য বিষয়সমূহ (শতকরা হার)

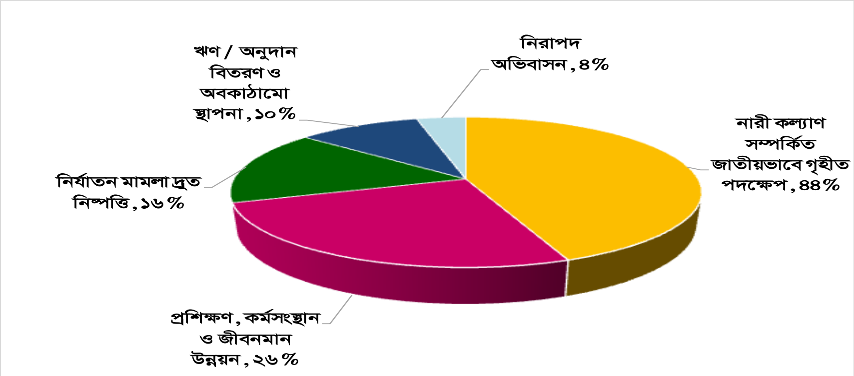

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

দশম সংসদের অধিবেশনগুলোতে নারী সদস্যদের উপস্থিতির হার উল্লেখযোগ্য হলেও সংসদীয় কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্বে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয় নি। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায়, সংসদে নারী সদস্যদের সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটলেও আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় নারী সদস্যদের ভূমিকা এখনও প্রান্তিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। তবে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এই অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব।

অধ্যায় ছয়

সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা

জাতীয় সংসদের নির্বাহী প্রধান বা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন স্পিকার। তাকে সংসদের অভিভাবক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সংসদকে কার্যকর করতে স্পিকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমন্ডলীর সদস্যদের নির্বাচন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে সংসদ পরিচালনায় স্পিকারের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী জাতীয় সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিম্নরূপ:

- সংসদ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করা[৯৩]
- অধিবেশন চলাকালে সংসদ গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা[৯৪]
- কোনো সদস্যের গুরুতর বিশৃঙ্খল আচরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অবিলম্বে সংসদ ত্যাগ করতে আদেশ দেওয়া[৯৫]
- বারবার ও ইচ্ছাকৃতভাবে সংসদের কাজে কোনো সদস্য বাধা সৃষ্টি করে বিধিসমূহের অপব্যবহার করলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের নাম হাউজে ভোটের মাধ্যমে অধিবেশনের অনধিক অবশিষ্ট সময়ের জন্য সংসদ থেকে বহিস্কার করা[৯৬]
- সকল বৈধতার প্রশ্নের নিষ্পত্তি করা[৯৭] এবং
- সংসদে বিভিন্ন বিতর্কে অবমাননাকর বা অশোভন বা সংসদ রীতি বিরোধী বা অমর্যাদাকর সকল শব্দ নিজ ক্ষমতাবলে বাতিল করা ইত্যাদি। [৯৮]

বর্ণিত বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট যে জাতীয় সংসদের স্পিকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত কাজগুলো ছাড়াও স্পিকার আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন; যেমন - ভোটের সময় উভয় পক্ষের ভোট সমান হলে স্পিকার কাস্টিং ভোট প্রদান করেন, তাঁর সিদ্ধান্ত বলবৎ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা তিনি রাখেন। মূলত অধিবেশন কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়টি স্পিকার লক্ষ রাখেন এবং বিধি অনুযায়ী বিশেষ ক্ষমতাবলে সংসদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন।

সংসদের সভাপতিত্ব

দশম সংসদে স্পিকার ৬৭ শতাংশ, ডেপুটি স্পিকার ৩১ শতাংশ ও সভাপতি প্যানেলের সদস্যরা ২ শতাংশ সময় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।[৯৯]

সংসদে সদস্যদের আচরণ ও স্পিকারের ভূমিকা

সংসদ অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দশম সংসদের প্রথম হতে তেইশতম অধিবেশনে প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যান্য বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের মতো ঘটনা দশম সংসদে ঘটেনি। কিন্তু কার্যপ্রণালী বিধি লঙ্ঘন করে সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যরা অসংসদীয় আচরণ ও ভাষা ব্যবহার করেছেন।

[৯৩]বিধি ১৩
[৯৪]বিধি ১৪ (২,৩); বিধি ৩০৩
[৯৫]বিধি ১৫
[৯৬]বিধি ১৬
[৯৭]বিধি ১৪ (৪)
[৯৮]বিধ ৩০৩
[৯৯]বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট ৭।

সংসদ কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্বে সংসদ সদস্যরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বাইরে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার অবতারণা করেন। এ ধরনের ঘটনা সবচেয়ে বেশি হয়েছে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা ও বাজেট আলোচনায়। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনার ক্ষেত্রে নিজ নির্বাচনী এলাকার চাহিদা, বিগত সরকারের ব্যর্থতা, বর্তমান সরকারের সাফল্যের বিষয়গুলোর প্রাধান্য ছিল। বাজেটের আলোচনার ক্ষেত্রেও একই ধরনের বক্তব্য অব্যাহত ছিল। তবে বাজেট আলোচনায় খাত ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি, সংশোধনী প্রস্তাব, নতুন পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত অর্থ বছরগুলোর ব্যর্থতাপ্রসঙ্গ এবং তা উত্তরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান প্রাসঙ্গিক বিষয় সংশ্লিষ্টতার ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রতিফলন। তবে আলোচনায় প্রস্তাবিত বাজেটে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

জাতীয় সংসদ অধিবেশনে সংসদ সদস্যরা বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলতে গিয়ে নিজ দলের নেতা ও সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা এবং সংসদের বাইরের রাজনৈতিক দলের সমালোচনা করেন যা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন। আবার মন্ত্রীরা প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর দেওয়ার সময় তাদের নেতার বা পূর্বসূরী নেতার প্রশংসা করেন যা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অনির্ধারিত আলোচনা, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, বাজেট আলোচনাসহ অন্যান্য পর্বে অসংসদীয় ও অশালীন ভাষা ব্যবহারের নেতিবাচক চর্চা পূর্বের অধিবেশনগুলোর মত বিদ্যমান ছিল।

> "পলাশীর মীরজাফর প্রথম, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী রাজাকাররা দ্বিতীয় মীরজাফর, পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীরা তৃতীয় মীরজাফর এবং সংবিধান সংশোধন ও রাজাকারদের বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুনর্বাসনকারী জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের চার নম্বর মীরজাফর।"
> - *সরকার দলীয় একজন সদস্য*

কিন্তু কার্যপ্রণালী বিধি লঙ্ঘন করে সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যরা অসংসদীয় আচরণ ও ভাষা ব্যবহার করেছেন। সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের নেতা এবং সদস্যরা সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ে বিভিন্নভাবে কটাক্ষ করে সমালোচনা করলেও স্পিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব বিষয়ের ওপর রুলিং প্রদান করেন নি এবং অনেক ক্ষেত্রে এধরনের আলোচনার সময় তাঁর নীরব ভূমিকা দেখা যায়। সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের আলোচনায় নিজ দল ও সরকার দলের এবং সংসদের বাইরের রাজনৈতিক দলের সমালোচনা পরিলক্ষিত হয়েছে।

> "জামায়াত নেত্রীকে কেন আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি। এটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা। এতে সংসদের পয়সা খরচ হচ্ছে। সংসদে কেন আমরা তাকে নিয়ে আলোচনা করবো। তাঁর বয়স আমার মায়ের সমান, কিন্তু সাজেন ভাবির মতো। উনার পোশাক ম্যাডামের মতো। আমার দেশের মা-বোনের মতো নয়। তাঁর চোখের ওপর ভুরু নেই। একাত্তরে জেনারেল জানজুয়ার সঙ্গে নাকি কোনো এক হোটেলে সাঁতার কেটেছেন। নিশ্চয়ই শাড়ি পরে সাঁতার কাটেননি।" - সরকার দলীয় একজন সদস্য

অনির্ধারিত আলোচনা পর্বে প্রধান বিরোধী দলীয় একজন সদস্যের কিছু স্পর্শকাতর বক্তব্য এবং বাজেট আলোচনায় সরকার দলীয় একজন সদস্যের বক্তব্যের শব্দ এক্সপাঞ্জ করা হয় -

- "সংসদে প্রথম সারির কোনো মন্ত্রী নেই। একজন আছেন রাশেদ খান মেনন, তিনি তো *ভেজাইল্লা*।
- *"প্রধানমন্ত্রী তো 'নীলকণ্ঠ'- উনি বিষ খেয়েও হজম করতে পারেন; তাই সব হজম করে উনাদের (জাসদ) সংসদে এনেছেন। আজ যারা গুম-খুন করে চলেছেন, একসময় তাদেরও না সংসদে নিয়ে আসেন।"*

অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে অন্যান্য বিরোধী একজন সদস্য তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন "অষ্টম পে-স্কেলের বিরোধিতাপূর্বক কর্মবিরতি পালন ও শিক্ষক সমিতি কর্তৃক বৃহত্তর আন্দোলনের ডাকের প্রেক্ষিতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী অযাচিতভাবে তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জ্ঞানের অভাবেই এই আন্দোলন। ... . এই শিক্ষকরাই জাতি গঠনের উষালগ্নে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের ছাত্রসমাজকে শানিত করেছিলেন। তখন দেশপ্রেমিক না হয়ে শুধু জ্ঞানী হলে নিশ্চয়ই তারা শাসকগোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়ে আমলাগিরি করতেন। যে জাতি শিক্ষকদের মর্যাদা দিতে পারেনা, তাদের মেধার বিকাশ কোনোদিনই ঘটবে না।" এর প্রেক্ষিতে মাননীয় স্পিকারকে সাবধান বাণী (অনির্ধারিত আলোচনায় দাঁড়িয়ে কারও বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক বক্তব্য প্রদান কার্যপ্রণালী বিধি পরিপন্থী) উল্লেখ করতে দেখা যায়।

এছাড়া, অধিবেশন চলাকালীন সময়ে গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে ২৬৭ বিধির ২, ৪, ৮ উপবিধির ব্যত্যয় দেখা যায় -

- সদস্যদের নিজ নিজ আসন ছেড়ে অন্য আসনে অবস্থান নিয়ে অন্য সদস্যদের সাথে কথা বলা;
- অনেক সদস্যের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে দু'জনে এবং ছোট ছোট গ্রুপে (তিন-পাঁচ জনের) কথা বলা;
- সদস্যদের সংসদ কক্ষের ভেতর বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা করা;

- কোনো সদস্যের বক্তব্য চলাকালীন তাঁর নিকটবর্তী আসনের সদস্যগণ কর্তৃক নিজ আসনে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলা; এবং
- অনেক সদস্যের ক্ষেত্রে অধিবেশনে অমনোযোগিতা (মোবাইল/ট্যাবে ব্যস্ত থাকা; ঝিমানো ইত্যাদি) লক্ষ করা যায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোট সম্পর্কে সরকারি দল এবং বিরোধী দলের সদস্যদের অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের প্রত্যাশিত ভূমিকার ঘাটতি দেখা যায়। স্পিকারের দায়িত্ব অধিবেশন চলাকালে সংসদ গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি লক্ষণীয় । যদিও দশম সংসদের প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত স্পিকার মোট ২টি বিষয়ে রুলিং দিয়েছেন। এর মধ্যে নবম অধিবেশনে সদস্যদের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বারবার প্রশ্ন স্থানান্তর করায় এবং শেষ পর্যন্ত উত্তর না দেওয়ায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্পিকার রুলিং দিয়ে বলেন, "মন্ত্রীদের কাছে যদি কোনো প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর দেওয়ার জন্য তথ্য না থাকে, বা উত্তর দিতে প্রস্তুত না থাকেন, তাহলে কার্যপ্রণালী বিধির ৫২ অনুযায়ী পরবর্তী নির্ধারিত দিনে উত্তর দেওয়ার জন্য রাখতে পারেন। তাই সব মন্ত্রণালয়কে কার্যপ্রণালী বিধি অনুসরণ করে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বিষয়ে অধিক যত্নবান এবং মনোযোগী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে।" অন্যদিকে একুশতম অধিবেশনে একজন সদস্য সরকারি বিল উত্থাপনে অনুমতি প্রস্তাবে বিরোধিতার বিষয়ে সংসদের বৈঠকে পয়েন্টে অফ অর্ডারে মাননীয় সংসদ-সদস্য জনাব আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন (১১৩ পটুয়াখালী-৩), স্পিকারের নিকট রুলিং চান এবং স্পিকার এ বিষয়ে সরকারি বিল উত্থাপনে অনুমতি প্রস্তাবে বিরোধিতার বিষয়ে রুলিং দেন।[১০০]

সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে বিভিন্ন কটুক্তি, সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক এবং অশ্লীল শব্দের ব্যবহার যা বিধি ২৭০ এর ৬ উপবিধির ব্যত্যয়। সংসদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নিয়ম সম্পর্কে সদস্যদের নির্দেশনা প্রদান করলেও সদস্যদের এ ধরনের অসংসদীয় ভাষা (কটুক্তি, অশ্লীল শব্দ) ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি ছিল। কটুক্তি ও অশ্লীল শব্দ বন্ধে সতর্ক করা বা শব্দ এক্সপাঞ্জ না করার দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় যা বিধি ৩০৭-এর ব্যত্যয়।

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

অধিবেশন চলাকালীনঅসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে এবং গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করার ক্ষেত্রে স্পিকারের কার্যকর ও বিধি অনুযায়ী জোরালো ভূমিকার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার উভয়ই সরকার দলীয় হওয়ায় সংসদ পরিচালনার সময় দলীয় প্রভাবমুক্ত থাকার সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম ছিল।

[১০০]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির তেরোতম অধ্যায়ে আইন প্রণয়ন বিষয়টি বিবৃত রয়েছে। এই অধ্যায়ের প্রথম ভাগ বিল উত্থাপন সংক্রান্ত। প্রথম ভাগের (খ) শাখা সরকারি বিল উত্থাপন সংক্রান্ত। বিধি ৭৫ এ সরকারি বিল উত্থাপনের বিষয়টি বিবৃত রয়েছে।

অধ্যায় সাত

উপসংহার ও সুপারিশমালা

দশম সংসদ নির্বাচনে প্রধান একটি রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ না থাকায় নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়নি, ফলে সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সম্ভব হয় এবং সংসদীয় কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে একচ্ছত্র ক্ষমতার চর্চা বৃদ্ধি পায়[১০১]। দশম সংসদে আরেকটি ইল্লেখযোগ্য দিক হল, মন্ত্রী পরিষদে প্রধান বিরোধী দল থেকে দুইজন সদস্যকে[১০২] প্রতিমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিরোধী দলের একজন সদস্যকে[১০৩] পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব প্রদান। প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি সংসদে প্রতিনিধিত্ব করলেও সরকারের মন্ত্রীসভায় তাদের দলের সদস্যদের এই অন্তর্ভুক্তি এবং সরকারের সহযোগী শক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত করা এবং সরকার দলের নেতা ও জ্যেষ্ঠ সদস্যদের পক্ষ থেকেও তাদের এই সহাবস্থানকে বিভিন্ন সময়ে অনুমোদন দেওয়ায় প্রধান বিরোধী দলকে নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে প্রথম থেকেই।

গণতন্ত্রের একটি প্রধান শর্ত রাজনৈতিক সহনশীলতা। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলো এবং নেতৃবৃন্দের মধ্যে সহনশীল মনোভাব কমই লক্ষ করা যায়। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা গড়ে তোলা এবং সংসদকে কার্যকর করার সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও, সংসদীয় গণতান্ত্রিক চর্চায় এর বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়নি। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জনকল্যানের জন্য দেশ পরিচালনার মনোভাব ও চর্চা থাকা বাঞ্চনীয়।স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় সরকার দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও এই সংসদের সংসদীয় কার্যক্রমের কয়েকটি নির্দেশকে বিশেষ করে কোরাম সংকট হ্রাস, প্রতিটি বিল পাসে ব্যয়িত গড় সময় বৃদ্ধি, প্রথম অধিবেশনে সকল সংসদীয় কমিটি গঠন, উভয় দল থেকে সরকারের আর্থিক ও অন্যান্য অনিয়ম তুলে ধরে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানগত ইতিবাচক দিক লক্ষণীয়। তবুও আইন প্রণয়নের আলোচনায় সদস্যদের বিশেষ করে নারী সদস্যদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ, সংসদীয় কমিটির প্রত্যাশিত কার্যকরতা ও সংসদীয় উন্মুক্ততার ঘাটতি, এবং কার্যকর বিরোধী দলের অনুপস্থিতি ও স্পিকারের জোরালো ভূমিকার ঘাটতির ফলে এই সংসদ প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর ছিল না। বিশেষ করে সরকারি ও বিরোধী উভয় পক্ষের বক্তব্যে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সংসদ সদস্যদের আচরণে সংশ্লিষ্ট বিধির ব্যত্যয় ঘটলেও তা বন্ধে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

এই সংসদে বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল, ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল, সড়ক নিরাপত্তা বিল, বিচারপতিদের অভিসংশনের ক্ষমতা সংসদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে ষোড়শ সংশোধনী বিলের ওপর সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত গ্রহণ করা হলেও তার প্রতিফলনের ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে এ সংক্রান্ত পাসকৃত আইনগুলোতে। এছাড়া সংসদের অধিবেশনগুলোতে পূর্ববর্তী সংসদের মতই সংসদ সদস্য কর্তৃক বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ হওয়ার চর্চা অব্যাহত ছিল। সংসদে আইন পাসের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সংসদে উত্থাপিত আইনের খসড়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করার প্রচলিত পদ্ধতির (জনমত যাচাই-বাছাই, সংসদীয় কমিটি কর্তৃক জনমত গ্রহণ) কার্যকরতার ঘাটতির ফলে জন অংশগ্রহণের সুযোগের চর্চা নিশ্চিত করা যায় নি। অষ্টম ও নবম সংসদে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করলেও দশম সংসদে এখনও এ ধরনের চর্চা দেখা যায়নি। বিরোধী দলীয় সদস্যগণ সংসদ বর্জন না করার মাধ্যমে সংসদীয় কার্যক্রমে তারা যে ইতিবাচকভাবে অবস্থান করছে তা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। অন্যদিকে, বাজেট আলোচনায় সরকারি দলের সদস্যদের গঠনমূলক সমালোচনার সীমিত চর্চা দেখা গেলেও সদস্যদের স্বাধীন মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সার্বিকভাবে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। এক্ষত্রে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলে হাইকোর্টের রায়ের পর্যবেক্ষণেও বলা হয় - "সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদ সদস্যদের হাত-পা বেঁধে দিয়েছে। সংসদে দলীয় অবস্থানের বিষয়ে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা তাদের নেই। এমনকি যদি দলীয় সিদ্ধান্ত ভুলও হয়, তাহলেও নয়। তারা দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে সংসদ সদস্যরা তাদের রাজনৈতিক দলের নীতিনির্ধারকদের কাছে জিম্মি।"

[১০১]"দশম সংসদ নির্বাচনটি যেখানে প্রশ্নবিদ্ধ, সেখানে গণতান্ত্রিক চর্চা বা সংসদ সদস্যদের ভূমিকা কতখানি কার্যকর তা বিবেচনার দাবি রাখে।" - সংসদ বিশেষজ্ঞ

[১০২]মো. মজিবুল হক চুন্নু (কিশোরগঞ্জ-৩); মো. মশিউর রহমান রাঙ্গা (রংপুর-১)

[১০৩]আনোয়ার হোসেন মঞ্জু (পিরোজপুর-২)

আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সদস্যদের আলোচনার জন্য সংসদে উপস্থাপিত হয় নি। বিরোধী সদস্যগণের মতামত ও প্রস্তাব যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় নি। তাছাড়া সংসদীয় কমিটিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, বিধি অনুযায়ী কমিটি সভা না হওয়া, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা না থাকা, সুপারিশসমূহ অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া এবং কমিটি সংশ্লিষ্ট তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতার ঘাটতি ইত্যাদি চ্যালেঞ্জসমূহ পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া, সদস্যদের উপস্থিতির তথ্যসহ সংসদীয় কার্যক্রমের বিবরণী, সংসদ সদস্যদের সম্পদের হালনাগাদ তথ্যসহ সংসদের বাইরে সদস্যদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করার উদ্যোগের ঘাটতি উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি, কথিত প্রধান বিরোধী দলের আত্ম-পরিচয় সংকটসহ দ্বৈত অবস্থানের কারণে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে তারা যেমন প্রত্যাশিত শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারেনি, তেমনি সরকারি দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদ কার্যকর করা সংক্রান্ত অঙ্গীকারসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন দেখা যায় নি দশম সংসদে।

নিম্নে বিভিন্ন নির্দেশকের ভিত্তিতে অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৭.১: অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ	নবম সংসদ	দশম সংসদ
সদস্যদের গড় উপস্থিতি (কার্যদিবস)	৫৫%	৬৩%	দশম সংসদের গঠন, বৈশিষ্ট্য এবং কথিত বিরোধী দলের আত্ম-পরিচয় সংকটসহ দ্বৈত ভূমিকা বিবেচনায় উল্লেখিত নির্দেশকসমূহের ভিত্তিতে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানগত তথ্য তুলনাযোগ্য নয় ।
সংসদ নেতার উপস্থিতি (কার্যদিবস)	৫২%	৮০%	
বিরোধী নেতার উপস্থিতি (কার্যদিবস)	১০%	২%	
৭৫%-এর বেশী কার্যদিবসে সরকারি দলের উপস্থিতি	৩০%	৪৭%	
৭৫%-এর বেশী কার্যদিবসে প্রধান বিরোধী দলের উপস্থিতি	০%	০%	
৭৫%-এর বেশী কার্যদিবসে অন্যান্য বিরোধীদের উপস্থিতি	৩৮%	০%	
৭৫%-এর বেশী কার্যদিবসে নারী সদস্যদের উপস্থিতি	৮২%	৪৬%	
বিরোধী দল/ জোটের ওয়াকআউট	৯৯ বার	৫৪ বার	
প্রধান বিরোধী দল / জোটের সংসদ বর্জন	৬০% কার্যদিবস	৮২% কার্যদিবস	
আইন প্রণয়নে ব্যয়িত সময়	৯%	৮%	১২%
প্রতিটি বিল পাসের গড় সময়	২০ মিনিট	১২ মিনিট	৩১ মিনিট
প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট	৩৭ মিনিট	৩২ মিনিট	২৮ মিনিট
সংসদীয় কমিটি	বিরোধী দলের কোনো সদস্য কমিটির সভাপতি নয়, সংসদ গঠনের প্রায় দেড় বছর পর কমিটি গঠন	২টি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের, ১টি কমিটিতে অন্যান্য বিরোধী সদস্য; প্রথম অধিবেশনে সকল কমিটি গঠন	একটি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের সদস্য; প্রথম অধিবেশনে সকল কমিটি গঠন
সংসদীয় কমিটির বৈঠক	৩টি কমিটির বিধি অনুযায়ী মাসে একটি করে সভা অনুষ্ঠান	৩টি কমিটির বিধি অনুযায়ী মাসে একটি করে সভা অনুষ্ঠান	২টি কমিটির বিধি অনুযায়ী মাসে একটি করে সভা অনুষ্ঠান
কমিটির সভায় সদস্যদের উপস্থিতি	৬৫%	৬৩%	৫৫%
কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের হার	৫৮%	৪৩%	৪৫%

সার্বিকভাবে, সংসদীয় কার্যক্রমের কয়েকটি নির্দেশকে (কোরাম সংকট হ্রাস, প্রতিটি বিল পাসে ব্যয়িত গড় সময় বৃদ্ধি, প্রথম অধিবেশনে সকল কমিটি গঠন, উভয় দল থেকে সরকারের আর্থিক ও অন্যান্য অনিয়ম তুলে ধরে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান ইত্যাদি) পরিসংখ্যানগত ইতিবাচক দিক দেখা গেলেও আইন প্রণয়নের আলোচনায় সদস্যদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ, সংসদীয় কমিটির

প্রত্যাশিত কার্যকরতা ও সংসদীয় উন্মুক্ততার ঘাটতি, এবং কার্যকর বিরোধী দলের অনুপস্থিতি ও স্পিকারের জোরালো ভূমিকার ঘাটতির ফলে এই সংসদ প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর ছিল না।

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবি'র সুপারিশ

১. সংসদকে কার্যকর করার লক্ষ্যে -

- সদস্যদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যেখানে স্বীয় দলের বিরুদ্ধে অনাস্থার ভোট এবং বাজেট ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে সদস্যদের নিজ বিবেচনা অনুযায়ী ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকবে।
- 'সংসদ সদস্য আচরণ আইন' প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে সংসদ সদস্যদের সংসদের ভেতরে এবং বাইরের আচরণ ও কার্যক্রম সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চর্চা অনুসারে নির্দেশনা থাকবে।
- সংসদীয় কার্যক্রম এমন হবে যেখানে সরকারি দলের একচ্ছত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তে কার্যকর বিরোধী দলের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত হবে।

সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি

২. সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করতে হবে; সদস্যদের জন্য অধিবেশনে এক্সপাঞ্জকৃত শব্দের তালিকাসহ কার্যপ্রণালী বিধির সহজবোধ্য সংস্করণ হিসেবে 'নির্দেশিকা পুস্তক' তৈরি করা যেতে পারে।

৩. সংসদে অধিকতর শৃঙ্খলা রক্ষাসহ অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারকে বিধি অনুযায়ী রুলিং প্রদান ও অসংসদীয় ভাষা এক্সপাঞ্জ করার ক্ষেত্রে আরও জোরালো ভূমিকা নিতে হবে।

৪. আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করতে হবে; জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় ব্যতীত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের বিস্তারিত সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

৫. আইনের খসড়ায় জনমত গ্রহণের জন্য অধিবেশনে উত্থাপিত বিলসমূহ সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে; সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পিটিশন কমিটিকেও কার্যকর করতে হবে।

কমিটির কার্যকরতা বৃদ্ধি

৬. কোনো কমিটিতে কোনো সদস্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া গেলে উক্ত কমিটি থেকে তাঁর সদস্যপদ বাতিল করতে হবে।

৭. বিধি অনুযায়ী কমিটির প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে।

৮. সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটিসহ জাতীয় বাজেটে তুলনামূলকভাবে বেশি আর্থিক বরাদ্দপ্রাপ্ত শীর্ষ দশটি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিসমূহের মধ্যে অর্ধেক কমিটির সভাপতি হিসেবে বিরোধী দলীয় সদস্যদের মনোনয়ন দিতে হবে।

৯. কমিটির সভায় গৃহীত প্রদত্ত সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা, এবং ব্যবস্থা গৃহীত না হলে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখিতভাবে কমিটির পরবর্তী সভায় (বিধি অনুযায়ী এক মাসের মধ্যে) জানানোর বিধান করতে হবে।

তথ্য প্রকাশ

১০. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি, বিধি অনুযায়ী কমিটি প্রতিমাসে একটি সভা করতে ব্যর্থ হলে তার ব্যাখ্যাসহ প্রতিবেদন এবং কমিটির প্রতিবেদনসহ সংসদীয় কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। ওয়েবসাইটের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে, বাৎসরিক সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে।

১১. সংসদ সদস্যদের সম্পদের প্রতিবছরের হালনাগাদ তথ্যসহ সংসদের বাইরে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করতে হবে।

তথ্য সহায়িকা:

- সংসদ অধিবেশনের প্রকাশিত বুলেটিন এবং স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদনসমূহ।
- ফিরোজ, জা, *পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, নিউ এজ পাবলিকেশনস, ২০০৩।
- *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ২০০৭।
- ফজল আ, *'The Ninth Parliament Election: A Socio-Political Analysis'*, ২০০৯।
- মাহমুদ, ত, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১০।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ২০১১, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- মাহমুদ, ত, আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, আকতার, ম, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে নবম জাতীয় সংসদ*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১২।
- *সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল*, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১২।
- আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, *বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৫।
- *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ*, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৭।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ২.১ : দশম সংসদের কার্যকাল (১-১৫ অধিবেশন)

অধিবেশন	প্রথম অধিবেশন	দ্বিতীয় অধিবেশন	তৃতীয় অধিবেশন	চতুর্থ অধিবেশন	পঞ্চম অধিবেশন	ষষ্ঠ অধিবেমন	সপ্তম অধিবেশন	অষ্টম অধিবেশন	নবম অধিবেশন	দশম অধিবেশন	একাদশ অধিবেশন	দ্বাদশ অধিবেশন	ত্রয়োদশ অধিবেশন	চর্তুদশ অধিবেশন	পঞ্চদশ অধিবেশন
অধিবেশন শুরু	২৯ জানুয়ারি ২০১৪	০৩ জুন ২০১৪	০১ সেপ্টেম্বর ২০১৪	১৩ নভেম্বর ২০১৪	১৯ জানুয়ারি ২০১৫	১ জুন ২০১৫	১ সেপ্টেম্বর ২০১৫	০৮ নভেম্বর ২০১৫	২০ জানুয়ারি ২০১৬	২৪ এপ্রিল ২০১৬	০১ জুন ২০১৬	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬	০৪ ডিসেম্বর ২০১৬	২২ জানুয়ারি ২০১৭	২ মে ২০১৭
অধিবেশন শেষ	১০ এপ্রিল ২০১৪	০৩ জুলাই ২০১৪	১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪	৩০ নভেম্বর ২০১৪	২ এপ্রিল ২০১৫	০৮ জুলাই ২০১৫	১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫	২৩ নভেম্বর ২০১১৫	২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	০৫ মে ২০১৬	২৭ জুলাই ২০১৬	৬ অক্টোবর ২০১৬	০৮ ডিসেম্বর ২০১৬	১১ মার্চ ২০১৭	০৮ জানুয়ারি ২০১৭
মোট কার্য দিবস	৩৬দিন	২৩ দিন	১৪ দিন	১০ দিন	৩৯ দিন	২৬ দিন	০৮ দিন	১২ দিন	২৭ দিন	০৯ দিন	৩২ দিন	১০ দিন	০৫ দিন	৩২ দিন	০৫ দিন
বছরভিত্তিক মোট কার্যদিবস	৭৩ দিন			৮৩ দিন				৮০ দিন				৫২ দিন			

পরিশিষ্ট ২.১: দশম সংসদের কার্যকাল (১৬-২৩ অধিবেশন)

ষষ্ঠদশ অধিবেশন	সপ্তদশ অধিবেশন	অস্টাদশ অধিবেশন	উনবিংশতিতম অধিবেশন	বিশতম অধিবেশন	একুশতম অধিবেশন	বাইশতম অধিবেশন	তেইশতম অধিবেশন
৩০ মে ২০১৭	১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭	১২ নভেম্বর ২০১৭	০৭ জানুয়ারি ২০১৮	০৮ এপ্রিল ২০১৮	০৫ জুন ২০১৮	০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭	২১ অক্টোবর ২০১৮
১৩ জুলাই ২০১৭	১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭	২৩ নভেম্বর ২০১৭	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১২ এপ্রিল ২০১৮	১২ জুলাই ২০১৮	২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭	২৯ অক্টোবর ২০১৮
২৪ দিন	৫ দিন	১০ দিন	৩৫ দিন	০৫ দিন	২৫ দিন	১০ দিন	০৮ দিন
৭৪				৪৮			

পরিশিষ্ট ২.২: দশম জাতীয় সংসদের সভাপতিমণ্ডলী

প্রথম অধিবেশন		
নাম	**দল**	**আসন**
জনাব আবুল কালাম আজাদ	সরকারি (আ'লীগ)	১৩৮ জামালপুর-১
জনাব এইচ এন আশিকুর রহমান	সরকারি (আ'লীগ)	২৩ রংপুর-৫
বেগম সাহারা খাতুন	সরকারি (আ'লীগ)	১৯১ ঢাকা-১৮
জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন	সরকারি (আ'লীগ)	২ পঞ্চগড়-২
জনাব এ, কে, এম, মাঈদুল ইসলাম	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	২৭ কুড়িগ্রাম-৩
দ্বিতীয় অধিবেশন		
জনাব আবুল কালাম আজাদ	সরকারি (আ'লীগ)	১৩৮ জামালপুর-১
মীর শওকাত আলী বাদশা	সরকারি (আ'লীগ)	৯৬ বাগেরহাট-২
জনাব ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু	সরকারি (আ'লীগ)	১০৯ বরগুনা-১
কাজী ফিরোজ রশীদ	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৭৯ ঢাকা-৬
বেগম ফজিলাতুন নেসা	সরকারি (আ'লীগ)	৩২২ মহিলা আসন-২২
তৃতীয় অধিবেশন		
জনাব আবুল কালাম আজাদ	সরকারি (আ'লীগ)	১৩৮ জামালপুর-১
জনাব মোঃ শামসুল হক টুকু	সরকারি (আ'লীগ)	৬৮ পাবনা-১
জনাব মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী	সরকারি (আ'লীগ)	২৩১ সিলেট-৩
জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম ওমর	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	৪১ বগুড়া-৬
বেগম রেবেকা মমিন	সরকারি (আ'লীগ)	১৬০ নেত্রকোণা-৪

চতুর্থ অধিবেশন		
ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন	সরকারি (আ'লীগ)	চট্রগ্রাম-১
মোহাম্মদ ছায়েদুল হক	সরকারি (আ'লীগ)	ব্রাক্ষণবাড়িয়া-১
এ কে এম মাইদুল ইসলাম	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি))	কুড়িগ্রাম-৩
জাফরুল ইসলাম চৌধুরী	সরকারি (আ'লীগ)	চট্রগ্রাম-১৫
বেগম ছালেহা মোশাররফ	সরকারি (আ'লীগ)	মহিলা-২০
পঞ্চম অধিবেশন		
জনাব আবুল কালাম আজাদ	সরকারি (আ'লীগ)	১৩৮ জামালপুর-১
জনাব হাবিবুর রহমান মোল্লা	সরকারি (আ'লীগ)	১৭৮ ঢাকা-৫
জনাব মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী	সরকারি (আ'লীগ)	২৩১ সিলেট-৩
জনাব ফখরুল ইমাম	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৫৩ ময়মনসিংহ-৮
বেগম পিনু খান	সরকারি (আ'লীগ)	৩২৩ মহিলা আসন-২৩
ষষ্ঠ অধিবেশন		
জনাব আবুল কালাম আজাদ	সরকারি (আ'লীগ)	১৩৮ জামালপুর-১
জনাব আবদুল মতিন খসরু	সরকারি (আ'লীগ)	২৫৩ কুমিল্লা-৫
জনাব ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু	সরকারি (আ'লীগ)	১০৯ বরগুনা-১
জনাব ফখরুল ইমাম	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৫৩ ময়মনসিংহ-৮
বেগম শিরিন নাঈম	সরকারি (আ'লীগ)	৩০৯ মহিলা আসন-৯
সপ্তম অধিবেশন		
জনাব মোঃ আব্দুস শহীদ	সরকারি (আ'লীগ)	২৩৮ মৌলভীবাজার-৪
কাজী কেরামত আলী	সরকারি (আ'লীগ)	২০৯ রাজবাড়ী-১
জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম	সরকারি (আ'লীগ)	২৫৭ কুমিল্লা-৯
জানাব ফখরুল ইমাম	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৫৩ ময়মনসিংহ-৮
এড্‌ উম্মে কুলসুম স্মৃতি	সরকারি (আ'লীগ)	৩০৪ মহিলা আসন-৪
অষ্টম অধিবেশন		
অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ	সরকারি (আ'লীগ)	২৫৫ কুমিল্লা-৭
জনাব মোঃ আবু জাহির	সরকারি (আ'লীগ)	২৪১ হবিগঞ্জ-৩
তালুকদার মোঃ ইউনুস	সরকারি (আ'লীগ)	১২০ বরিশাল-২
জনাব ফখরুল ইমাম	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৫৩ ময়মনসিংহ-৮
বেগম সেলিনা বেগম	সরকারি (আ'লীগ)	৩০৬ মহিলা আসন-৬
নবম অধিবেশন		
জনাব আবুল কালাম আজাদ	সরকারি (আ'লীগ)	১৩৮ জামালপুর-১
জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম	সরকারি (আ'লীগ)	২৫৭ কুমিল্লা-৯
জনাব হাবিবুর রহমান মোল্লা	সরকারি (আ'লীগ)	১৭৮ ঢাকা-৫
জনাব ফখরুল ইমাম	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৫৩ ময়মনসিংহ-৮
ডাঃ দীপু মনি	সরকারি (আ'লীগ)	২৬২ চাঁদপুর-৩
১০ম অধিবেশন		
অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ	সরকারি (আ'লীগ)	২৫৫ কুমিল্লা-৭
জনাব এ বি তাজুল ইসলাম	সরকারি (আ'লীগ)	২৪৮ ব্রাক্ষণবাড়িয়া-৬
জনাব ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল	সরকারি (আ'লীগ)	১৬১ নেত্রকোণা-৫
জনাব ফখরুল ইমাম	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৫৩ ময়মনসিংহ-৮
বেগম সফুরা বেগম	সরকারি (আ'লীগ)	৩০২ মহিলা আসন-২
১১তম অধিবেশন		
অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ	সরকারি (আ'লীগ)	২৫৫ কুমিল্লা-৭

জনাব এ বি তাজুল ইসলাম	সরকারি (আ'লীগ)	২৪৮ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬
জনাব ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল	সরকারি (আ'লীগ)	১৬১ নেত্রকোণা-৫
জনাব ফখরুল ইমাম	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৫৩ ময়মনসিংহ-৮
বেগম সানজিদা খানম	সরকারি (আ'লীগ)	৩২৪ মহিলা আসন-২৪
১২তম অধিবেশন		
জনাব আবদুল মতিন খসরু	সরকারি (আ'লীগ)	২৫৩ কুমিল্লা-৫
জনাব মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী	সরকারি (আ'লীগ)	২৩১ সিলেট-৩
জনাব এনামুল হক	সরকারি (আ'লীগ)	৫৫ রাজশাহী-৪
জনাব ফখরুল ইমাম	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৫৩ ময়মনসিংহ-৮
বেগম আয়েশা ফেরদাউস	সরকারি (আ'লীগ)	২৭৩ নোয়াখালী-৬
১৩তম অধিবেশন		
মীর শওকত আলী বাদশা	সরকারি (আ'লীগ)	৯৬ বাগেরহাট - ২
বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন	সরকারি (আ'লীগ)	১৭২ মুন্সিগঞ্জ - ২
মো: মাহবুব আলী	সরকারি (আ'লীগ)	২৪২ হবিগঞ্জ - ৪
জনাব ফখরুল ইমাম	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৫৩ ময়মনসিংহ-৮
মো: নজরুল ইসলাম চৌধুরী	সরকারি (আ'লীগ)	২৯১ চট্টগ্রাম - ১৪
১৪তম অধিবেশন		
জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম	সরকারি (আ'লীগ)	২৫৭ কুমিল্লা-৯
তালুকদার মোঃ ইউনুস	সরকারি (আ'লীগ)	১২০ বরিশাল-২
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী	সরকারি (আ'লীগ)	২৯১ চট্টগ্রাম-১৪
জনাব ফখরুল ইমাম	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৫৩ ময়মনসিংহ-৮
বেগম সফুরা বেগম	সরকারি (আ'লীগ)	৩০২ মহিলা আসন-২
১৫তম অধিবেশন		
জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম	সরকারি (আ'লীগ)	২৫৭ কুমিল্লা-৯
তালুকদার মোঃ ইউনুস	সরকারি (আ'লীগ)	১২০ বরিশাল-২
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী	সরকারি (আ'লীগ)	২৯১ চট্টগ্রাম-১৪
জনাব ফখরুল ইমাম	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৫৩ ময়মনসিংহ-৮
বেগম সফুরা বেগম	সরকারি (আ'লীগ)	৩০২ মহিলা আসন-২
১৬তম অধিবেশন		
জনাব ধীরেন্দ্র দেবনাথ শমভু	সরকারি (আ'লীগ)	১০৯ বরগুনা-১
জনাব মোঃ শামসুল হক টুকু	সরকারি (আ'লীগ)	৬৮ পাবনা-১
জনাব মোঃ মাহবুব আলী	সরকারি (আ'লীগ)	২৪২ হবিগঞ্জ-৪
জনাব এ, বি, এম রুহুল আমিন হাওলাদার	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১১১ পটুয়াখালী-১
বেগম ফজিলাতুন নেসা বাপ্পি	সরকারি (আ'লীগ)	৩৩০ মহিলা আসন-৩০
১৭তম অধিবেশন		
জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান	সরকারি (আ'লীগ)	২১৫ গোপালগঞ্জ-১
জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন	সরকারি (আ'লীগ)	১৬ লালমনিরহাট-১
জনাব মোঃ সোহরাব উদ্দিন	সরকারি (আ'লীগ)	১৬৩ কিশোরগঞ্জ-২
জনাব ফখরুল ইমাম	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৫৩ ময়মনসিংহ-৮
বেগম মাহজাবিন খালেদ	সরকারি (আ'লীগ)	৩১৮ মহিলা আসন-১৮
১৮তম অধিবেশন		
মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম)	সরকারি (আ'লীগ)	২৬৪ চাঁদপুর-৫
জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম	সরকারি (আ'লীগ)	২৫৭ কুমিল্লা-৯
জনাব আব্দুল মান্নান	সরকারি (আ'লীগ)	৩৬ বগুড়া-১
এডঃ মোঃ জিয়াউল হক মৃধা	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	২৪৪ ব্রাহ্মণাবাড়ীয়া-২

বেগম জয়া সেন গুপ্তা	সরকারি (আ'লীগ)	২২৫ সুনামগঞ্জ-২
১৯তম অধিবেশন		
জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান	সরকারি (আ'লীগ)	২১৫ গোপালগঞ্জ-১
জনাব পঞ্চানন বিশ্বাস	সরকারি (আ'লীগ)	৯৯ খুলনা-১
জনাব বি, এম, মোজাম্মেল হক	সরকারি (আ'লীগ)	২২১ শরীয়তপুর-১
জনাব ফখরুল ইমাম	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৫৩ ময়মনসিংহ-৮
সৈয়দা সায়রা মহসীন	সরকারি (আ'লীগ)	২৩৭ মৌলভী বাজার-৩
২০তম অধিবেশন		
জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	সরকারি (আ'লীগ)	১৩০ টাঙ্গাইল-১
জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস	সরকারি (আ'লীগ)	৬১ নাটোর-৪
জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ খান	সরকারি (আ'লীগ)	২৪০ হবিগঞ্জ-২
এডঃ মোঃ জিয়াউল হক মৃধা	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	২৪৪ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২
এডভোকেট নাভানা আক্তার	সরকারি (আ'লীগ)	৩২৭ মহিলা আসন-২৭
২১তম অধিবেশন		
জনাব আবুল কালাম আজাদ	সরকারি (আ'লীগ)	১৩৮ জামালপুর-১
জনাব মোঃ শামসুল হক টুকু	সরকারি (আ'লীগ)	৬৮ পাবনা-১
জনাব মোঃ মাহবুব আলী	সরকারি (আ'লীগ)	২৪২ হবিগঞ্জ-৪
জনাব ফখরুল ইমাম	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৫৩ ময়মনসিংহ-৮
বেগম সফুরা বেগম	সরকারি (আ'লীগ)	৩০২ মহিলা আসন-২
২২তম অধিবেশন		
জনাব ইমরান আহমদ	সরকারি (আ'লীগ)	২৩২ সিলেট-৪
জনাব এ বি তাজুল ইসলাম	সরকারি (আ'লীগ)	২৪৮ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৬
জনাব (মোঃ মাহবুবউল আলম হানিফ	সরকারি (আ'লীগ)	৭৭ কুষ্টিয়া-৩
জনাব ফখরুল ইমাম	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৫৩ ময়মনসিংহ-৮
বেগম নূরজাহান বেগম	সরকারি (আ'লীগ)	৩৪২ মহিলা আসন-৪২
২৩তম অধিবেশন		
জনাব এ বি তাজুল ইসলাম	সরকারি (আ'লীগ)	২৪৮ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৬
জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান	সরকারি (আ'লীগ)	১৩৯ জামালপুর-২
জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার	সরকারি (আ'লীগ)	৪৬ নওগাঁ-১
জনাব ফখরুল ইমাম	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৫৩ ময়মনসিংহ-৮
মোছাঃ সেলিনা জাহান লিটা	সরকারি (আ'লীগ)	৩০১ মহিলা আসন-১

পরিশিষ্ট ২.৩: দশম সংসদের প্রথম - তেইশতম অধিবেশনে ব্যয়িত সময়

আলোচনার বিষয়বস্তু	প্রথম অধিবেশন	দ্বিতীয়-ষষ্ঠ অধিবেশন	সপ্তম-তেরোতম অধিবেশন	চৌদ্দ–আঠারোতম অধিবেশন	উনিশ–তেইশতম অধিবেশন	মোট সময়
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পব	৪:১৯:০০	১০:৫৮:০০	১২:৩২:০০	৪:২৬:০০	৯:৩৯:০০	৪১:৫৪:০০
মন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	১:০৫:৩০	৫৫:৫৯:০০	৬৫:০৬:০০	৩২:২২:০০	৪২:৩৫:০০	২২১:০৭:৩০
জনগুরত্বসম্পন্ন অগৃহীত নোটিস	২:৪০:০০	১৫:৫৪:০০	১৮:৩৯:০০	৯:০৯:০০	৭:০৭:০০	৫৩:২৯:০০
জনগুরত্বসম্পন্ন গৃহীত নোটিস	১:২০:০০	৬:০৩:০০	৫:০৯:০০	৫:৩৮:০০	৫:৫৩:০০	২৪:০৩:০০
রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও এর ওপর আলোচনা	৫৯:৩০:৩০	৬৩:২৬:০০	৫৪:২৪:০০	৬৪:১২:০০	৬৫:৪২:০০	৩০৭:১৪:৩০
সাধারণ আলোচনা	০:০০:০০	২১:০৫:০০	১১:৪৯:০০	১৯:১৮:০০	৭:৪২:০০	৫৯:৫৪:০০
বাজেট আলোচনা	০:০০:০০	১৩৯:৩৪:০০	৬৯:০৮:০০	৬৬:৩৪:০০	৬২:৪০:০০	৩৩৭:৫৬:০০
আইন প্রণয়ন	২:০৩:০০	২১:৩৮:০০	৫৫:১৫:০০	২৩:২৮:০০	৬৫:৪৮:০০	১৬৮:১২:০০
অনির্ধারিত আলোচনা	৯:১৩:৩০	২৪:৫৮:০০	১৬:৫১:০০	১১:০৩:০০	৭:৩১:০০	৬৯:৩৬:৩০
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব	০:০০:০০	৭:১২:০০	৬:০৬:০০	৪:১৪:০০	৭:০৮:০০	২৪:৪০:০০
অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম	৯:৪০:০০	২১:৪৮:০০	৩০:৫৬:০০	১৯:৪৪:০০	১৯:৫৫:০০	১০২:০৩:০০
মোট	১১৩:৫১:৩০	৩৮৮:৩৫:০০		২৬০:০৮:০০	৩০১:৪০:০০	১৪১০:০৯:৩০

পরিশিষ্ট ৩.১: দশম সংসদে পাসকৃত সরকারি বিলসমূহ এবং ব্যয়িত সময় (বিল উত্থাপন, আপত্তি উত্থাপন, সংশোধনী প্রস্তাব, জনমত যাচাই বাছাই প্রস্তাব, মন্ত্রীর বক্তব্য ইত্যাদি আলোচনায় ব্যয়িত সময় বিবেচনা করে প্রতিটি বিলের মোট সময় প্রাক্কলন করা হয়েছে)

বিলের নাম		মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত মোট সময়	জনমত যাচাই ও বাছাই প্রস্তাব	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	গৃহীত হওয়ার তারিখ
	১ম অধিবেশনে পাসকৃত বিল					
১	Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) Bill, 2014	আইন	০০.০৫.০২	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৮/০৩/১৪	০৭/০৪/১৪
২	আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) বিল, ২০১৪	স্বরাষ্ট্র	০০.০৭.৫৭	কণ্ঠভোটে নাকচ	৩০/০৩/১৪	০৩/০৪/১৪
	২য় অধিবেশনে পাসকৃত বিল					
৩	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০১৪	অর্থ	০০.০৭.০০	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৫/০৬/১৪	০৯/০৬/১৪
৪	অর্থ বিল, ২০১৪	অর্থ	০০.২৮.৩৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৯/০৬/১৪	২৮/০৬/১৪
৫	নির্দিষ্টকরণ বিল, ২০১৪	অর্থ	০০.০৫.১০	কণ্ঠভোটে নাকচ	০২/০৪/১৪	২৯/০৬/১৪
৬	বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট বিল, ২০১৪	তথ্য	০০.৫৯.০০	কণ্ঠভোটে নাকচ		০১/০৭/১৪
৭	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক বিল, ২০১৪	অর্থ	০০.৩০.০০	কণ্ঠভোটে নাকচ	৩১/০৩/১৪	০২/০৭/১৪

বিলের নাম		মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত মোট সময়	জনমত যাচাই ও বাছাই প্রস্তাব	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	গৃহীত হওয়ার তারিখ
৮	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিল, ২০১৪	পার্বত্য চ:বি:ম	০০.৩৭.০০	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৮/০৪/১৪	০২/০৭/১৪
	৩য় অধিবেশনে পাসকৃত বিল					
৯	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) বিল, ২০১৪	তথ্য ও যোগাযোগ	০০.১৮.২৬	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৭/০৪/১৪	০৩/০৯/১৪
১০	ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) বিল, ২০১৪	মহিলা ও শিশু	০০.৩৩.৫৭	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৩/০৬/১৪	১০/০৯/১৪
১১	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) বিল, ২০১৪	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	০০.২০.২৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	০২/০৯/১৪	১৪/০৯/১৪
১২	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বিল, ২০১৪	অর্থ	০০.২৩.৫৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	০১/০৯/১৪	১৬/০৯/১৪
১৩	সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) বিল, ২০১৪	আইন	০১.৪৯.২৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৭/০৯/১৪	১৭/০৯/১৪
	৪র্থ অধিবেশনে পাসকৃত বিল					
১৪	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিল, ২০১৪	প্রাথমিক	০০.৩২.২৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৬/০৯/১৪	১৮/১১/১৪
১৫	বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরা বিল, ২০১৪	বেঃ বিমান	০০.২৭.৫৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	০২/০৯/১৪	১৯/১১/১৪
১৬	রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম	০০.১৫.৪৭	কণ্ঠভোটে নাকচ	০১/০৭/১৪	২৩-১১-১৪
১৭	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম	০০.১০.২০	কণ্ঠভোটে নাকচ	০১/০৭/১৪	২৩/১১/১৪
১৮	বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম	০০.১১.৩০	কণ্ঠভোটে নাকচ	০১/০৭/১৪	২৩/১১/১৪
১৯	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বিল, ২০১৪	অর্থ	০০.২৩.০৪	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৫/০৯/১৪	২৪/১১/১৪
	৫ম অধিবেশনে পাসকৃত বিল					
২০	মেট্রোরেল বিল, ২০১৫	যোগাযোগ	০০.৪৭.১৬	কণ্ঠভোটে নাকচ	৩০/১১/১৪	২৬/০১/১৫
২১	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল বিল, ২০১৫	বিদ্যুৎ	০০.৪৩.০২	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৩/০৯/১৪	২৭/০১/১৫
২২	বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন)	বিদ্যুৎ	০০.২৪.০৬	কণ্ঠভোটে নাকচ	৩০/১১/১৪	২৭/০১/১৫
২৩	Trading Corporation of Bangladesh (Amendment) Bill, 2015	বাণিজ্য	০০.৩৩.০০	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৩/০৯/১৪	১১/০২/১৫
২৪	ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ বিল, ২০১৫	বাণিজ্য	০০.৫৫.০০	কণ্ঠভোটে নাকচ	২১/০১/১৫	১৬/০২/১৫
২৫	সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০১৫	জনপ্রশাসন	০০.৩৪.০০	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৩/১১/১৪	০৫/০৩/১৫

বিলের নাম		মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত মোট সময়	জনমত যাচাই ও বাছাই প্রস্তাব	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	গৃহীত হওয়ার তারিখ
২৬	বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বিল, ২০১৫	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	০০.৩৩.৩০	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫/০১/১৫	০৫/০৩/১৫
২৭	যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিল, ২০১৫	যুব ও ক্রীড়া	০০.৩৯.০০	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৩/০৩/১৫	০১/০৪/১৫
	৬ষ্ঠ অধিবেশনে পাসকৃত বিল					
২৮	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন, ২০১৫	অর্থ	০০.০৬.০০	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৯/০৬/১৫	০৯/০৬/১৫
২৯	অর্থ আইন, ২০১৫	অর্থ	০০.৩৪.০০	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৪/০৬/১৫	২৯/০৬/১৫
৩০	নির্দিষ্টকরণ আইন, ২০১৫	অর্থ	০০.০৫.০০	কণ্ঠভোটে নাকচ	৩০/০৬/১৫	৩০/০৬/১৫
৩১	খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০১৫	শিক্ষা	০০.৩৯.৩০	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৯/০৩/১৫	০৫-০৭-১৫
৩২	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বিল, ২০১৫	বাণিজ্য	০০.২৭.০০	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৬/০৬/১৫	০৮/০৭/১৫
	৭ম অধিবেশনে পাসকৃত বিল					
৩৩	ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন আইন, ২০১৫	অর্থ	০:১৪:২৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৭/০৬/১৫	০২/০৯/১৫
৩৪	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) আইন, ২০১৫	অর্থ	০:১৫:৪৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৮/০৭/১৫	০২/০৯/১৫
৩৫	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫	অর্থ	০:১৮:৩৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৬/০১/১৫	০৬/০৯/১৫
৩৬	Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act, 2015	অর্থ	০:১৫:৫১	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৬/০৭/১৫	০৬/০৯/১৫
৩৭	বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০:২৮:৩৬	কণ্ঠভোটে নাকচ	০১/০২/১৫	০৭/০৯/১৫
৩৮	পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আইন, ২০১৫	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	০:২৪:২৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	০১/০৯/১৫	০৮/০৯/১৫
	৮ম অধিবেশনে পাসকৃত বিল					
৩৯	উন্নয়ন সারচার্জ ও লেভী (আরোপ ও আদায়) আইন, ২০১৫	অর্থ	০:২৪:০০	কণ্ঠভোটে নাকচ	০১/০৯/১৫	১৫/১১/১৫
৪০	Bangladesh Coinage (Amendment) Act, 2015	অর্থ	০:১৫:৪৬	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৮/০৯/১৫	১৫/১১/১৫
৪১	গণকর্মচারী (বিদেশি নাগরিকের সহিত বিবাহ) আইন, ২০১৫	জনপ্রশাসন	০:১৭:২৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৯/০৯/১৫	১৬/১১/১৫
৪২	ট্রেডমার্ক (সংশোধন) আইন, ২০১৫	শিল্প	০:২৮:৩৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৮/০৯/১৫	১৭/১১/১৫

বিলের নাম		মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত মোট সময়	জনমত যাচাই ও বাছাই প্রস্তাব	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	গৃহীত হওয়ার তারিখ
৪৩	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১৫	স্থানীয় সরকার	০:০১:২৪	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৫/১১/১৫	১৯/১১/১৫
৪৪	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫	অর্থ	০:১৬:২১	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৬/১১/১৫	২২/১১/১৫
৪৫	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০১৫	স্থানীয় সরকার	০:২৬:৪৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	১১/১১/১৫	২২/১১/১৫
৪৬	উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৫	স্থানীয় সরকার	০:২১:১৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	১১/১১/১৫	২২/১১/১৫
৪৭	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০১৫	স্থানীয় সরকার	০:২৩:০৭	কণ্ঠভোটে নাকচ	১১/১১/১৫	২২/১১/১৫
৪৮	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সংশোধন) আইন, ২০১৫	আইন, বিচার ও সংসদ	০:৪৭:৪২	কণ্ঠভোটে নাকচ	০১/০৯/১৫	২৩/১১/১৫
	৯ম অধিবেশনে পাসকৃত বিল					
৪৯	বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬	বাণিজ্য	০:৩৫:২৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৮/১১/১৫	২৬/০১/১৬
৫০	রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী আইন, ২০১৬	রেল যোগাযোগ	০:৪১:৪৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৬/১১/১৫	০১/০২/১৬
৫১	উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারি আত্তীকরণ আইন, ২০১৬	জনপ্রশাসন	০:২৫:৪৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৬/১১/১৫	০৭/০২/১৬
৫২	বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	০:৩৮:০৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	৩১/০১/১৬	১৭-০২-১৬
৫৩	এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক আইন, ২০১৬	অর্থ	০:৩৬:২৪	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৮/০২/১৬	২৩-০২-১৬
৫৪	পায়রা বন্দর প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০১৬	নৌ পরিবহন	০:৩৭:৪৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৩/০২/১৬	২৪/০২/১৬
৫৫	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬	গৃহায়ন ও গণপূর্ত	০:৪০:৪৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	১০/১১/১৫	২৫/০২/১৬
৫৬	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ২০১৬	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	০:৫০:০৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	১০/১১/১৫	২৮/০২/১৬
৫৭	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আইন, ২০১৬	প্রতিরক্ষা	০:৩৭:২৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫/০১/১৬	২৯/০২/১৬
	১০ম অধিবেশনে পাসকৃত বিল					
৫৮	Army (Amendment) Bill, 2016	প্রতিরক্ষা	০:৩৩:২৬	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৬/১১/১৫	২৭/০৪/১৬
৫৯	Cadet College (Amendment) Bill, 2016	প্রতিরক্ষা	০:২৩:০৭	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৬/১১/১৫	২৭/০৪/১৬
৬০	Air force (Amendment) Bill, 2016	প্রতিরক্ষা	০:১৯:৩২	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৬/১১/১৫	২৭/০৪/১৬

বিলের নাম		মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত মোট সময়	জনমত যাচাই ও বাছাই প্রস্তাব	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	গৃহীত হওয়ার তারিখ
৬১	Civil Courts (Amendment) Bill, 2016	আইন, বিচার ও সংসদ	০:২৪:৫১	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৪-০১-১৬	২৮-০৪-১৬
৬২	Court Fees (Amendment) Bill, 2016	আইন, বিচার ও সংসদ	০:২২:০২	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৩/০২/১৬	২৮/০৪/১৬
৬৩	প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ (কতিপয় আইন সংশোধন) বিল, ২০১৬	প্রতিরক্ষা	০:৩৮:৫৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৬/০১/১৬	০৩/০৫/১৬
৬৪	প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ (সর্বাধিনায়কতা) বিল, ২০১৬	প্রতিরক্ষা	০:২৬:৫০	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৬/০১/১৬	০৩/০৫/১৬
৬৫	চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০১৬	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	০:৫০:৩৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৭/০২/১৬	০৩/০৫/১৬
৬৬	রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০১৬	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	০:৩৫:৩১	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৭/০২/১৬	০৩/০৫/১৬
৬৭	The President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2016	আইন, বিচার ও সংসদ	০:৩০:২৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫/০১/১৬	০৪/০৫/১৬
৬৮	The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2016	আইন, বিচার ও সংসদ	০:২৭:২৬	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫/০১/১৬	০৪/০৫/১৬
৬৯	Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2016	আইন, বিচার ও সংসদ	০:২৮:১৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৪/০১/১৬	০৫/০৫/১৬
৭০	The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2016	আইন, বিচার ও সংসদ	০:২৮:৪৬	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫/০১/১৬	০৫/০৫/১৬
৭১	Members of Parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Bill, 2016	আইন, বিচার ও সংসদ	০:৩৭:৩২	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৪/০১/১৬	০৫/০৫/১৬
	১১তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল					
৭২	দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১৬	মন্ত্রিপরিষদ	০:৩৮:৩২	কণ্ঠভোটে নাকচ	২২/১১/১৫	৯/৬/২০১৬
৭৩	Navy (Amendment) Bill, 2016	প্রতিরক্ষা	০:৩২:২৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৬/০৪/১৬	১৪/০৬/১৬

বিলের নাম		মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত মোট সময়	জনমত যাচাই ও বাছাই প্রস্তাব	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	গৃহীত হওয়ার তারিখ
৭৪	বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (সংশোধন) বিল, ২০১৬	প্রতিরক্ষা	০:২৬:১৪	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৬-০৪-১৬	১৬/০৬/১৬
৭৫	রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ বিল, ২০১৬	শিক্ষা	০:৪২:৪৪	কণ্ঠভোটে নাকচ	৮/২/২০১৬	১৭/০৭/১৬
৭৬	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ বিল, ২০১৬	শিক্ষা	০:৩৪:৩৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	৮/২/২০১৬	১৭/০৭/১৬
৭৭	পেট্রোলিয়াম বিল, ২০১৬	জ্বালানী	০:৩৯:৩৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	১০/২/২০১৬	১৮-০৭-১৬
৭৮	যুবকল্যাণ তহবিল বিল, ২০১৬	যুব	০:৫১:৪৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৩/০২/১৬	১৯/০৭/১৬
৭৯	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল, ২০১৬	প্র:কার্যালয়	০:৪৪:০২	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৪/০৪/১৬	২৫/০৭/১৬
৮০	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বিল, ২০১৬	সড়ক পরি:	০:৪৪:৩২	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫-০৪-১৬	২৪-০৭-১৬
৮১	চা বিল, ২০১৬	বাণিজ্য	০:৩৮:৩৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫-০৪-১৬	২৬-০৭-১৬
৮২	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) বিল, ২০১৬	পরিকল্পনা	০:২৭:১৪	কণ্ঠভোটে নাকচ	৩/৫/২০১৬	২৫-০৭-১৬
৮৩	Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2016	আইন	০:২২:৩৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	৫/৫/২০১৬	২৬-০৭-১৬
৮৪	রেলওয়ে সম্পত্তি (অবৈধ দখল উদ্ধার) বিল, ২০১৬	রেলপথ	০:৪৩:৫৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	৯/৬/২০১৬	২৪-০৭-১৬
৮৫	অর্থ বিল, ২০১৬	অর্থ	০:৩৬:৪৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	২/৬/২০১৬	২৯-০৬-১৬
৮৬	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০১৬	অর্থ	০:০৩:০৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	৭/৬/২০১৬	৭/৬/২০১৬
৮৭	নির্দিষ্টকরণ বিল, ২০১৬	অর্থ	০:০১:৫১	কণ্ঠভোটে নাকচ	৩০-০৬-১৬	৩০-০৬-১৬
	১২তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল					
৮৮	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (সংশোধন) বিল, ২০১৬	শিক্ষা	০:৩৫:৫৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৪/৭/১৬	২/১০/২০১৬
৮৯	Supreme Court Judges (Leave, Pension and Privileges) (Amendment) Bill, 2016	আইন	০:২৭:৫৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	৮/৬/২০১৫	৩/১০/২০১৬

বিলের নাম		মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত মোট সময়	জনমত যাচাই ও বাছাই প্রস্তাব	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	গৃহীত হওয়ার তারিখ
৯০	রাষ্ট্রপতির অবসরভাতা, আনুতোষিক ও অন্যান্য সুবিধা বিল, ২০১৬	মন্ত্রিপরিষদ	১:০৫:০৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	৯/১১/২০১৫	৪/১০/২০১৬
৯১	বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল, ২০১৬	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০:৩৯:০০	কণ্ঠভোটে নাকচ	১/৯/২০১৫	৫/১০/২০১৬
৯২	জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১৬	স্থানীয় সরকার	০:২৯:৪৪	কণ্ঠভোটে নাকচ	৪/১০/২০১৬	৬/১০/২০১৬
৯৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১৬	ভূমি	০:২১:১৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	৪/১০/২০১৬	৬/১০/২০১৬
	১৩তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল					
৯৪	বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর বিল, ২০১৬	প্রতিরক্ষা	০:৩৩:৫৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫/৯/২০১৬	৬/১২/২০১৬
৯৫	বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট বিল, ২০১৬	কৃষি	০:৩৭:১৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	৩/১০/২০১৬	৬/১২/২০১৬
৯৬	বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল বিল, ২০১৬	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	০:৩৩:৩০	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৮/৯/২০১৬	৭/১২/২০১৬
৯৭	বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) বিল, ২০১৬	সড়ক পরি:	০:৪১:৫৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫/৯/২০১৬	৭/১২/২০১৬
৯৮	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (সংশোধন) বিল, ২০১৬	অর্থ	০:২৬:৫১	কণ্ঠভোটে নাকচ	৬/১২/২০১৬	৮/১২/২০১৬
	১৪তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল					
৯৯	ক্যাডেট কলেজ বিল, ২০১৭	প্রতিরক্ষা	০০.১৫.৪৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৫/১০/১৬	৩০/০১/১৭
১০০	বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য বিল, ২০১৭	পরিবেশ	০০.০৮.৫৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৭/০৭/১৬	৩১/০১/১৭
১০১	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বিল, ২০১৭	বিমান	০০.০২.১৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫/০৭/১৬	০৬/০২/১৭
১০২	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বিল, ২০১৭	পল্লী উন্নয়ন	০০.০৬.১৬	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৮/০৯/১৬	০৭/০২/১৭
১০৩	পাট বিল, ২০১৭	পাট	০০.২৮.১৬	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৪/০৫/১৬	১৪/০২/১৭
১০৪	বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল বিল আইন, ২০১৬	মহিলা	০০.০২.১১	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৮/১২/১৬	২৭/০২/১৭
১০৫	ব্যাটালিয়ান আনসার (সংশোধন) বিল, ২০১৭	স্বরাষ্ট্র	০০.০২.১৪	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৯/০২/১৭	২৮/০২/১৭
১০৬	বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিল, ২০১৬	পরিকল্পনা	০০.০৮.০০	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৮/১২/১৬	০১/০৩/১৭
১০৭	বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল বিল, ২০১৭	শিক্ষা	০০.০২.২০	কণ্ঠভোটে নাকচ	১২/০২/১৭	০৭/০৩/১৭

বিলের নাম		মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত মোট সময়	জনমত যাচাই ও বাছাই প্রস্তাব	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	গৃহীত হওয়ার তারিখ
১০৮	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন বিল, ২০১৭	নৌ	০০.০৮.৫৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৯/০১/১৭	০৮/০৩/১৭
	১৫তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল					
১০৯	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) বিল, ২০১৭	কৃষি	০০.২১.২৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	৩০/০১/১৭	০৭/০৩/১৭
১১০	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) বিল, ২০১৭	কৃষি	০০.০২.৩০	কণ্ঠভোটে নাকচ	৩০/০১/১৭	০৭/০৩/১৭
	১৬তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল					
১১১	নির্দিষ্টকরণ (সম্পুরক) বিল আইন, ২০১৭	অর্থ	০০.০৩.২৭	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৬/০৬/১৭	০৬/০৬/১৭
১১২	অর্থ বিল, ২০১৭	অর্থ	০০.১৩.৩৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	০১/০৬/১৭	২৮/০৬/১৭
১১৩	নির্দিষ্টকরণ বিল, ২০১৭	অর্থ	০০.০১.১৭	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৯/০৬/১৭	২৯/০৬/১৭
১১৪	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল, ২০১৭	কৃষি	০০.০৬.৫৪	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৮/০৩/১৭	১০/০৭/১৭
১১৫	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ বিল, ২০১৭	যোগাযোগ	০০.৩৬.৫৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৬/০২/১৭	১১/০৭/১৭
১১৬	বেসামরিক বিমান চলাচল বিল, ২০১৭	বিমান	০০.১৬.৫৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৩/০৫/১৭	১১/০৭/১৭
১১৭	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল, ২০১৭	কৃষি	০০.৪১.৩৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৮/০৩/১৭	১২/০৭/১৭
	১৭তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল					
১১৮	Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 2017	আইন	০০.১৪.০১	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫/০১/১৭	১২/০৯/১৭
১১৯	স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল বিল, ২০১৭	ভূমি	০০.০৩.১১	কণ্ঠভোটে নাকচ	১০/০৭/১৭	১৪/০৯/১৭
	১৮তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল					
১২০	বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষণা ইনস্টিউট বিল, ২০১৭	কৃষি	০০.০৪.২১	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৫/০৬/১৭	১৩/১১/১৭
১২১	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন বিল, ২০১৭	বিজ্ঞান	০০.০৭.২৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	১১/০৬/১৭	১৫/১১/১৭
১২২	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেচ্ছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০১৭	শিক্ষা		কণ্ঠভোটে নাকচ	১০/০৯/১৭	২০/১১/১৭
	১৯তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল					
১২৩	মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (সংশোধন) বিল, ২০১৮	স্বাস্থ্য	০০.১৫.৫৪	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৩/০৯/১৭	০৯/০১/১৮

বিলের নাম		মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত মোট সময়	জনমত যাচাই ও বাছাই প্রস্তাব	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	গৃহীত হওয়ার তারিখ
১২৪	বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিসিয়ানস এন্ড সার্জনস বিল, ২০১৮	স্বাস্থ্য	০০.১৭.২৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	১১/০৯/১৭	১০/০১/১৮
১২৫	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল,২০১৮	গৃহায়ন	০০.১৩.৪৭	কণ্ঠভোটে নাকচ	১০/০৯/১৭	১৫/০১/১৮
১২৬	ব্যাংক-কোম্পানী (সংশোধন) বিল, ২০১৮	অর্থ	০০.১৬.০৬	কণ্ঠভোটে নাকচ	১২/০৯/১৭	১৬/০১/১৮
১২৭	কৃষি কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা বিল, ২০১৮	কৃষি	০০.২৩.০১	কণ্ঠভোটে নাকচ	১২/০৭/১৭	২১/০১/১৮
১২৮	বীজ বিল, ২০১৮	কৃষি	০০.২০.৫৬	কণ্ঠভোটে নাকচ	১১/০৯/১৭	২২/০১/১৮
১২৯	বিদ্যুৎ বিল, ২০১৮	বিদ্যুৎ	০০.১৭.৫০	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৪/১১/১৭	২৩/০১/১৮
১৩০	বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়া-জাতকরণ বিল, ২০১৮	শিল্প	০০.০৬.০৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	১০/০৭/১৭	২৪/০১/১৮
১৩১	শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় বিল,২০১৮	শিক্ষা	০০.০২.৫০	কণ্ঠভোটে নাকচ	২১/১১/১৭	২৮/০১/১৮
১৩২	ওয়ান স্টপ সার্ভিস বিল, ২০১৮	প্রঃ কাঃ	০০.১৮.১৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	১১/০৯/১৭	০৫/০২/১৮
১৩৩	আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুতবিচার) (সংশোধন) বিল, ২০১৮	স্বরাষ্ট্র	০০.০৭.০৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	২২/০১/১৮	১১/০২/১৮
১৩৪	কবি নজরুল ইনস্টিটিউট বিল, ২০১৮	সংস্কৃতি	০০.০৫.০০	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৫/১১/১৭	১২/০২/১৮
১৩৫	প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের প্রধানদের (নিয়োগ, বেতন,ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা) বিল, ২০১৮	প্রতিরক্ষা	০০.১৯.২৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৯/০১/১৮	১৯/০২/১৮
১৩৬	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিল, ২০১৮	যুব ও ক্রীড়া	০০.৩৭.৪৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	২২/০১/১৮	২৫/০২/১৮
১৩৭	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বিল, ২০১৮	স্থানীয় সরকার	০০.০৮.৫৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	২২/১১/১৭	২৬/০২/১৮
	২০তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল					
১৩৮	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা (সংশোধন) বিল, ২০১৮	বিঃ প্রযুক্তি	০০.২৯.২৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৫/০১/১৮	০৯/০৪/১৮
১৩৯	বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যান ট্রাস্ট বিল, ২০১৮	ধর্ম	০০.১২.২৪	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৪/০২/১৮	১০/০৪/১৮
১৪০	খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যান ট্রাস্ট বিল, ২০১৮	ধর্ম	০০.১০.৫০	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৪/০২/১৮	১০/০৪/১৮
১৪১	গাজীপুর মহানগরী পুলিশ বিল, ২০১৮	স্বরাষ্ট্র	০০.০৪.৩৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	১১/০২/১৮	১১/০৪/১৮

বিলের নাম		মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত মোট সময়	জনমত যাচাই ও বাছাই প্রস্তাব	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	গৃহীত হওয়ার তারিখ
১৪২	রংপুর মহানগরী পুলিশ বিল, ২০১৮	স্বরাষ্ট্র	০০.০৬.১৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	১১/০২/১৮	১১/০৪/১৮
	২১তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল					
১৪৩	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০১৮	অর্থ		কণ্ঠভোটে নাকচ	১১/০৬/১৮	১১/০৬/১৮
১৪৪	অর্থ বিল, ২০১৮	অর্থ	০০.০৯.০৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৭/০৬/১৮	২৭/০৬/১৮
১৪৫	নির্দিষ্টকরণ বিল, ২০১৮	অর্থ	০০.০৫.৫৪	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৮/০৬/১৮	২৮/০৬/১৮
১৪৬	বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস)	কৃষি	০০.৩৭.৩১	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৫/০২/১৮	০২/০৭/১৮
১৪৭	বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্টান জাতীয়করণ বিল, ২০১৮	শিল্প	০০.২২.২১	কণ্ঠভোটে নাকচ	১০/০৯/১৭	০৩/০৭/১৮
১৪৮	Sugar (Road Development Cease)(রহিতকরন)বিল, ২০১৮	শিল্প	০০.০৯.০৬	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৮/০২/১৮	০৩/০৭/১৮
১৪৯	ক্যান্টনমেন্ট বিল, ২০১৮	প্রতিরক্ষা	০০.১৪.২৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৪/১১/১৭	০৪/০৭/১৮
১৫০	আবহাওয়া বিল, ২০১৮	প্রতিরক্ষা	০০.২৪.২৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৮/০৪/১৮	০৪/০৭/১৮
১৫১	সংবিধান (সপ্তদশসংশোধন) বিল, ২০১৮	আইন	০০.১৫.৪১	কণ্ঠভোটে নাকচ	১০/০৪/১৮	০৮/০৭/১৮
১৫২	ওয়েজ আর্নাস কল্যান বোর্ড, ২০১৮	প্রবাসী	০০.১৩.৩৬	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৯/০১/১৮	০৯/০৭/১৮
১৫৩	চট্রগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল,২০১৮	গৃহায়ন	০০.২০.৪৪	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৫/০১/১৮	১০/০৭/১৮
১৫৪	খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল,২০১৮	গৃহায়ন	০০.১২.০৭	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৫/০১/১৮	১০/০৭/১৮
১৫৫	প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) বিল, ২০১৮	তথ্য	০০.১৪.৪৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	১১/০৪/১৮	১১/০৭/১৮
১৫৬	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষবিধান) (সংশোধন) বিল, ২০১৮	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	০০.০৯.০৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৪/০৭/১৮	১১/০৭/১৮
	২২তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল					
১৫৭	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বিল, ২০১৮	কৃষি	০০.২৬.৪৪	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৯/০৬/১৮	১২/০৯/১৮
১৫৮	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ২০১৮	কৃষি	০০.২৪.৪২	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৯/০৬/১৮	১২/০৯/১৮

বিলের নাম		মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত মোট সময়	জনমত যাচাই ও বাছাই প্রস্তাব	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	গৃহীত হওয়ার তারিখ
১৫৯	বস্ত্র বিল, ২০১৮	বস্ত্র	০০.২১.৫০	কণ্ঠভোটে নাকচ	১০/০৬/১৮	১২/০৯/১৮
১৬০	সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০১৮	স্বাস্থ্য	০০.২৯.১৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৯/০৭/১৮	১৩/০৯/১৮
১৬১	যৌতুক নিরোধ বিল, ২০১৮	মহিলা	০০.৩৩.৪৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫/০৬/১৮	১৬/০৯/১৮
১৬২	সার (ব্যবস্থাপনা)(সংশোধন) বিল, ২০১৮	কৃষি	০০.০৮.১৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	১০/০৭/১৮	১৬/০৯/১৮
১৬৩	জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমী বিল, ২০১৮	পরিকল্পনা	০০.২২.২৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	২০/০৬/১৮	১৭/০৯/১৮
১৬৪	হিন্দু ধর্মীয় কল্যান ট্রাস্ট বিল, ২০১৮	ধর্ম	০০.০৬.২২	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৬/০৬/১৮	১৭/০৯/১৮
১৬৫	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যান বোর্ড (সংশোধন) বিল, ২০১৮	জনপ্রশাসন	০০.১০.২০	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৯/০৭/১৮	১৮/০৯/১৮
১৬৬	কৃষি বিপণন বিল, ২০১৮	কৃষি	০০.২৭.০৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	১০/০৯/১৮	১৮/০৯/১৮
১৬৭	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল, ২০১৮	প্রঃ কার্যাঃ	০০.৩২.২১	কণ্ঠভোটে নাকচ	১০/০৯/১৮	১৮/০৯/১৮
১৬৮	ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল, ২০১৮	ডাক, তঃ প্রঃ	০০.৫০.৪৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৯/০৪/১৮	১৯/০৯/১৮
১৬৯	সড়ক পরিবহন বিল, ২০১৮	সঃ ও সেতু	০০.২৬.৫৪	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৩/০৯/১৮	১৯/০৯/১৮
১৭০	আল-হাইআতুলউলয়ালিল-জামি'আতিল কওমিয়া বাংলাদেশ' এর অধীন কওমি মাদ্রাসাসমূহে দাওরায়ে হাদিস (তাকমীল)- এর সনদকে মাস্টাস ডিগ্রি (ইসলামিক স্টাডিস ও আরবি)-এর সমমান প্রদান বিল, ২০১৮	শিক্ষা	০০.২০.৩৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	১০/০৯/১৮	১৯/০৯/১৮
১৭১	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বিল, ২০১৮	যুঃ ও ক্রীঃ	০০.১৯.৪৪	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫/০৬/১৮	২০/০৯/১৮
১৭২	পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রয়ত্ত্ব শিল্পপ্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকুরির শর্তাবলী) বিল, ২০১৮	শ্রম ও কর্ম সংস্থান	০০.১২.৫২	কণ্ঠভোটে নাকচ	১০/০৯/১৮	২০/০৯/১৮
১৭৩	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট বিল, ২০১৮	মুক্তিযুদ্ধ	০০.২১.২০	কণ্ঠভোটে নাকচ	১০/০৯/১৮	২০/০৯/১৮
১৭৪	কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাষ্ট বিল, ২০১৮	স্বাস্থ্য	০০.১৬.৩৭	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৮/০৯/১৮	২০/০৯/১৮
	২৩তম অধিবেশনে পাসকৃত বিল					

বিলের নাম		মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত মোট সময়	জনমত যাচাই ও বাছাই প্রস্তাব	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	গৃহীত হওয়ার তারিখ
১৭৫	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল, ২০১৮	মৎস্য ও প্রাঃ	০০.৩০.২৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	১০/০৯/১৮	২১/১০/১৮
১৭৬	শিশু (সংশোধন) বিল, ২০১৮	সমাজকল্যাণ	০০.২২.৪১	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৬/০৬/১৮ পুনঃ ১৮/০৯/১৮	২২/১০/১৮
১৭৭	হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট বিল, ২০১৮	গৃহায়ন	০০.৩৬.২২	কণ্ঠভোটে নাকচ	১২/০৯/১৮	২২/১০/১৮
১৭৮	ওজন ও পরিমাপ মানদন্ড বিল,২০১৮	শিল্প	০০.১৬.০৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	১২/০৯/১৮	২৩/১০/১৮
১৭৯	সরকারি চাকরি বিল.২০১৮	জনপ্রশাসন	০০.১৭.৫৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	২১/১০/১৮	২৪/১০/১৮
১৮০	বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) বিল, ২০১৮	শ্রম ও কর্ম	০০.৩৫.৩৬	কণ্ঠভোটে নাকচ	২১/১০/১৮	২৪/১০/১৮
১৮১	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি বিল, ২০১৮	মা ও শিশু	০০.১৮.৪৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	২১/১০/১৮	২৪/১০/১৮
১৮২	মানসিক স্বাস্থ্য বিল, ২০১৮	স্বা ও পরি	০০.১৯.০১	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৮/০৯/১৮	২৫/১০/১৮
১৮৩	সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রন ও নির্মূল) বিল, ২০১৮	স্বাস্থ্য	০০.১৬.২৬	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৭/০৯/১৮	২৫/১০/১৮
১৮৪	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড বিল, ২০১৮	শিক্ষা	০০.২০.১৭	কণ্ঠভোটে নাকচ	২২/১০/১৮	২৫/১০/১৮
১৮৫	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিল, ২০১৮	স্বরাষ্ট্র	০০.১৮.২১	কণ্ঠভোটে নাকচ	২২/১০/১৮	২৭/১০/১৮
১৮৬	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষন কেন্দ্র বিল, ২০১৮	জনপ্রশাসন	০০.১৭.৫৬	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৪/১০/১৮	২৭/১০/১৮
১৮৭	বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বিল, ২০১৮	তথ্য	০০.২৩.৪০	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৮/০৯/১৮	২৭/১০/১৮
১৮৮	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বিল, ২০১৮	শিক্ষা	০০.১৭.৫৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৪/১০/১৮	২৮/১০/১৮
১৮৯	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট বিল, ২০১৮	শিল্প	০০.২১.০৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	২১/১০/১৮	২৮/১০/১৮
১৯০	মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিল, ২০১৮	মৎস্য ও প্রাঃ	০০.১৭.১১	কণ্ঠভোটে নাকচ	২১/১০/১৮	২৮/১০/১৮
১৯১	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল, ২০১৮	মৎস্য ও প্রাঃ	০০.০২.৫০	কণ্ঠভোটে নাকচ	২১/১০/১৮	২৮/১০/১৮
১৯২	কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস বিল,২০১৮	বাণিজ্য	০০.২৩.১৪	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫/১০/১৮	২৯/১০/১৮
১৯৩	বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল বিল,২০১৮	সমাজঃ	০০.২০.৫২	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫/১০/১৮	২৯/১০/১৮

পরিশিষ্ট ৪.১: প্রশ্নোত্তর পর্বে সরাসরি উত্তর প্রদানের অধিবেশনভিত্তিক কার্যদিবস

অধিবেশন	প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব (কার্যদিবস)	মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব (কার্যদিবস)
প্রথম	৬	৩১
দ্বিতীয়	২	৩
তৃতীয়	৩	১৩
চতুর্থ	১	৭
পঞ্চম	৮	২২
ষষ্ঠ	১	৪
সপ্তম	২	৮
অষ্টম	১	১১
নবম	৫	১৬
দশম	২	৫
একাদশ	৫	৭
দ্বাদশ	১	৮
ত্রয়োদশ	১	৫
চতুর্দশ	১	৭
পঞ্চদশ	১	৪
ষষ্ঠদশ	২	৬
সপ্তদশ	১	৩
অষ্টাদশ	২	৯
উনবিংশতিতম	৪	১৯
বিংশতিতম	২	৪
একবিংশতিতম	৩	১০
বাইশতম	২	৬
তেইশমতম	১	৩
মোট	৫৭	২১১

পরিশিষ্ট ৪.২: মন্ত্রীদের সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক প্রশ্নের সংখ্যা

মন্ত্রণালয়	প্রশ্নের সংখ্যা
বিদ্যুৎ, খনিজ ও জ্বালানী	৭০
অর্থ	৮৩
কৃষি	৩৬
পাট ও বস্ত্র	৬
আইন, বিচার ও সংসদ	১৭

মন্ত্রণালয়	প্রশ্নের সংখ্যা
পরিকল্পনা	৪৩
ডাক ও টেলিযোগাযোগ	২৭
স্বরাষ্ট্র	৯০
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৯২
শ্রম ও কমসংস্থান	৩
প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান	৩৯
ভূমি	১৯
তথ্য	১৮
সংস্কৃতি	৭
সমাজকল্যান	২৩
শিল্প	২২
পানি সম্পদ	৭০
বাণিজ্য	২০
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পযটন মন্ত্রণালয়	৭
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	৫০
খাদ্য	২৫
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	২২
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	৭০
পররাষ্ট্র	১৩
শিক্ষা	৫৩
মৎস্য ও পশুসম্পদ	৪২
নৌ-পরিবহন	১৮
পরিবেশ ও বন	১৮
রেল যোগাযোগ	২২
সড়ক ও সেতু	৭৪
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	১৭
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৬
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	৩
যুব ও ক্রীড়া	৩১
গৃহায়ন ও গণপূর্ত	৪
ধর্ম	১৭
মহিলা ও শিশু	৩০
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১৫
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৬
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১
মোট	১২২৯

পরিশিষ্ট ৪.৩: দশম সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের সময়

অধিবেশন	রাষ্ট্রপতি	তারিখ	সময়
প্রথম	মোঃ আবদুল হামিদ	২৯ জানুয়ারি ২০১৪	৪০ মিনিট

পঞ্চম	মোঃ আবদুল হামিদ	১৯ জানুয়ারি ২০১৫	১ ঘন্টা ১৪ মিনিট
নবম	মোঃ আবদুল হামিদ	২৫ জানুয়ারি ২০১৬	৩৮ মিনিট
চর্তুদশ	মোঃ আবদুল হামিদ	২২ জানুয়ারি ২০১৭	১ ঘন্টা ০৪ মিনিট
ঊনবিংশ	মোঃ আবদুল হামিদ	০৭ জানুয়ারি ২০১৮	১ ঘন্টা ১০ মিনিট

পরিশিষ্ট ৪.৪ : প্রত্যাহৃত নোটিসসমূহ

১. চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডু উপজেলা সদরে একটি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা;
২. ঢাকার মৃধাবাড়ী থেকে শনির আখড়া হয়ে শ্যামপুর ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তাটি দ্রুত নির্মাণ করা;
৩. ঢাকার মতিঝিলস্থ বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ফাউন্ডেশনের ঐতিহাসিক ভবনকে অবৈধ দললমুক্ত করিয়া প্রকৃত কৃষক সমবায়ীদের হাতে হস্তান্তর করা;
৪. নেত্রকোনা জেলার ঠাকুরকোণা-কলমাকান্দা রাস্তাটি অবিলম্বে সংস্কার ও প্রশস্ত করা;
৫. জলঢাকা উপজেলা স্বাস্থ্য করপ্লেক্সটিতে জরুরি ভিত্তিতে একটি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা;
৬. নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলায় পাঁচদোনা-ডাঙা হইয়া ঘোড়াশাল পর্যন্ত সড়কটি দ্রুত উন্নয়ন করা;
৭. ঢাকার মাতুয়াইল মা ও শিশু মাতৃসদন ইন্সটিটিউটকে পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত করা;
৮. কুড়িগ্রাম জেলা সদরে একটি ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়াবেটিক হাসপাতালের নির্মাণ কাজ অবিলম্বে শুরু করা;
৯. নওগাঁ জেলায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা;
১০. দেশের প্রতিটি উপজেলা সদরে একটি করিয়া শিশু একাডেমীর শাখা প্রতিষ্ঠা করা;
১১. নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর ও বদলগাছী উপজেলাধীন সকল কাঁচা রাস্তা পাকা করা;
১২. ফরিদগঞ্জ থানাটিকে বিভক্ত করিয়া ফরিদগঞ্জ পূর্ব ও ফরিদগঞ্জ পশ্চিম নামে দুইটি থানায় রূপান্তর করা;
১৩. চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার নদী ভাঙ্গন রোধসহ প্রয়োজনীয় বাঁধ নির্মাণ করা;
১৪. নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনী পৌর এলাকার ১৯৪০/৪১ সালে সরকার কর্তৃক একোয়ারকৃত আলীপুর, করিমপুর, গনিপুর, নজিরপুর ও মিরওয়ারিশপুর মৌজার সরকারী জমিসমূহ অবমুক্ত করিয়া প্রকৃত কাগজধারী পূর্ববর্তী মালিকদের ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
১৫. চাঁদপুর জেলায় একটি কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা;
১৬. নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার উপজেলা সদরে একটি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা;
১৭. চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার বিদ্যুৎবিহীন গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা;
১৮. নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার সকল কাঁচা রাস্তা পাকা করা;
১৯. চট্টগ্রাম-৪ নির্বাচনী এলাকার উপকূলীয় বেড়ি বাঁধগুলো সংস্কার ও উচ্চতা বৃদ্ধির দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
২০. পিরোজপুর জেলার মঠবাড়ীয়া, বামনা ও পাথরঘাটা উপজেলা নিয়ে মঠবাড়ীয়া জেলা করা;
২১. নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর বিমান বন্দরটিকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উন্নীত করা;
২২. মাদারীপুর জেলায় প্রাকৃতিক গ্যাস লাইন সম্প্রসারণ করা;
২৩. অবিলম্বে মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনাদের একটি তালিকা করিয়া মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা;
২৪. কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলায় একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করা;
২৫. পাবনা জেলা সাঁথিয়া ও বেড়া উপজেলাসহ দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করিয়া পৃথক মহিলা কলেজ ও সাধারণ কলেজকে সরকারিকরণ করা;
২৬. ঢাকা-১৭ নির্বাচনী এলাকার কালাচাঁদপুর স্কুল এন্ড কলেজটি অবিলম্বে সরকারিকরণ করা;
২৭. লক্ষ্মীপুরের নব গঠিত চন্দ্রগঞ্জ থানাকে উপজেলায় উন্নীত করা;
২৮. নারায়ণগঞ্জ জেলায় একটি কৃষি কলেজ স্থাপন করা;
২৯. রাজশাহী জেলার পবা এবং মোহনপুর উপজেলার জরাজীর্ণ রাস্তাসমূহ সংস্কারকল্পে এককালীন ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেওয়া;

৩০. নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার উপজেলার প্রাকৃতিক গ্যাসবিহীন এলাকায় দ্রুত প্রাকৃতিক গ্যাস লাইন সম্প্রসারণ;
৩১. রাজধানী ঢাকায় কর্মরত পুলিশ সদস্যদের আবাসন সঙ্কট নিরসনে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ;
৩২. লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলাধীন নবগঠিত চন্দ্রগঞ্জ থানা ভবনটি স্থায়ীভাবে নির্মাণ;
৩৩. ইন্টারনেট অপরাধী শনাক্তকরণে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩৪. গত বর্ষা মৌসুমে প্রবল বর্ষণ ও বন্যায় নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাঘাট সংস্কার ও পুনঃ পাকাকরণের লক্ষ্যে এককালীন প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেওয়া;
৩৫. নাটোর সদর উপজেলায় একটি আই, টি পার্ক স্থাপন করা;
৩৬. মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া ও কমলগঞ্জ উপজেলার সকল কাঁচা রাস্তা পাকা করা;
৩৭. অবিলম্বে মাইকেল মধু সুদন দত্তের স্মৃতি বিজড়িত যশোরের কেশবপুরে একটি সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা;
৩৮. নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা সদরে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা;
৩৯. যশোর বিমান বন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উন্নীত করা;
৪০. কুশিয়ারা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গনের কবল হতে সিলেট জেলার ফেঞ্চুকগঞ্জ উপজেলার বেলকোনা হইতে গয়াসি পর্যন্ত ৩/৪ কিলোমিটার ফসলী জমি-জমা, বাড়ি-ঘর ও রাস্তা-ঘাট রক্ষাকল্পে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
৪১. চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলায় অবিলম্বে ১০টি সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ করা হউক;
৪২. দেশের খাদ্য উদ্বৃত্তের জেলা ও খাদ্য ভান্ডার খ্যাত নওগাঁ জেলাসহ নওগাঁ-৬ নির্বাচনী এলাকায় খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা হউক;
৪৩. চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার কাল্লুশাহ মাজার সংলগ্ন ওভার ব্রীজের নিচে একটি আন্ডারপাস নির্মাণ করা হউক;
৪৪. জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৬ (অধ্যাদেশ নং-২,)) অধ্যাদেশ অননুমোদন (প্রত্যাখ্যাত);
৪৫. লক্ষ্মীপুরের নব গঠিত চন্দ্রগঞ্জ থানাকে উপজেলায় উন্নীত করা;
৪৬. লক্ষীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলা হাসপাতালকে ২০০ শয্যায় উন্নীত করা;
৪৭. গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধেও ইতিহাস বিকৃতীকারীদেও শাস্তির জন্য আইন করা;
৪৮. খুলনার বাটিয়াঘাটা ও দাকোপ ওয়াপদা বেড়ি বাধের স্লুইস ও ফ্লাসিং গেটগুলি অবিলম্বে সংস্কার করা,
৪৯. ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলায় একটি কৃষি কলেজ স্থাপন করা,
৫০. ঢাকা -মংলা হাইওয়ের গোপালগঞ্জ জেলার মুরশিদপুর উপজেলায় একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন করা,
৫১. চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে আবাসিক গ্যাস লাইন সম্প্রসারণ করা,
৫২. মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তকে ধাপে ধাপে আমাদেও স্বাধীকার আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের অধিসংবাদিত নের্তৃত্বেও গেন্ণবময় উতিহাস অন্তর্ভূক্ত করা হোক;
৫৩. বগুড়া জেলা শহরের সাত মাথা থেকে দত্তবাড়ি পর্যন্ত ফ্লাইওভার নির্মান করা হোক;
৫৪. ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর কোটচাদপু উপজেলার মধ্যবর্তী স্থানে একটি কৃষি কলেজ স্থাপন করা হোক;
৫৫. সরকারি ব্যবস্থাপনায় মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায় একটি নার্সিং ট্রেনিং ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হোক;
৫৬. কৃষি সেচ সুবিধার্থে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলায় একটি কাভার্ড ডেম নির্মান করা;
৫৭. বৃহত্তর জনস্বার্থে চাঁদপুর ৪ নির্বাচনী এলাকায় (ফরিদগঞ্জ) গ্যাস সংযোগ প্রদান করা;
৫৮. খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার কপিলমুনি বাজারস্থ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালটি 'ভরতচন্দ্র হাসপাতাল' নামকরণ করিয়া হাসপাতালটি ৩১ শয্যায় উন্নীত করা হউক।";
৫৯. নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার জন্য জরুরী ভিত্তিতে একটি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হউক;
৬০. ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার সকল এম.পি.ও বিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এম.পি.ও ভুক্ত করা হউক;
৬১. ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় গ্যাস লাইন সম্প্রসারণ করা হউক;
৬২. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনিয়ম ও ত্রুটিমুক্ত করার জন্য স্চছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
৬৩. খুলনা-১ নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে রাসেল স্মৃতি আইসিটি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হউক;
৬৪. অবিলম্বে চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলাকে পর্যটন এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হউক|
৬৫. খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার কপিলমুনি বাজারস্থ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালটি 'ভরতচন্দ্র হাসপাতাল' নামকরণ করিয়া হাসপাতালটি ৩১ শয্যায় উন্নীত করা হউক;

৬৬. পরিবেশ দূষণের সাথে সম্পৃক্ত দেশের ইটভাটা, কল কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো পরিবেশ সম্মত করার ব্যবস্থা করা হউক; এবং

৬৭. চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে আবাসিক গ্যাস লাইন সম্প্রসারণ করা হউক।

পরিশিষ্ট ৪.৫: ৭১ বিধিতে জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য গৃহীত নোটিসের সংখ্যা

অধিবেশন	সরকারি দল	প্রধাণ বিরোধী দল	অন্যান্য বিরোধী দল	মোট
প্রথম	০৯	০৪	০২	১৫
দ্বিতীয় – ষষ্ঠ	৫৫	১৮	০৯	৮২
সপ্তম – ত্রয়োদশ	৬৪	২৩	০৩	৯০
চতুদশ – অষ্টাদশ	৪৪	১৪	০২	৬০
ঊনবিংশ – তেইশতম	৩০	১১	০১	৪২
মোট	২০২	৭০	১৭	২৮৯

পরিশিষ্ট ৪.৬: ৭১ বিধিতে জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক আলোচিত নোটিসের সংখ্যা

মন্ত্রনালয়ের নাম	প্রশ্নের সংখ্যা
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৩
বিদ্যুৎ, খনিজ ও জ্বালানী	২
অর্থ	২
কৃষি	৩
আইন, বিচার ও সংসদ	২
পরিকল্পনা	১
ডাক ও টেলিযোগাযোগ	২
স্বরাষ্ট্র	৬
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭
শ্রম ও কমসংস্থান	১
প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান	২
ভূমি	২
তথ্য	২
সংস্কৃতি	২
শিল্প	৬
পানি সম্পদ	১৬
বাণিজ্য	১
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পযটন মন্ত্রণালয়	৬
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	৩
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	১
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	৩৩
শিক্ষা	১৫
মৎস্য ও পশুসম্পদ	৩
নৌ-পরিবহন	৭
পরিবেশ ও বন	৬

মন্ত্রনালয়ের নাম	প্রশ্নের সংখ্যা
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৩
রেল যোগাযোগ	৯
সড়ক ও সেতু	১৭
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	২
যুব ও ক্রীড়া	২
গৃহায়ন ও গণপূর্ত	১
মহিলা ও শিশু	৩
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	২
মোট	১৭০

পরিশিষ্ট ৪.৭: ৭১ (ক) বিধিতে জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক আলোচিত নোটিসের সংখ্যা

মন্ত্রনালয়ের নাম	প্রশ্নের সংখ্যা
জনপ্রশাসন	১
প্রতিরক্ষা	১
বিদ্যুৎ, খনিজ ও জ্বালানী	৮৫
অর্থ	২০
কৃষি	১৬
আইন, বিচার ও সংসদ	১৭
পরিকল্পনা	৯
ডাক ও টেলিযোগাযোগ	১০
স্বরাষ্ট্র	১০৫
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	২২৯
শ্রম ও কমসংস্থান	৫
প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান	১০
ভূমি	১৯
তথ্য	১৪
সংস্কৃতি	৮
শিল্প	১৯
সমাজ কল্যাণ	৬
পানি সম্পদ	১১৬
বাণিজ্য	১৩
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পযটন মন্ত্রণালয়	১৮
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	২৮
খাদ্য	৯
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	১২
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	১৫৮
পররাষ্ট্র	৩
শিক্ষা	১৪০
মৎস্য ও পশুসম্পদ	১৫
নৌ পরিবহন	২৮

মন্ত্রনালয়ের নাম	প্রশ্নের সংখ্যা
পরিবেশ ও বন	২৪
রেল যোগাযোগ	৪১
সড়ক ও সেতু	১৯৬
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	১৩
যুব ও ক্রীড়া	৫
গৃহায়ন ও গণপূর্ত	৭
মহিলা ও শিশু	৮
ধর্ম	৪
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	৮
মোট	১৪২০

পরিশিষ্ট ৪.৮: মূলতবি প্রস্তাবের বিষয়সমূহ

১. ঢাকা সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে দিনে অর্ধকোটি টাকার চাঁদাবাজি;
২. বাংলাদেশ রেলওয়েতে বছরে ২৯ কোটি টাকার তেল চুরি;
৩. মেঘনায় অবাধে চলছে জাটকা শিকার;
৪. রংপুর মেডিকেল কলেজে দুইবছরে দেড় কোটি টাকার ওষুধ চুরি;
৫. শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর - দুর্নীতির দুর্গ;
৬. গুম, খুন ও অপহরণের বিরুদ্ধে জরুরী ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান;
৭. আইন শৃঙ্খলার হঠাৎ অবনতি প্রতিরোধের লক্ষে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান;
৮. জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের দুই হাজার কোটি টাকার ১৮০টি প্রকল্পের দুর্নীতি ও অনিয়ম;
৯. মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম নীতি উপেক্ষা করে উচ্চ হারে পরীক্ষার ফি আদায়;
১০. পুলিশের ভূয়া ওয়ারেন্ট বাণিজ্য;
১১. এসি ল্যাণ্ড অফিসের তহশিলদারের অর্থ লিপ্সা থেকে সাধারণ জনগণকে নিষ্কৃতি দেওয়া;
১২. ঢাকাস্থ শাহজাহনপুর রেলওয়ে কলোনী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের হয়রানি রোধে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান;
১৩. বিশ্ব বাজারে তেলের দাম কমলেও বাংলাদেশে দাম না কমা;
১৪. গ্যাস সঙ্কটে নাজেহাল পুরান ঢাকাসহ সমগ্র ঢাকাবাসীর জন্য প্রতিকারের উদ্যোগ আহ্বান;
১৫. দেশের মানুষের নিরাপত্তাহীন দৈনন্দিন জীবন ও প্রতিকারে সরকারের উদ্যোগ আহ্বান;
১৬. শ্যালা নদীতে অয়েল ট্যাঙ্কার ডুবে সুন্দরবন এলাকার জীব, মৎস্য সহ অন্যান্য জলজ প্রাণী ও বৃক্ষের উপর মারাত্বক প্রতিক্রিয়া ও এর প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান;
১৭. খাল দখল করে কালভার্ট নির্মাণ;
১৮. ঘুষ দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত এসি ল্যান্ড অফিস, জিম্মি সাধারণ মানুষ, কোটিপতি গুলশান ভুমি অফিসের নাজির মিজান;
১৯. ভয়ঙ্কর জেএমবি ফিরে আসা, নিমুলের কৌশল নির্ধারণ;
২০. ঝুকি ও জঞ্জাল ফুট ওভার ব্রিজ;
২১. দুই বছরে ১৬৯৩টি রপ্তানীমুখি পোষাক কারখানা বন্ধ, কয়েকলক্ষ শ্রমিকের চাকরি হারানো;
২২. গণ পরিবহন খাত নিয়ন্ত্রণহীন;
২৩. শিক্ষা লাভের অধিকার রক্ষার্থে অবিলম্বে বর্ধিত বেতন ধার্যের সিদ্ধান্ত বাতিল;
২৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের বরখেলাপ, ভুমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের অবজ্ঞা এবং উৎকোচের বিনিময়ে ফরিয়াদকারী সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের হওয়ায় এসি ল্যান্ড ফারুক আহম্মদ অভিযোগ না শুনে তাকে কক্ষ থেকে বের করে দিয়ে প্রতিপক্ষের পক্ষ অবলম্বন করায় এসি ল্যান্ডের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;
২৫. বন্ড সুবিধার অপব্যবহারকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান প্রসঙ্গে;

২৬. ঢাকার নন্দীপাড়াস্থ সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারকে রক্ষাকল্পে ঢাকাস্থ জয়কালী মন্দির ভূমি অফিস, ডেমরা সার্কেল এসিল্যান্ড আব্দুল মালেক ও তার অফিস স্টাফ দেলোয়ার হোসেন তালুকদারের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহন প্রসঙ্গে;
২৭. কুরিয়ার সার্ভিসে হুন্ডি অর্থ পাচার, দেশের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক হুমকি রোধকরণ প্রসঙ্গে;
২৮. অর্থ লোপাটের রামরাজত্ব ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সরকারের কোটি কোটি টাকা ক্ষতি প্রসঙ্গে;
২৯. সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন এলাকায় মাদকাসক্ত ছেলেদের কর্তৃক নারীদের ধর্ষণ ও পরবর্তীতে হত্যার মত জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে প্রসঙ্গে; এবং
৩০. চাকুরীর কোটা ব্যবস্থা সংস্কার করার লক্ষ্যে ছাত্রদের আন্দোলনে উদ্ভূত পরিস্থিতি সমাধান করার লক্ষ্যে সংসদের সংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচনা করার প্রসঙ্গে।

পরিশিষ্ট ৪.৯: আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ (২০১৫-১৬)

List of International Agreements: 2015 & 2016(Indicative and Incomplete)

Sl. No.	Agreements	Signed on
	A. INDIA	
1.	Bilateral Trade Agreement (renewal)	06/06/2015
2.	Exchange of Instruments of Ratification of 1974 Land Boundary Agreement and its 2011 Protocol	
3.	Exchange of letters on Modalities for implementation of 1974 Land Boundary Agreement and its 2011 Protocol	
4.	Agreement on Coastal Shipping between Bangladesh and India	
5.	Protocol on Inland Water Transit and Trade (renewal)	
6.	Bilateral Cooperation Agreement between Bangladesh Standards & Testing Institution (BSTI) and Bureau of Indian Standards (BIS) on Cooperation in the field of Standardization	
7.	Agreement on Dhaka-Shillong-Guwahati Bus Service and its Protocol	
8.	Agreement on Kolkata-Dhaka-Agartala Bus Service and its Protocol	
9.	Agreement between Coast Guards	
10.	Prevention of Human Trafficking	
11.	Agreement on Prevention of Smuggling and Circulation of Fake Currency Notes	
12.	Statement of Intent on Bangladesh-India Education Cooperation (adoption)	
13.	Agreement between Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) and Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) for leasing of international bandwidth for internet at Akhaura	
14.	A Project under IECC (India Endowment for Climate Change) of SAARC	
15.	Cultural Exchange Program for the years 2015-17	
16.	Use of Chittagong and Mongla Ports	
17. – 21.	**Theme:** 5 more agreements on education, infrastructure development etc.	

source:http://bdnews24.com/bangladesh/2015/06/06/list-of-bangladesh-india-bilateral-deals-signed-during-modis-dhaka-visit(Published: 2015-06-06) http://www.thedailystar.net/city/agreements-signed-between-bangladesh-and-india (June 2015)		
B. CHINA		
22.	A cooperation agreement on increasing investment and production capacity building, under which 28 development projects	14/10/2016
23.	An economic and technical cooperation agreement	
24.	Loan agreement for Karnaphuli tunnel construction	
25.	Credit agreement for Dashekandi Sewerage Treatment Plant project	
26. – 29.	Four loan deals with regards to six ships	
30.	Framework agreements for constructing Karnaphuli tunnel	
31.	Framework agreements for constructing Dasherkandi plant	
32.	The projects of Karnaphuli Multi-Lane	
33.	Tunnel project in Chittagong, the Confucius Institute at Dhaka University	
34.	The Tier-4 National Data Centre in Gazipur's Kaliakoir	
35.	Shahjalal Fertiliser Company Limited in Fenchuganj	
36.	A 1320 megawatt thermal power plant in Patuakhali's Payra	
37.	A 1320 MW coal-fired power plant in Chittagong's Banshkhali	
38. – 48.	**Theme:** 11 more agreements on construction and operation of infrastructure, metallurgy and material, resource processing, equipment manufacturing, light industry, electronics and textiles, semiconductors and nanotechnology, industry clusters, developing and investing in the ICT sector, river management, including dredging with land reclamation, deepen trade and investment cooperation and identified infrastructure, industrial capacity cooperation, energy and power, transportation, information and communication technology, agriculture.	
Sources: http://bdnews24.com/bangladesh/2016/10/14/bangladesh-chinasign-27-deals-as-president-xi-visits-dhaka(Published: 2016-10-14) http://www.reuters.com/article/us-bangladesh-china-idUSKCN12D34M?il=0 (Published: Fri Oct 14, 2016) http://www.thedailystar.net/frontpage/bangladesh-china-joint-statement-1299403 (16 October 2016)		
C. Bahrain		
49.	Agreement for the Avoidance of Double Taxation	22/12/2015
50.	Agreement on the Promotion and Protection of Investments	

Source: Ministry of Finance, Kingdom of Bahrain (http://www.mof.gov.bh/topiclist.asp?ctype=agree&id=109)		
D. Russian Federation		
51.	Visa Waiver Agreement	15/06/2015
52.	General Contract for the main stage of "Rooppur"nuclear power plant	25/12/2016
Source: http://bangladesh.mid.ru/bilateral-relations		
E. Japan		
53.	**Japanese ODA loan agreement** Source: https://www.jica.go.jp/english/news/press/2015/151214_01.html	13/12/2016
F: Netherlands		
54.	**Water Agreement** on sustainable protection of Bangladesh against flooding, and ensuring a sufficient supply of clean drinking water and improving sanitation Source: https://www.government.nl/latest/news/2015/06/16/ministers-schultz-and-ploumen-sign-water-agreements-with-bangladesh	16/06/2015
G: Sweden		
55.	Cooperation agreement for workers' rights in the textile industry Source: http://www.government.se/press-releases/2015/09/government-to-sign-international-cooperation-agreement-for-workers-rights-in-the-textile-industry/	26/09/2015
H: Multilateral Agreement: Bangladesh, Bhutan, India and Nepal		
56.	Motor Vehicle Agreement for the Regulation of Passenger, Personal and Cargo Vehicular Traffic amongstBangladesh, Bhutan, India and Nepal (BBIN). Source: http://bdnews24.com/bangladesh/2015/06/15/bangladesh-bhutan-india-nepal-sign-motor-vehicle-agreement (Published: 2015-06-15)	15/06/2016
I: United Nations		
57.	Paris Climate Agreement Source: Press Release: Permanent Mission of Bangladesh To The United Nations (Date: 22 April 2016)	22/04/2016
J: Malaysia		
58.	Free Trade Agreement (FTA)	Specific date not found: Year 2016

	Source: The Star Business Report: FTA with Malaysia this year: (19 January 2016)	
K: Sri Lanka		
59.	Free Trade Agreement (FTA) The Star Business Report: Bangladesh, Sri Lanka agree to sign FTA (10 November 2016)	Specific date not found: Year 2016
L: Denmark		
60.	Five Year Cooperation agreement with Danish Government Source: http://bdnews24.com/economy/2016/05/01/denmark-approves-five-year-development-partnership-with-bangladesh	09-06-2016

পরিশিষ্ট ৪.১০: দশমজাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহের অনুষ্ঠিত বৈঠক সংখ্যা

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	স্থায়ী কমিটির বৈঠক সংখ্যা	সাব কমিটি গঠন সংখ্যা	সাব কমিটির বৈঠক সংখ্যা	সার্বিক গড় উপস্থিতি (%)
১.	কার্য-উপদেষ্টা কমিটি -১৫	২১	০	০	৭৬
২.	সংসদ কমিটি -১২	১৩	৩	৪	৭০
৩.	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০	০	০	০
৪.	কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০	০	০	০
৫.	বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি	৫	০	০	৬০
৬.	পিটিশন কমিটি	২	০	০	৫০
৭.	লাইব্রেরী কমিটি	৯	০	০	৭০
৮.	সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি -১৫	১০৮	০	০	৫০
৯.	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	৩২	০	০	৬৫
১০.	অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি	২৭	৩	১২	৭০
১১.	সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি - ৮	৪৪	০	০	৬৬
১২.	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪৪	৪	১৫	৬২
১৩.	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৫	১	৩	৫৩
১৪.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৮	২	৮	৫০
১৫.	স্থানীয় সরকার,পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২১	২	৩	৬৫
১৬.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৯	০	০	৬১
১৭.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৯	২	৫	৬৩

১৮.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৫	২	৯	৬৬
১৯.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৬	২	৪	৪৫
২০.	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৩	৫	১২	৪৩
২১.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২০	০	০	৭০
২২.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৬	১	৩	৪২
২৩.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৫	৩	৪	৬৩
২৪.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩১	০	০	৭৮
২৫.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৬	৩	৪	৬৪
২৬.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮	২	৩	৪৩
২৭.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৮	১	৬	৪৪
২৮.	তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৬	৪	১৪	৪০
২৯.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২০	২	২	৭৫
৩০.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪০	৪	৮	৬৮
৩১.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬৩	৩	১৫	৬২
৩২.	সড়ক, পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩২	৫	৪	৪৬
৩৩.	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪৬	২	৭	৪৮
৩৪.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫০	০	০	৫১
৩৫.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩১	৩	৬	৫৭
৩৬.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৫	৫	৭	৪৭
৩৭.	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪৬	৫	২৪	৫৮
৩৮.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৪	২	৬	৫৮
৩৯.	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩২	২	৪	৬০
৪০.	ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৮	১	০	৩৮
৪১.	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৮	২	৩	৭৩
৪২.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪৭	১১	১৮	৬০
৪৩.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৯	৩	৩০	৬১

৪৪.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪১	২	৬	৬৯
৪৫.	সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩১	০	০	৫৮
৪৬.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৯	০	০	৩৮
৪৭.	পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৫	২	২	৪৩
৪৮.	রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫১	২	৪	৬০
৪৯.	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৩	৫	২	৬০
৫০.	খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৪	৩	৫	৫১
	সর্বমোট	**১৫৬৬**	**১০৪**	**২৬২**	**৫৫**

২টি কমিটির রিপোর্ট (বিশেষ অধিকার ও কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ীকমিটি) প্রকাশিত হয়নি ।

তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়

পরিশিষ্ট ৪.১১: দশমজাতীয় সংসদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটিসমূহের অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্পর্কিত সুপারিশ (প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী)

প্রকাশিত ও প্রাপ্ত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন কমিটির প্রস্তাবিত সুপারিশ পর্যবেক্ষণ করে কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্পর্কিত সুপারিশ -

- অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসায় জড়িত রাজনৈতিক ব্যক্তি ও আমলাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ;
- বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-এর টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অনিয়ম নিয়ে অসন্তুষ্টি ও ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ;
- ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তে পৃথক কমিটি গঠনের সুপারিশ;
- নৌ-দুর্ঘটনা রোধে আন্ত:মন্ত্রণালয়কে সমন্বিতভাবে কাজ করার এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ;
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) - এর দুর্নীতি দুরীকরণে ও প্রতিষ্ঠানকে গতিশীল করতে চার সদস্য বিশিষ্ট সাব-কমিটি গঠন এবং দুই মাসের মধ্যে রিপোর্ট উপস্থাপন;
- মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের অবৈধ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- খাদ্য গুদামে চুরি, আত্মসাত ও দুর্নীতি রোধকল্পে জড়িত কর্মকর্তা - কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গুরুদন্ডের ব্যবস্থা;
- খাদ্য মন্ত্রণালয়ে বদলির ক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে অধিকতর তৎপর হওয়া;
- বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ কর্পোরেশন (বিটিএমসি) - এর অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতায় আর কে মিশন রোডে অবৈধ ভবন নির্মাণ ও অনিয়ম সংঘঠিত হয়েছে অনুমিত হওয়ার বিষয়টি তদন্তের জন্য বিটিএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ;
- তনিমা এন্টারপ্রাইজের মালিক নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের আনীত অভিযোগের বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদন্ত পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ;
- বেসিক ব্যাংকের ঋণ কেলেংকারির সাথে ব্যাংকের সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে সে সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন কমিটিতে উপস্থাপনের সুপারিশ;
- জেলা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসগুলোর দুর্নীতি তদন্ত করা;
- বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) - এর নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম দুর্নীতি বিষয়ে বিটিভির মহাপরিচালককে তার লিখিত বা মৌখিক বক্তব্য রাখার জন্য সুপারিশ;
- নিয়ম মোতাবেক কার্ড বিতরণ না হলে তা মাননীয় মন্ত্রীকে অবহিত করা এবং কিভাবে গম আত্মসাত হল তা তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠনের পরামশ
- উখিয়া টেকনাফ উপজেলায় দুর্নীতিবাজ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে বদলির বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ;

- ঠিকাদার কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং দুর্নীতির মাধ্যমে মন্ত্রণালয় থেকে টাকার বিনিময়ে বিশেষ বরাদ্দ পাওয়ার বিষয়টি সঠিক কিনা এবং তা দুর্নীতির আওতায় পড়ে কিনা তার তদন্ত করা;
- দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সোলার প্যানেল স্থাপনে ইউকলের বিষয়টি ভালভাবে জানার আহ্বান;
- কালো তালিকভুক্ত ৬৭টি হজ এজেন্সির নাম বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশ করা এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্সির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া;
- ট্রলি ব্যাগের গুনগত মান ঠিক আছে কিনা তা যাচাই-বাছাই করার লক্ষ্যে তিন সদস্যের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন;
- পরিধারণ কমিটি ট্রলি ব্যাগ সরবরাহের বিষয়টি তদন্ত করে সুপারিশ সম্বলিত একটি রিপোর্ট মূল কমিটিতে পেশ করা এবং মূল কমিটি মন্ত্রণালয়কে পরিধারণ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সুপারিশ;
- ২০১৬ সালের হজ কার্যক্রম সুষ্ঠু ,সুন্দর ও সুচারুরূপে অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ;
- বিমানে টিকেট বুকিং দিয়েও হজ যাত্রী প্রেরণ না করার সাথে জড়িত হাব বা হজ্জ এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃথকভাবে দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ;
- চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যাপারে উত্থাপিত অনিয়মের অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য তিন সদস্যের একটি সাব-কমিটি গঠন;
- বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) - এর নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ সম্পর্কিত প্রেরিত দরখাস্তের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ;
- পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অনিয়মের বিষয়ে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, সচিব ও সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ;
- পটুয়াখালী কোস্টগার্ড ঘাঁটি নির্মাণ প্রকল্পে অনিয়ম তদন্তপূর্বক দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ;
- ২২৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণে দীর্ঘসূত্রিতার সাথে কেউ জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পত্র দানের সুপারিশ এবং শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তদন্তপূর্বক পরবর্তী বৈঠকে রিপোর্ট পেশ করার সুপারিশ;
- শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের শিক্ষক নিয়োগ ও স্কুল স্থাপনা প্রক্রিয়ায় অনিয়মের বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য তিন সদস্যের সাব-কমিটি কর্তৃক মূল কমিটিতে প্রতিবেদন পেশ;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য আমদানিকৃত ৫০০০০ ল্যাপটপ সংগ্রহে কোনো দুর্নীতি হয়েছে কিনা তার একটি তদন্তমূলক প্রতিবেদন মূল কমিটিতে জমা দেয়ার সুপারিশ;
- সরবরাহকৃত প্লাস্টিকের ফার্নিচারের গুনগত মানের যথার্থতা যাচাইপূর্বক এ বিষয়ে পরবর্তী বৈঠকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পেশের সুপারিশ প্রদান;
- কাপ্তাই সোলার পাওয়ার প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন না হওয়া এবং আর্থিক ক্ষতি হওয়ায় সংশ্লিষ্ট দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন কাজে বিধি-বহির্ভূতভাবে কাউকে কোন আর্থিক লেনদেন না করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- যথাশীঘ্র বাটা সু কোম্পানিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম দূর করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাতে সুপারিশ;
- গরমিলের সাথে জড়িত আমদানিকারকের লাইসেন্স বাতিল এবং কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত হলে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনধিক তিন মাসের মধ্যে কমিটিকে জানানোর সুপারিশ;
- অনধিক তিন মাসের মধ্যে ভিওআইপি ও ব্যান্ডউইথ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিবকে কমিটিতে প্রেরন করার সুপারিশ; এবং
- শ্রীমঙ্গল ডিপোর অর্থ আত্মসাত জনিত মামলাটি যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।

পরিশিষ্ট ৫.১: বিভিন্ন পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত বিষয়সমূহের বিস্তারিত

- **রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা -** *নারী শিক্ষা প্রসারে সরকারের গৃহীত প্রকল্প, ক্ষমতায়নে পদক্ষেপ, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধে পদক্ষেপ, রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে প্রশংসা, বাবার নামের পাশে মায়ের নাম সংযোজন ইত্যাদি*
- **বাজেট আলোচনা -** *ক্ষুদ্র ও মাঝারী নারী উদ্যোক্তা তৈরি, নারী জঙ্গিবাদ প্রতিহতকরণ, কিশোরী অপুষ্টি সমস্যা সমাধানের সুপারিশ, যৌতুক বন্ধে নারী শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কর্মক্ষেত্রে নারীদের হয়রানী বন্ধে পদক্ষেপ, নারীর সাংসারিক কাজের মূল্যায়ন ইত্যাদি*
- **জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস (বিধি - ৭১) -** *নারীর প্রতি অসদাচরণ দমন ও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ন, কর্মজীবী নারীদের জন্য নতুন হোস্টেল নির্মাণ, যৌন নিপীড়ন রোধে সরকারি প্রশিক্ষকের মাধ্যমে ছাত্রীদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ প্রদান, চা শ্রমিকদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বয়স্কা ভাতা ও বিধবা ভাতা প্রদান ইত্যাদি*
- **প্রশ্নোত্তর পর্ব -** *আইন সম্পর্কে নারীদের সচেতন করা, মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র স্থাপন, বিচিত্রা তিরকি ধর্ষন ও হামলা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ নারীদের ভাতা বৃদ্ধি, হাওড় এলাকার নারীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও উপকরণ বিতরণ, ডে কেয়ার কেন্দ্র বাড়ানো, প্রতিবন্ধী নারীদের সুরক্ষা প্রদানের বিষয়ে তদারকি, নারী মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ, মুক্তিযুদ্ধে বিরাঙ্গনাদের তালিকা ইত্যাদি*
- **অনির্ধারিত আলোচনা -** *খাগড়াছড়ি জেলায় গৃহবধু ধর্ষণ ও হত্যা, নারীদের সুবিধার্থে পাবলিক টয়লেট স্থাপন ও এর দুর্দশারোধে ব্যবস্থা, নারী নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার, নারী পাচার বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, সাইবার অপরাধ হতে নারীদের সচেতনতা মুলক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি*
- **সাধারণ আলোচনা -** *নারীর ক্ষমতায়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা, উপবৃত্তি প্রদান ও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকারের প্রশংসা, নারী-পুরুষের সমতা ও নারী ক্ষমতায়নে সরকারের প্রশংসা ইত্যাদি*

পরিশিষ্ট ৬.১: দশম সংসদের স্পিকার হিসাবে দায়িত্ব পালন (প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত)

অধিবেশন	স্পিকার	ডেপুটি স্পিকার	সভাপতি প্যানেল	মোট
প্রথম	৭৭:৩১:০০	৩৪:২৫:০০	১:৫৫:০০	১১৩:৫১:০০
দ্বিতীয় – ষষ্ঠ	২৭৮:৩৬:০০	১০৩:০৬:০০	৬:৫৩:০০	৩৮৮:৩৫:০০
সপ্তম – ত্রয়োদশ	১৯৯:৩৫:০০	১৩৫:৪২:০০	১০:৩৮:০০	৩৪৫:৫৫:০০
চর্তুদশ – অষ্টাদশ	১৭০:৪৬:০০	৮৪:৪৫:০০	৪:৩৭:০০	২৬০:০৮:০০
ঊনবিংশতিতম – তেইশতম	২১৫:৪০:০০	৮৩:৩০:০০	২:৩০:০০	৩০১:৪০:০০
মোট	৯৪২:০৮:০০	৪৪১:২৮:০০	২৬:৩৩:০০	১৪১০:০৯:০০